চমক ভরা ধনতেরাস
৩ থেকে ১৪ নভেম্বর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৭ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 8 November, 2020 ■ আগরতলা, ৮ নভেম্বর, ২০২০ ইং ■ ২২ কার্ত্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

হেরে গেলেন ট্রাম্প, মার্কিন প্রেসিডেন্ট হলেন বাইডেন

ওয়াশিংটন, ৭ নভেম্বর।। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হেরে গেলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। জয় আসবেই ধরে নিয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দাঁতে দাঁত কামড়ে পড়েছিলেন তিনি। একের পর এক রাজ্যে ধাক্কা খেলেও, ভোট পুনর্গণনার দাবিতে অনড় ছিলেন। কিন্তু পেনসিলভেনিয়ার দৌলতে শেষ মুহূর্তে তাঁর মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিলেন জো বাইডেন। তাই দ্বিতীয় বার আর হোয়াইট হাউসের দখল নেওয়া হল না ট্রাম্পের। ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর জায়গায় বাইডেনকেই বেছে নিলেন আমেরিকার সাধারণ মানুষ।

২৫৩ ইলেক্টরাল ভোট নিয়ে শনিবারও শুরু থেকেই এগিয়ে ছিলেন জো বাইডেন। ট্রাম্পের সপক্ষে ভোট ছিল ২১৪। জর্জিয়ায় ভোট পুনর্গণনার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আশায় বুক বাঁধতে শুরু করে ট্রাম্প শিবির। ডেমোক্র্যাটদের গড় হিসেবে পরিচিত পেনসিলভেনিয়ার দিকেই তাকিয়ে ছিলেন বাইডেন ও তাঁর সমর্থকরা। তাঁরা জানতেন, সেখানে ২০টি ইলেক্টরাল ভোট জিতে নিতে ট্রাম্পের আর কিছু করার থাকবে না। শেষ মেষ তাই হল। পেনসিলভেনিয়াই বাইডেনকে জয় এনে দিল। তবে পেনসিলভেনিয়ার পাশাপাশি এ দিন নেভাদায় ৬টি ইলেক্টরাল ভোটেও জিতে নেন বাইডেন। দিনের শেষে তাঁর প্রাপ্ত ইলেক্টরাল ভোট দাঁড়ায় ২৭৯। একই সঙ্গে এ দিন আমেরিকায় ইতিহাস গড়লেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত কমলা হ্যারিস। সে দেশের প্রথম মহিলা ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন তিনি। এর আগে যদিও ডেমোক্র্যাটদের হয়ে বাইডেনের সঙ্গেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিলেন কমলা। তবে পরবর্তী কালে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে তাঁকেই বেছে নেন বাইডেন।

এ দিন জয় হাসিল করার পর একটি বিবৃতি প্রকাশ করে বাইডেন বলেন, 'কমলা হ্যারিস এবং আমার উপর সাধারণ মানুষ যে আস্থা রেখেছেন, তাতে সম্মানিত বোধ করছি। নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও রেকর্ড সংখ্যাক মানুষ ভোট দিয়েছেন। এতেই প্রমাণ হয় আমেরিকার হৃদয়ের গভীরে গণতন্ত্রই স্পন্দিত হয়। নির্বাচনী প্রচার শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই সমস্ত রাগ-অভিমান পিছনে ফেলে একজোট হওয়ার সময় এসেছে। আমেরিকাকে একজোট হতে হবে, ক্ষত সারিয়ে উঠতে হবে। আমরা আমেরিকার মানুষ। আমাদের অসাধ্য কোনও কাজ নেই'। পরে টুইটারে বাইডেন লেখেন, 'আমেরিকা, এই মহান দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আমাকে বেছে নিয়েছেন আপনারা, তার জন্য সম্মানিত বোধ করছি। সামনে অনেক কঠিন কাজ রয়েছে, কিন্তু কথা দিচ্ছি, আমেরিকার সমস্ত নাগরিকের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করব আমি, সে আপনারা আমাকে ভোট দিয়ে থাকুন বা না দিয়ে থাকুন। যে বিশ্বাস আপনারা আমার উপর রেখেছেন, তার মর্যাদা রাখব'। জয় নিশ্চিত করে টুইটারে কমলা হ্যারিস লেখেন, 'জো বাইডেন বা আমি নই, এ বারের নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক বেশি। এর সঙ্গে আমেরিকার আত্মা জড়িয়ে রয়েছে।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুতের ছোঁবলে প্রাণ হারালেন এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি,বিলোনীয়া, ৭ নভেম্বর।। বিদ্যুতের লাইন সারাই এর কাজ করতে গিয়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বিলোনিয়া মহকুমার রতনপুর এলাকায় বিদ্যুৎ লাইনের কাজ করছিলেন মরন চন্দ্র দাস নামে ৫৮ বছর বয়সের এই ব্যক্তি। বিলোনিয়া বিদ্যুৎ দপ্তর এর অধীন রতনপুর বিদ্যুৎ অফিসের লাইনম্যান হিসেবে কর্মরত ছিলেন তিনি।

শনিবার দুপুরে এই রতনপুর এলাকায় বিদ্যুৎ সারাইয়ের কাজ করছিলেন মরণ চন্দ্র দাস। উনাকে মই ধরে সহযোগিতা করেছিলেন এলাকারওই দুই যুবক।কিন্তু কাজ করতে করতে তাদের সামনে হঠাৎ করে মরণ চন্দ্র দাস বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ওই দুই যুবক সহ এলাকাবাসীরা ছুটে গিয়ে উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে।কর্তব্যরত চিকিৎসক উনাকে পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এলাকাবাসীর অভিযোগ রতনপুর বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিসে একমাত্র লাইনম্যান দিয়েই চলছিলো কাজ। লাইনম্যান হিসেবে মরণ চন্দ্র দাস ছাড়া আর কেউই ছিলেন না। তাই প্রতিনিয়ত উনাকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। জানা যায় উনার বাড়ি বিলোনিয়া কলেজ স্কয়ার এলাকায়।আজ উনার মৃত্যুতে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে কলেজ স্কয়ার এলাকা সহ বিদ্যুৎ মহলে।

কৃষকদের আয় ২০২২ সালের মধ্যে দ্বিগুনের লক্ষ্যমাত্রা সরকারের

আগরতলা, ৭ নভেম্বর (হি. স.)।। কৃষকদের আয় ২০২২ সালে-র মধ্যে দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে বিস্তৃত আলোচনাক্রমে গৃহীত পরিকল্পনার অংশ হিসাবে রাজ্য সরকার ২০২০-২১ ইং অর্থবর্ষে মাসকালাই (১০,৫০০ হেক্টর), বাদাম (২২০০ হেক্টর) এবং মক্কা (১২,০ হেক্টর) চাষের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে এবং পরিকল্পনার সঠিক রূপায়ণের জন্য কৃষি দপ্তর ফসলের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী চাষের বিভিন্ন এলাকা এবং ফসলের বিভিন্ন জাত মহকুমা এবং জেলাস্তরের আধিকারিকদের মাধ্যমে আলোচনা করেই স্থির করা হয়েছে। কৃষি দপ্তর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনাক্রমে কৃষক নির্বাচন করে বীজ বিতরণ করে থাকে, জানিয়েছেন কৃষি অধিকর্তা।

বিহারে সম্ভবত কোনও দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না, বলছে সমীক্ষা

নয়াদিল্লী, ৭ নভেম্বর।। বিহারে সম্ভবত কোনও দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। তৃতীয় দফার বিধানসভা ভোটের পর এবিপি আনন্দ-সি ভোটার বুথ ফেরত সমীক্ষা বলছে, ২৪৩ সদস্যের বিধানসভায় বিজেপি-নীতীশ কুমারের ক্ষমতাসীন এনডিএ ১০৪-১২৮টি আসন পেতে পারে। আরজেডি নেতৃত্বাধীন মহাজোট পাবে ১০৮-১৩১টি আসন।

সমীক্ষা অনুযায়ী আরজেডি হতে চলেছে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। তবে চিরাগ পাসওয়ান নেতৃত্বাধীন এলজেপি ও অন্যান্য দল ভোটে তেমন প্রভাব ফেলতে পারবে না বলে মনে করা হচ্ছে।

আরজেডি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে উঠে আসতে পারে, তারা পেতে পারে ৮১-৮৯টি আসন। কংগ্রেস সম্ভবত ২১-২৯টি আসন পেতে চলেছে। বাম দলগুলি পেতে পারে ৬-১৩টি আসন। সব সমীক্ষাই বলছে, বিহারে লড়াই হবে হাড্ডাহাড্ডি। এনডিএ সম্ভবত সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাচ্ছে না, তবে তাদের ভোট ২ শতাংশ বাড়তে পারে কিন্তু তা এমন কিছু নয়। এলজেপি ও অন্যান্যরা ভোটে প্রভাবই ফেলতে পারবে না। এবিপি আনন্দ-সি ভোটার সমীক্ষা অনুযায়ী এনডিএ পেতে পারে ৩৭.৭ ৢ ভোট, মহাজোট ৩৬.৩ ৢ ভোট ও এলজেপি ৮.৫ ৢ ভোট। রিপাবলিক টিভি-জন কি বাত সমীক্ষা বলছে, নীতীশ কুমার নেতৃত্বাধীন এনডিএ পাবে ৯১ থেকে ১১৭টি আসন। ১১৮ থেকে ১৩৮টি আসন যেতে চলেছে আরজেডি জোটের দখলে। ৫-৮টি আসন পেতে চলেছে এলজেপি, অন্যান্যরা পেতে পারে ৩-৬টি আসন। এনডিএ শিবিরে এবার একক দলের ফলের নিরিখে জেডিইউকে টপকে যেতে পারে বিজেপি।

এবিপি আনন্দ-সি ভোটার বুথফেরত সমীক্ষা অনুযায়ী, এনডিএর মধ্যে জেডিইউ পেতে পারে ৩৮ থেকে ৪৬টি আসন। সেখানে বিজেপির সম্ভাব্য আসন সংখ্যা হতে পারে ৬৬ থেকে ৭৪। বিকাশশীল ইনসান পার্টি পেতে পারে শূন্য থেকে ৪টি আসন। জিতনরাম মাঝির এইচএএম পেতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আবারও আক্রান্ত সংবাদমাধ্যম বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিবাদ

ষড়যন্ত্র হয়েছে, দাবি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর/আগরতলা, ৭ নভেম্বর।। উদয়পুরের রাজারবাগ মোটরস্ট্যান্ডে রাজ্যের একটি প্রভাতী সংবাদপত্রের বাণ্ডিল গাড়ি থেকে নামিয়ে রাস্তায় ফেলে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহলে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে।

সাংবাদিকদের বিভিন্ন সংগঠন যেমন নিন্দা জানিয়েছে তেমনি শাসক দল বিজেপিও এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে এই ঘটনার পেছনে গভীড় ষড়যন্ত্র রয়েছে। এদিকে, এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবীতে সরব হয়েছে অ্যাসেম্বলি অফ জার্নালিস্ট, ফোরাম ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড প্রোটেকশন অফ মিডিয়া কমিউনিটি সহ বিভিন্ন সংগঠন।

ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে শনিবার রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তরে গিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করল অ্যাসেম্বলি অফ জার্নালিস্ট। এই ঘটনায় জড়িতদের ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়। অন্যথায় রাজ্যজুড়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে জানানো হয় অ্যাসেম্বলি অফ জার্নালিস্ট এর তরফে। এধরনের আক্রমণ রাজ্যে পূর্বে কখনো সংবাদমাধ্যমের উপর আসেনি। সেই ঘটনার বিরুদ্ধে আর কে পুর থানায় মামলা করা হলেও দুপুর পর্যন্ত দুষ্কৃতীকে আটক করেনি পুলিশ। শনিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে অ্যাসেম্বলি অফ জার্নালিস্ট কতৃক আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে তীব্র নিন্দা জানান চেয়ারম্যান সুবল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রিজ সংস্কারের দাবীত পথ অবরোধ জগন্নাথপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর।। পথ অবরোধ এখন নিত্যদিনের সংবাদ । বিভিন্ন দাবি দাবা নিয়ে পথ অবরোধের শামিল হল এলাকাবাসীরা। শনিবার আমবাসা ব্লকের জগন্নাথপুর এলাকায় পথ অবরোধের শামিল হল এলাকার জনগণ।

ঈশান চন্দ্র পাড়া ব্রিজটি নির্মাণ করার দাবিতে এলাকাবাসীরা আমবাসা গন্ডাছড়া সড়কের জগন্নাথপুর এলাকায় পথ অবরোধে বসে, শনিবার ছিল আমবাসা বাজারের হাট বাজার। এই পথ অবরোধের ফলে অনেকটাই সমস্যায় পড়তে হয়েছে হাট বাজারের ব্যবসায়ীদের, এমনকি এলাকাবাসীরা যাত্রীদের সঙ্গে কথা-কাটাকাটির জেরে , যাত্রী ও অবরোধকারীদের সঙ্গে হাতাহাতি হয়।

এক প্রকার মারামারি শুরু হয় সেই জায়গায়, আমবাসা থানা পুলিশকে সামনে রেখে যাত্রীর সঙ্গে মারামারিতে লিপ্ত হয় অবরোধকারীরা। আমবাসা থানার পুলিশ টুটু জগন্নাথের মত যাত্রী ও অবরোধকারীদের মারামারি দেখতে ব্যস্ত। কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ছুটে আসে ডিসিএম সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা। খবর লেখা পর্যন্ত এখনো চলছে অবরোধ।

দুইদিনের জন্য চন্দ্রপুর আইএসবিটিতে যান চলাচল বন্ধ রাখলেন মলিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর।। শনিবার থেকে দুই দিনের জন্য চন্দ্রপুর আই এস বি টি থেকে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ রেখেছেন যানবাহনের মালিক এবং শ্রমিকরা। তাদের অভিযোগ বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে যেসব যাত্রী পরিবহন করার কথা সে সব যাত্রী প্রাইভেট গাড়ি দিয়ে পরিবহন করা হচ্ছে। আপত্তি করব তারা কোনো প্রতিকার পাচ্ছেন না।

বিষয়টি পরিবহন দপ্তরের নজরে আনা হয়েছে। রাজ্য সরকারকে এ বিষয়ে অবগত করা হয়েছে কিন্তু কোন প্রতিকার পাওয়া যাচ্ছে না। এর ফলে তারা মারাত্মকভাবে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে তারা যাত্রী পরিবহন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। শনিবার সকাল থেকে চন্দ্রপুর আইএসবিত থেকে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখার ফলে যাত্রীরা বিপাকে পড়েন। বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে আসা যাত্রী চন্দ্রপুর আইএস বিটিতে আটকা পড়েন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে যাত্রীসাধারণ এর মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

২৪ ঘন্টায় দেশে করোনা আক্রান্ত ৫৭৭ জনের মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর (হি.স.)।। দৈনিক মৃত্যু ও সংক্রমণ কিছুটা নিম্নমুখী হলেও, রাশ টানাই যাচ্ছে না করোনাভাইরাসের দৌরাত্ম্যে। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৮৫-লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেল করোনা-সংক্রমণ। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৮৪,৬২,০৮১-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৫৭৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৫০,৩৫৭ জন।

শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,২৫,৫৬২ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৫৩,৯২০ জন, ফলে এযাবৎ দেশে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৭৮,১৯,৮৮৭ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৩২ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ৪,১৪১ জন।

৬ নভেম্বর (শুক্রবার সারা দিনে) ভারতে ১১,১৩,২০৯টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ১১,১৩,২০৯টি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সূর্যমনিনগরে মহিলার সোনার চেনই ছিনতাই গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর।। আমতলী থানা এলাকার সূর্যমনি নগর কাছারী এলাকা থেকে এক মহিলার গলার সোনার চেইন ছিনতাই করেছে ছিনতাইকারীরা। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে বিশালগড়ের মোরা বাড়ির এক মহিলা তার উপরে সঙ্গে স্কুটিতে করে আগরতলা আসিলেন।স্কুটি টি আমতলী থানা এলাকার সূর্যমনি নগর কাছারী এলাকায় এসে পৌঁছলেন দুই যুবক মহিলার গলা থেকে সোনার চেইন ছিনতাই করে পালানোর চেষ্টা করে।

মহিলার চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন। ছিনতাইকারী দুই যুবককে তারা হাতেনাতে পাকড়াও করেন। উত্তেজিত জনতা তাদেরকে গণপ্রহার করেন। ক্ষুব্দ জনতার গণপ্রহারে ওই দুই যুবক আহত হয়। তাদের কাছ থেকে মহিলার চেনটিও উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে আমতলী থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। সেখান থেকে ছিনতাই করে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

উল্লেখ্য গত বেশ কিছুদিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছিনতাইয়ের ঘটনা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।এদিকে রাজ্য পুলিশের তরফ থেকে যখন দাবি করা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলার বাজারগুলিতে পলিব্যাগ বিরোধী অভিযানে নামল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর।। সদর মহকুমা প্রশাসনের তরফ থেকে শনিবার রাজধানী আগরতলা শহরের মহারাজগঞ্জ বাজারে প্লাস্টিক বিরোধী অভিযান চালানো হয়। অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকটি দোকানে প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ পাওয়া যায়। নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ ব্যবহার করার দায়ে বেশ কয়েকজনকে জরিমানা করা হয়েছে। মহকুমা প্রশাসনের এক প্রতিনিধি দল শনিবার এই অভিযান চালান।

অভিযান চালানোর পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিক আশিস বিশ্বাস জানান প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ বহুদিন আগেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মাঝেমধ্যেই প্রশাসনের তরফ থেকে এ ধরনের

অভিযান চালানো হয়। করা হচ্ছে বলে প্রশাসনের কাছে অভিযোগ আসে। সেই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনের তরফ থেকে শনিবার অভিযান চালানো হয়। অভিযান চালিয়ে যথারীতি বেশ কয়েকটি দোকানে প্লাস্টিকের ক্যাশব্যাক পাওয়া যায়।

রাজশাহী সহ সকল স্তরের জনগণকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নারায়ণপুরে বিস্তর পরিমাণে নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর।। এয়ারপোর্ট থানা এলাকার নারায়ণপুরের কদমতলা এলাকার অনির্বাণ দেবনাথ এর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ প্রচুর পরিমাণ নেশাজাতীয় সামগ্রী উদ্ধার করেছে। কদমতলার অনির্বাণ দাস এর বাড়িতে হানা দেন।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পিয়া মাধুরী সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে এয়ারপোর্ট থানা এলাকার নারায়ণপুরের অনির্বাণ দাসের বাড়িতে হানা দেন।প্রচুর পরিমাণ নেশাজাতীয় সামগ্রী মজুদ রয়েছে।তার কাছে খবর ছিল অনির্বাণ দাস এর বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ নেশাজাতীয় সামগ্রী মজুদ রয়েছে।

সেই খবরের ভিত্তিতে তিনি অনির্বাণ দাসের বাড়িতে বাড়িতে দেন। বাড়িতে হানা দিয়ে ১০০ কেজি শুকনো গাজা ,কুড়িগ্রাম হিরোইন , নেশাজাতীয় ট্যাবলেট এবং ফেন্সিডিল সহ অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করেছেন। ওই বাড়ি থেকে দুইটি বাইক এবং একটি গাড়িও সিজ করা হয়েছে। নেশাজাতীয় সামগ্রী উদ্ধার করা সম্ভব হলেও বাড়ির মালিক অনির্বাণ দাস কে আটক করা যায়নি। পুলিশের উপস্থিতি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা প্রেসক্লাবের নির্বাচন আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর।। আগামীকাল আগরতলা প্রেস ক্লাবের দ্বি বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন। রবিবার প্রথমে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। তারপর হবে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া ও পরে হবে ভোট গণনা।

আর এই নির্বাচনী কাজে রিটার্নিং অফিসার হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন আইনজীবী সন্দীপ দত্ত চৌধুরী। এই নির্বাচনে যুগ্ম রিটার্নিং অফিসার হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন পারিজাত দত্ত ও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রাম স্তরে সরকারি সহায়তার প্রচার নেই জনপ্রতিনিধিদের একহাত নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর।। গ্রাম স্তরে সরকারি সহায়তার প্রচার নেই, তাই জনপ্রতিনিধিদের একহাত নিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। জনগণকে সরকারের ঢালাও সহায়তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র প্রচারের অভাবে সমালোচনা হচ্ছে সর্বত্র। তার জন্য গ্রাম স্তরে জনপ্রতিনিধিদের উদাসীনতাই সরকারকে কালিমালিপ্ত করতে সাহায্য করছে। শনিবার ধলাই জেলার সালেমা ব্লকের অধীনে জামথুম ভিলেজ কমিটির কার্যালয়ে আয়োজিত বিশেষ গ্রামসভায় জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা নিয়ে এভাবেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর দাবি, এডিসি-র উন্নয়ন চাইছি। কিন্তু সহযোগিতা পাচ্ছি না। শুধুমাত্র প্রচারের অভাবে সমালোচিত হচ্ছি, হতাশার সুরে বলেন তিনি।

গ্রামসভায় ভিলেজ

কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের কাছে কেন্দ্রীয় প্রকল্প সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাতে জনপ্রতিনিধিদের কীর্তি দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে যায় তাঁর। প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মাননিধি সম্পর্কে অবগত নন ভিলেজ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। অথচ, ওই এলাকায় ৬১৪টি পরিবারের মধ্যে ২৫৮টি পরিবার ওই প্রকল্পে সরকারি আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, নিজ নিজ এলাকায় কত পরিবার রয়েছে, ওই পরিবারে সদস্য কতজন রয়েছেন, সে-বিষয়েও অবগত নন জনপ্রতিনিধিরা। স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুযোগ পেলেও প্রচারের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ৩৩ ◘ ৮ নভেম্বর ২০২০ইং ◘ ২২ কার্তিক ◘ রবিবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বিস্মৃতির অতলে যাত্রাপালা

তথ্য প্রযুক্তি ও ডট কমের যুগে পরম্পরা ঐতিহ্য ক্রমশ হারাইয়া যাইতেছে। দেশীয় কৃষ্টি সংস্কৃতির বলিদান ঘটাইয়া পশ্চিমি সংস্কৃতিকে আগলাইয়া ধরিবার প্রয়াস প্রতিনিয়ত চলিতেছে। তাহাতে সংস্কৃতির অঙ্গনে মারাত্মক আঘাত নামিয়া আসিতেছে। বিনোদনের অন্যতম মাধ্যমগুলি বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। একটা সময় ছিল যখন একসাথে সকলে বসিয়া সিনেমা হলে বিনোদন উপভোগ করা হইত সেই দিন কার্যত হারাইয়া গিয়াছে। শুধু তাই নয় গ্রাম ত্রিপুরার বিনোদনের আরও একটি মাধ্যম যাত্রা পালা। সিনেমা হলগুলি যখন একের পর এক বন্ধ হইয়া গেল তখন চলচ্চিত্র প্রেমী দর্শকরা ঘরে বসিয়াই বিনোদনের স্বাদ গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু একসময় যে শিল্প মানুষের মনে তুফান ছুটাইত সেই যাত্রা তো প্রায় বিস্মৃতির অতলেই তলাইয়া গিয়াছে। রাত জাগিয়া, খোলা প্রান্তরে প্যান্ডেলে, শীতের রাতে যাত্রা পালার অনুভূতি আজও মানুষকে নাড়া দেয়। সেই যাত্রা শিল্প একসময় গ্রাম গঞ্জে বিনোদনের বিরাট ভূমিকা পালন করিত। রাজ্যে যাত্রাপ্রেমীদের সংখ্যা কম নহে। কলিকাতা সহ বিখ্যাত সব কোম্পানী ছুটিয়া আসিয়া লেনিন, হিটলার, বাদশা আলমগীরের মতো ঐতিহাসিক পালার সঙ্গে পৌরানিক, সামাজিক পালায় ঝড় তুলিত যাত্রা প্রেমীদের মনে। সেই দিন এখন আর নাই। প্রযুক্তির উন্নয়নের স্রোতে বিস্মৃতির অতলে হারাইয়া যাইতেছে সেই যাত্রা শিল্প। গ্রামে গঞ্জে এক সময় ঝড় তোলা যাত্রা শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হইবে সরকারকেই। পশ্চিমবঙ্গে যাত্রা শিল্পকে বাঁচাইয়া রাখিতে সেই রাজ্য সরকার বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। এই শিল্প গ্রাম বাংলার মাটির সঙ্গে যোগ সূত্র এখনও ছিন্ন করে নাই। সিনেমায় যাহারা যথেষ্ট খ্যাতির শীর্ষে আছেন তাঁহারা যাত্রা পালায় এখন অভিনয় করিতেছেন। তাঁহাদের অংশগ্রহণ যাত্রা শিল্পের মরাগাঙে বান আনিবার প্রয়াস বলা যাইতে পারে।

যাত্রা শিল্পের জাগরণের ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারী উদ্যোগও জরুরী। রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় এই শিল্পকে জনপ্রিয় করিতে পারিলে লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিতে পারে। একসময় এই যাত্রাপালাই রাজ্যের গ্রামেগঞ্জে মানুষের মনে শক্তি যুগাইত। যাত্রা শিল্পের মাধ্যমে গ্রাম গঞ্জের প্রতিভার সন্ধান মিলিতে পারে। সুতরাং গ্রাম পাহাড়ে যাত্রাপালার সেই হারাইয়া যাওয়া অনুভূতিকে জাগাইয়া তুলিতে পারে। কিন্তু কালের নিয়মে সবই যদি হারাইয়া যায় তাহা হইলে ঐতিহ্যই তো তলাইয়া যাইবে। টিভির পর্দায় চোখ রাখিবার কুফল আজ দেখা দিতেছে। মানুষ গৃহবন্দী হইয়া পড়িতেছে। এই অবস্থায় মানুষকে একঘেয়েমি হইতে মুক্তি দিতে পারে এই যাত্রা শিল্প। অতীতে কয়েকটি মরশুমে, বিশেষ করিয়া পুজা ইত্যাদির সময় যাত্রাপালাই বিনোদনের মুখ্য ভূমিকা পালন করিত। সেই যাত্রাপালা এখন আর ময়দানে থাকে না। তাহাই জাগাইয়া তুলিতে হইবে। প্রয়োজন গ্রাম গঞ্জে যাত্রার প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করা। স্থানীয় স্তরে যাহারা যাত্রাপালা করিবেন তাহাদের সাহায্য করিতে হইবে সরকারকে। সারা বছর প্রয়াস চালাইতে হইবে। আর এই পথে আগাইতে পারিলে যাত্রার জয়যাত্রার সূচনা হইতে পারে।

ভোটে প্রতি বুথে ১১ জনের টিম

কলকাতা, ৭ নভেম্বর (হিস)। প্রতি বুথে ১১ জন যুব থাকবেন। যাঁরা টক্কর দেবেন তৃণমূলের সঙ্গে। একেবারে যেন ফুটবল ও ক্রিকেট টিমের মতো বিধানসভা নির্বাচনে বুথে বুথে এই ১১ জনের টিম কাজ করবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বঙ্গসফর শেষ করে চলে যাওয়ার পরই তাঁর নির্দেশ ও পরামর্শ মত ২০২১-কে সামনে রেখে সংগঠন গোছানো এবং যুব ও মহিলাদের আরও বেশি করে যুক্ত করতে শনিবার দলের নেতারা কিছু রূপরেখা তৈরি করেন। তাতেই প্রতি বুথে ১১ জনের টিমের সিদ্ধান্ত হয়। নতুন ভোটাররাই হবে বিজেপির লক্ষ্য। তেমনই ভোট পরিচালনাতেও যুবদের ওপর নির্ভর করবে দল। ভোটার তালিকায় নবাগতদের নাম উঠল কি না, তাঁদের সুবিধা অসুবিধার কথা জানবে বিজেপির যুব সংগঠন। দলের বক্তব্য, “তৃণমূলের টিম পি কে যুবদের টার্গেট করেছে। তাদের ইউথ ইন পলিটিক্স ও যুব শক্তি এই দুটি কর্মসূচি ফ্লপ। এবার বুথে বুথে আমরা যুবদের নিয়ে বাংলায় মোদিজির নেতৃত্বে পরিবর্তন আনব।” ৮ ডিসেম্বর উত্তরকন্যা অভিযান কর্মসূচি রয়েছে যুব মোর্চার। এই পরিকল্পনা অবশ্য আগেই নেওয়া হয়। তবে দিনটি এদিন চূড়ান্ত হয়। সম্প্রতি বিজেপি-র নবান্ন অভিযানের অভিজ্ঞতা উত্তরকন্যা অভিযান কর্মসূচিকে কাজে লাগবে বলে যুব নেতাদের বিশ্বাস। শনিবার যুব মোর্চার রাজ্য নেতাদের নিয়ে বৈঠকে আগামী কর্মসূচি ও রণকৌশল ও প্রচারের রূপরেখা ঠিক হয়। এ দিনের বৈঠকে ছিলেন রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়, কেন্দ্রীয় সম্পাদক অনুপম হাজরা, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু, যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি সৌমিত্র খাঁ, সহ-সভাপতি শঙ্কুদেব পাণ্ডা প্রমুখ।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ও সংস্কৃতের পুনরুজ্জীবনের ওপর গুরুত্ব দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ড় রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক

কলকাতা, ৭ নভেম্বর (হি.স.): মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ও সংস্কৃতের পুনরুজ্জীবনের ওপর গুরুত্ব দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক। তিন দিনের এক ওয়েবিনার শুরু হয়েছে আইআইটি খড়গপুরে। গতকাল তার উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, এই ধরণের উদ্যোগ নিলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বৈচিত্র্যময় মাতৃভাষাসমূহ সমৃদ্ধ হবে এবং একই সঙ্গে ভারতের সমৃদ্ধশালী শিক্ষার ঐতিহ্য সম্পর্কে মানুষ অবগত হবেন। এই সঙ্গে কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাহায্যের জন্য জাতীয় স্তরে একটি এডুকেশন টেকনোলজি ফোরাম গঠনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন তিনি। ডঃ পোখরিয়াল বলেন, এর ফলে গবেষকরা ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চা ও এদেশের ভাষাগত ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা কাজে উৎসাহী হবেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ‘স্টাডি ইন ইন্ডিয়া’, জিআইএএন, জিআইএএনৃ সহ অন্যান্য গবেষণামূলক বিভিন্ন কর্মসূচির কথা জানান। এরফলে, আন্তর্জাতিক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ তৈরি হবে এবং ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন ঘটবে।

খড়গপুরে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের জন্য উৎকর্ষকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। আইআইটি খড়গপুর আয়োজিত ‘ভারত তীর্থ’ শীর্ষক ওই আন্তর্জাতিক ওয়েবিনারের উদ্বোধন করে ডঃ নিশাঙ্ক এই ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখাকালীন সময় তিনি ভারতীয় জ্ঞান চর্চার বিভিন্ন শাখায় এই প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি হিসেবে কেন্দ্রীয় শিক্ষা, যোগাযোগ, বৈদ্যুতিন ও তথ্য প্রযুক্তি দফতরের প্রতিমন্ত্রী সঞ্জয় ধোতরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভারতীয় জ্ঞান চর্চার বিষয়ে বর্তমান যুগে আরও ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার আহ্বান জানান। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, ২০২০র জাতীয় শিক্ষা নীতি ভারতীয় সত্ত্বাকে আরও বিকশিত করতে সাহায্য করবে।

আইআইটি খড়গপুরের নির্দেশক বীরেন্দ্র কে তিওয়ারি, শান্তি স্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যবস্থা ভারতীয় বিজ্ঞান চর্চার ঐতিহ্যের ওপর যাঁরা গবেষণা করবেন তাঁদের জন্য-ও স্বীকৃতি প্রদানের দেন। তিন দিনের এই ওয়েবিনারে ভারততত্ত্ব বিষয়ে ওপর আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা বক্তব্য রাখছেন।

দুরাচারী শাসকের হাত থেকে মুক্তির পথ প্রাউট

এইচ এন মাহাতো

সম্প্রতি ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলো একবার বিজেপি সরকার এলে সোনার বাংলা তৈরী করবেন। আবার অপর দিকে বাঙলী মানেই বিদেশী বাংলাদেশী, বহিরাগত। তাদেরকে দেশ থেকে তাড়াতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই দ্বিচারিতা ও বাঙলার প্রতি বিমাতৃসুলভ মানসিকতার জন্য বিভিন্ন ভাবে বাঙালির অর্থনৈতিক পঙ্গু করার চক্রান্ত করে চলেছে। তা ছাড়াও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি কাতের মধ্যে প্রাচীন হওয়ার পরে তাকে স্বীকৃতি দেয়নি। প্রধানমলী গুজরাটের ভাষা ভারতের মুষ্টিমেয় কয়েক হাজার মানুষ জানে সেই ভাষাকে উচ্চ শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে স্বীকার করেছে অথচ বাংলাকে এখনো মান্যতা দেওয়া হয় নি। এই হয়েছে সোনার বাঙলা গড়ার নমুনা।

বাঙালীর স্বাধীন চেতনাকে সকল অবাঙালী রাজনৈতিক নেতারা ঘৃণার চোখে দেখে। তাই আজো নেতাজী থেকে শুরু করে সকল পরিবর্তনশীল বাঙালী ও বিপ্লবীদের মহান আত্মত্যাগকে স্বীকৃতি না দিয়ে ব্রিটিশদের মত সন্ত্রাসবাদী ও রাষ্ট্রদ্রোহী বলে মাঝে মধ্যে প্রচারের এনে তাদেরকে হেও প্রতিপন্ন করে। এরা এবার বাঙালীকে ধ্বংস করতে বাঙলাকে কয়েক হাজারো কোটি টাকার বিনিময়ে কিনতে চাইছে। সাবধান বাঙলী সাবধান। ভারতীয় নাগরিকগণ গত সাত বছরের কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের হিসাবের পর্যালোচনা করলে দেখতে পাববেন কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে রাজ্য জয় হয়েছে, কিন্তু কোন রাজ্যেই অর্থনেতিক ভাবে শান্তিতে নেই। পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্য, বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকাশ ছোঁয়া মূল্য। সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার নাগালের বাইরে।

বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজাগুলিতে ধর্মীয় মতবাদের, জাত পাতের নামে হিংসা বিদ্বেষ নিম্নবর্গের জনজাতির ওপর নানা ভাবে নির্যাতন, অত্যাচার ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। অন্যদিকে বিহারের নির্বাচনী প্রচারেরাম মন্দিরের প্রতি তিন তালাক, কাশ্মীরের এক আইন চীন বা পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ নীতি ইত্যাদি ইত্যাদি প্রচার করছে বাহাদুর সরকার। এটা ভোটারদের মন জয়ের কৌশল ভন্ড দেশপ্রেমের গুজব ছড়িয়ে। কিন্তু বলুনতো এতে কী ভারতীয় আর্থিক ভাবে সচ্ছলতা পাচ্ছে। বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্ব সাত বছর আগে ভোটে প্রচায়ের শুরু থেকে বলে এসেছে দুই কোটি বেকারদের চাকুরী দেবে, এখন বলছেন চাকুরী কী হাতের মোয়া। সুইস ব্যাকের কালো টাকা আনবে, এখন তারা মৌন। আর ভারতীয় পুঁজিবাদীদের বিশাল অঙ্কের টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ মকুব করে বিদেশে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বলেছিলো ভারতে একটি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করবে। না খানুঙ্গা না খানে দুঙ্গা, আচ্ছে দিন লাগুঙ্গা। আজ অর্থমন্ত্রী বলেছেন ঘরে টাকা নেই তাই উন্নয়ন নেই। অথচ রাজ্য জয়ের নেশায় কোটি কোটি টাকা যে খরচ করে সেই টাকা আসে কোথা থেকে? তার জবাব নেই। নতুন নতুন আইনের ফাঁকে ভারতের স্বনির্ভর শিল্পগুলো বিক্রি করছে কৃষিক্ষেত্রে কর্ষকদের আত্মনির্ভরশীলতানা তৈরী করে পুঁজিপতি বেনিয়া বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের হাতে কৃষিক্ষেত্রকে তুলে দিয়ে কর্ষকদের নাভিশ্বাস তুলে ছেড়েছে। চক্রান্ত করে কৃষি ও কর্ষকদের দারিদ্রতার পথে ঠেলে দিয়ে আরো বেশি করে আত্মহত্যার দরজা খুলে দিয়েছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের একটাই মূলমন্ত্রে শিক্ষা, চিকিৎসা, শিল্প, বাণিজ্য কৃষি সহ সকল লাভজনক প্রতিষ্ঠান গুলোকে দেশী ও বিদেশী পূঁজিবাদী বেনিয়াদের কাছে বিক্রি করা। কোন সরকার যদি নৈবেদ্যের কলার মত ঠুটোঁ অগন্নাথ হয়ে বসে থাকে তবে এই সরকারের প্রয়োজনটা কী? ব্রিটিশ আমলে আমরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরে ছিলাম। আজকের বিজেপি সরকার সাধারণ মানুষের জন্য শুধু মাত্র ভটোধিকারের ব্যবস্থা, আর সবকিছুই বেনিয়া বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে বিক্রি করছে। আর সাধারণ নাগরিক আগামীতে আর একটি অর্থনৈতিক পরাধীনতার শৃঙ্খল আমাদেরকে পরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছে। অন্য দিকে ভারতের সংবিধানকে তোয়াক্কা না করে ধর্মীয় মতবাদের নামে মহবকে সামনে এনে জাতিতে জাতিতে বা ধর্মীয় মতবাদের নামে মানুষে মানুষে দাঙ্গা লাগিয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণকে সুকৌশলে প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে। আজকের আইন মানেই সরকার বিরোধী বক্তব্য রাষ্ট্রদ্রোহিতা। বর্তমান কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার পুঁজিবাদী ও বহুজাতিক সংস্থার কাছে বিক্রয় হওয়ার ফলে ওই সংস্থা গুলির ইচ্ছেতে সরকার তাদের আইন ও বিচার ব্যবস্থা, প্রশাসনকে কুক্ষিগত করে দেশকে রসাতলের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ভারতের শিল্প ও কৃষির মধ্যে যে সমন্বয়টুকু বেঁচে ছিল আজ তাহা বহুজাতিক সংস্থার কাছে বিক্রয় করতে আইনের তকমা দিয়ে ভারতের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়া হলো। ভারতের এই ধরনের কপটে দুরাচারী শোষকদের থেকে মুক্ত হতে হলে চাই একটি নাতুন দিশার মানব কল্যানের ওপর নির্ভরশীল আদর্শ। যাহার ভিত্তিভূমি মহান শ্রীপ্রভাতরঞ্জন সরকারের প্রগতিশীল উপযোগী তত্ত্ব (প্রাউট)। মনুষ্যত্বের বিকাশ ও জড় চেতন সমস্ত প্রকার সম্পদের সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে চাই প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক পরিকাঠামো যাহা সংশ্লেষণের মাধ্যমে এপিয়ে আসতে হবে। আসুন আমরা আমাদের মানুষের সমাজকে রক্ষা করতে ও নব প্রজন্মকে সঠিক পথের দিশা দেখাতে প্রাউট কে অবলম্বন করি। কারণ প্রাউটই একমাত্র সর্বপ্রকার শোষণ, বঞ্চনা ও অত্যাচার থেকে মুক্তির পথ।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক..... চলুক সাম্যের অনুসন্ধানও.....

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

আজও স্লোগান শুনি, ‘বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক’। কিন্তু কোন বিপ্লব? মানুষ যেদিন প্রথম আগুন জ্বালানো শিখেছিল সেটাও তো একটা বিপ্লবই ছিল। এই আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে মানুষ অন্য জীবজন্তুর থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছিল। অথবা যেদিন শিল্পবিপ্লব এর মধ্য দিয়ে মানুষের সভত্য খানিকটা এগিয়ে আধুনিক সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল সেদিনটিও তো সভ্যতারই ইতিহাসে। একটা বিপ্লবের দিন বলেই গণ্য করা যেতে পারতো। কিন্তু নাহ যে বিপ্লবের দীর্ঘজীবী হওয়ার আওয়াজ ওঠে আকাশে বাতাসে সে বিপ্লব তেমন ধারার নয়, এ বিপ্লব শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের বিপ্লব, যা কিনা লেনিনের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর শুরু হয়েছিল।

পৃথিবীর বুকে অন্য যে কয়েকটা বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে মুখ্যত আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফরাসি বিপ্লব এংব ইউরোপের অন্যান্য দেশের গণতান্ত্রিক বিপ্লব—এই প্রতিটি বিপ্লবই সমাজ বিকাশের সমাজ অগ্রগতির দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ফরাসি বিপ্লব রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করে বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। ইতিহাসে তার অবস্থান যুগান্তকারী। কিন্তু এগুলোর সঙ্গে নভেম্বর বিপ্লবের মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে আগেরকার বিপ্লবগুলো তদানীন্তন সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করলেও মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণের অবসান ঘটাতে পারেনি। বিশ্বের বুকে প্রথম এ কাজ করেছে নভেম্বর বিপ্লব। সেদিনক থেকে নভেম্বর বিপ্লবের তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর। দ্বিতীয়ত ফরাসি বিপ্লব আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ বা তার পরের বিপ্লবগুলো চিন্তা চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে সংগঠিত হলেও এগুলোর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু নভেম্বর বিপ্লবই প্রথম বিপ্লব যার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততা থাকলেও তা একটা বিজ্ঞাসম্মত নির্ভুল তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে সংগঠিত হয়েছে। কাল মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তবাদের দর্শন যে বিমূর্তি তত্ত্ব, তাকে মূর্ত করে, বিশেষীকৃত করে, সমস্ত শোষিত মানুষকে সচেতন করে সংগঠিত করে শ্রমিক কৃষক নেতা জনসাধারণের মধ্যে তাত্ত্বিক জ্ঞানের জন্ম দিয়ে এই বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে। মার্কস দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে প্রয়োগ করে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের জন্ম দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের যে নিয়মগুলো দেখিয়েছেন পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে তাবৎ বিশ্বের তাবড় তাবড় বুদ্ধিজীবীরা হদ্দ চেষ্টা করেও মার্কসের সেই তত্ত্বকে খণ্ডন করতে পারেনি। লেনিন এঁদের মুখ থুবড়ে পড়তে হয়েছে।

নভেম্বর বিপ্লব মার্কসের সেই তত্ত্বকেই বাস্তবে প্রয়োগ ঘটিয়েছে, মার্কস দেখিয়েছেন উৎপাদিকা শক্তির উৎপাদন সম্পর্কের যে দ্বন্দ্ব অবিরাম কাজ করে চলেছে সেটাই সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিয়ম ভূমিকা পালন করে। উৎপাদিকা শক্তির ক্রমর্ধমান বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নতুন উৎপাদন সম্পর্কের জন্ম দেওয়াটাই হচ্ছে সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বিজ্ঞানসম্মত ধারণা। মার্কস বললেন, সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে জনসংখ্যার নিত্যন্তই কম, খুবই নগণ্য সংখ্যক ধনিক সম্প্রদায়ের লোককে বাদ দিয়ে শোষিত মানুষকে সংগঠিত করে শ্রেণি সচেতন করে তুলতে হবে। তাদের বোঝাতে হবে যে ধনিক শ্রেণি, পুঁজিপতি শ্রেণি, শোষক অত্যাচারী শ্রেণি জনসংখ্যার দশ ভাগেরও কম। বিপ্লবের আঘাতে তাঁদের কর্তৃত্বাধীন উৎপাদন ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করে উৎপাদন ব্যবস্থা উৎপাদন যন্ত্রের উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়েই শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি হবে সর্বপ্রকার শোষণ থেকে। মার্কসের এই তত্ত্বকে ভিত্তি করেই লেনি রুশ বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটালেন এবং ১৯১৭ সালে তাঁর নেতৃত্বেই রুশ বিপ্লব সম্পন্ন হয়। কিন্তু সর্বহারার অধিকার প্রতিষ্ঠার এই বিপ্লব একশত বছর পার করার পরেও দেখলাম কোনো এক অজানা অচেনা করোনার ভাইরাসের ত্রাস, লকডাউনে দিশেহারা লক্ষ কোটি মানুষ বিদেশ বিভুঁয়ে রুজিহীন রুটিহীন পশুর মতো বন্দিদশায় মানুষের মুখের খাবার লুঠ হয়ে যায় শিশু থেকে কর্মহীন যুবক পেটের জ্বালায় কিছু সজ্জি, কিছু শাক পাতা, কিছু ডিম নিয়ে শহরের ফুটপাথে, অলিতে গলিতে হেঁকে যায়। তাঁদেরঅনভ্যস্ত হাতে দাঁড়িপাল্লা কেঁপে কেঁপে ওঠে। লকডাউন দফায় দফায় বাড়তেই থাকে লঙ্কা খামারের মুনিষশিশু লুটিয়ে পড়ে পথে। হুঁশ ফেরে না শাসকের। চাষির ফসল উঠল কি না শ্রমিকের ঘরে চুলো জ্বলল কিনা ইতিমধ্যে কাজ হারাল কত শ্রমিক, আর কতজন কাজ হারাবে মাইনে কাটা গেল কত শত কর্মচারীর সেদিকে নজর নেই। চিরকালই সামাজিক দূরত্ব সামাদিক বিদ্বেষ জীবনে যাপনে বজায় রেখে চলা এই পরজীবী শ্রেণির কাছ থেকে কীই বা আশা করা যায়। তবু রাগের ঝোঁকে হলেও মনে পড়ে যায় রফিক আজাদের সেই অমোঘ ফঙ্ক্তিসমূহ---বাত দে হারামজাদা, তা নাহলে মানচিত্র খাবো। প্রশ্ন এখানেই উঠে যায়---তবে কি একশো বছর পরেও এই সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন করে সাম্যের অনুসন্ধান করতে হবে? লেনিন মার্কসবাদেরসঠিক প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে মার্কসবাদকে আরও উন্নত করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের ট্র্যাজেডি হচ্ছে এই যে রুশ বিপ্লবের আগুন আলো ঝলমলে পশ্চিম ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলিতে ছড়ায়নি। এমনকী এই সব দেশে শ্রমিক শ্রেণি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা বেঙে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে সফল হতে পারেনি। ১৯২১-২২ সালে ইটালি বা জার্মানিতে গণ অভ্যুত্থান বা সমাজ বিপ্লবের যে সম্ভাবনাময় পরিবেশ দেখা দেয় সেই সব দেশের শ্রমিক শ্রেণি তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি। একজন লেনিনের অভাবে এবং একটি বলশেভিক পার্টির অভাবে এই সব দেশে বিপ্লবের সুযোগ গ্রহণ করা যায়নি। কার্লমার্কস কমিউনিজমের তত্ত্ব বা মূল ইপলব্ধি কী বোঝাতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছিলেন কমিউনিজম বল ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধ মুক্ত মানবতা। এই মৌলিক ধারনার অনুসরণে রাশিয়া তথা সমগ্র বিশ্বে কমিউনিস্ট আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলতে গিয়ে রুশ বিপ্লবের রূপকার লেনিন দিক নির্দেশক ধারণার অনুসরণে সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপে নিয়েছেন। তিনি বলেন, ধনিক শ্রেণি পুঁজিপতি শ্রেণির চিন্তাভাবনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী চিন্তায় দীক্ষিত হওয়ার কথা। মার্কসের চিন্তার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তিবোধ থেকে মুক্ত হয়ে সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণির প্রকৃত কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার তত্ত্ব তুলে ধরেছেন। অথচ কোভিডকালে যে দিকেই তাকাই না কেন আমরা দেখতে পাচ্ছি একই অসহায়তার চিত্র চা বাগান বন্ধ ছিস, খুলেছে কিন্তু বন্ধ সময়ে মজুরি মেলেনি। চটকলের একই কাহিনী। লকডাউনে কালের মজুরি অনিশ্চত। প্রধানমন্ত্রী, নানা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী লকডাউনের সময়কালে বেতন দেওয়ার মানবিক আর্জি জানিয়েছেন, তাঁরা যদিও জানেন এ নিছকই কথার কথা। বেতন না দিয়ে মালিকের লোমাগ্র স্পর্শ করা যাবে না। শ্রমিকরা এফ আই আর করবেন, করেছেনও তাতে মালিকে কিস্যু আসে যায় না। এই মানবিক আবেদনের রেশ কাটতে না কাটতেই ২২ এপ্রিল কেন্দ্র ঘোষণা করল ৫০ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীর এবং ৬১ লক্ষ পেনশনভোগীর ১ জানুয়ারি ২০২০ থেকে প্রাপ্য যতাক্রমে অতিরিক্ত বর্ধিত পরিমান মহার্ঘ্য ভাতা বা ডি এ এবং মহার্ঘ্য অনুদান বা ডি আর ধ্যেয়া হবে না। একই সঙ্গে ২০২০ সালের জুলাই থেকে প্রাপ্য পরবর্তী অতিরিক্ত বর্ধিত পরিমান মহার্ঘ্য ভাতা ও ২০২১ সালের ১ জানুয়ারি অবধি হিমঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। কী বার্তা গেল বেসরকারি শিল্পমালিকদের কাছে? শিল্পমহল উৎসাহিত হল বলা যায়। শ্রমিক সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি ইন্ডস্ট্রিয়াল রিলেশনড কোড বা শিল্প সংক্রান্ত সম্পর্কের আচরণবিধ ২০১৯ বিষয় রিপোর্টে সুপারিশ করেছে প্রাকৃতিক দুর্যোগে কারখানা বন্ধ হয়ে গেলে কারখানা চালু হওয়া অবধি শ্রমিকদের মজুরি দেওয়াটা অসমর্থনযোগ্য হতেই পারে। প্রশ্ন ওঠে এখানেই কোভিড ১৯ মহামারী কি প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে পড়তে পারে?

এই অর্থেই শ্রেণিবিভক্ত সমাজে বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার বাস্তাব স্থিতি বর্তমান এবং শ্রেণিবিভক্ত সমাজে বিপ্লব অনিবার্য এবং অবধারিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিপ্লব এমনি এমনি হয় না। তাই আবারও ফিরে যেতে হয় সেই মহান তত্ত্বের কাছে---যেখানে বিরবার বলা হয়েছে শুধুমাত্র স্বত-স্ফূর্ততার ভিত্তিতে সর্বহারা বিপ্লব সম্পন্ন করা যাবে না। বিপ্লবের জন্য চাই চঠিক বিপ্লব তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বিপ্লব দল। সেই দলকে গ্রামে গঞ্জে শহরে নগরে গরিব মানুষকে অবিরাম বিপ্লবের সঠিক তত্ত্ব বূঝিয়ে সচেতন করে তাদের উপর দলের বিল্পবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ফলে বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য একটা শর্ত হচ্ছে অবজেকটিভ কন্ডিশন অর্থাৎ বাস্তব অবস্থা এবং অন্যটা সাবজেকটিভ কন্ডিশন অর্থাৎ ভাবগত অবস্থান, চিন্তা চেতনা সংক্রান্ত দির। বিপ্লব সমম্পন্ন করতে হলে এই দুটি শর্তকেই মান্যতা দিতে হবে।

সমাজতন্ত্রে তত্ত্বের উপলব্ধি সোষিত শ্রেণির মধ্যে আপনা আপন জন্ম লাভ করে না। এই তেচনাকে তাদের মধ্যে বাইরে থেকে নিয়ে যেতে হয়। এখানেই হচ্ছে সঠিক বিপ্লবী তত্ত্বের এবং প্রকৃত বিল্পবী দলের অপরিহার্যতা। বিপ্লব করতে হলে প্রতিদিন জনসাধারণেণ মধ্যে যেতে হবে তাদের সাথে থাকতে হবে। তার মধ্য দিয়ে জনগণ থেকে শিখতেও হবে। এই প্রক্রিয়ায় জনসাধারণ ক্রমশ সচেতন হবে বিপ্লবী দলের বক্তব্য বিচার করবে এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তা গ্রহণ করবে। কোন দেশে বিপ্লব কখন হবে, কোন দিন হবে আগে থেএক বলে দেওয়া যায় না। যখন শাসক শ্রেণি অনুভব করবে যে তারা আর শাসন করতে পারছে না এবং শোষিত শ্রেণি অনুভব করবে যে তারা আর এখ মুহূর্তেও শোষক শ্রেণির শাসন সইতে পারছে না সেই মুহূর্তেটাই বিপ্লব সম্পন্ন করা সঠিক মুহূর্ত। কোনও ধরনের হঠকারী কার্যকলাপের দ্বারা বিপ্লব হবে না। ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি ও হত্যার রাজনীতি দ্বারা বিপ্লব ভয়ঙ্কর ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। আমাদেরও দেশে যাঁরা বার্তাগত এবং বিস্ফোরণমূলক কার্যকলাপ করছেন তার দ্বার এই পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থাকে উৎথাক তরা যায়নি। একজন ব্যক্তিকে হত্যা করলে তারই জায়গায় শোষক শ্রেণি আরেকজন চলে আসবে, বাস্তব ক্ষেত্রে হচ্ছেও তাই। তাই ক্রমাগত চিন্তাগত, আদর্শগত, ভাবগত সংগ্রাম পরিচালনা করার মধ্য দিয়ে এবং একই সাথে শোষিত জনসাধারণকে সচেতন করে গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও শ্রেণিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবলশক্তি অর্জন করে শোষণমূলক ব্যবস্থাটার ভিত্তিমূলে আঘাত হানতে না পারলে বিপ্লব সম্পন্ন করা যাবে না। অনেকেই হয়তো জানেন যে বিপ্লবের আগে রাশিয়ায় নারদনিজম বলে একটা আন্দোল সৃষ্টি হয় যার মূল কথা ছিল জার সম্রাট ও তার তাঁবেদারদের হত্যা করতে পারলেই রাসিয়ায় জনসাদারণের শোষণমুক্তি ঘটবে। কিন্ততা সফল হয়নি। সুদীর্ঘ সময় গণআন্দোলন এবং শ্রেণি সংগ্রাম পরিচালনা এবং শেষ পর্যায়ে গণভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই বিপ্লব সম্পন্ন হবে। কিন্তু তার আগের পর্যাযটি কী রকম? সুনির্দিষ্ট দাবির ভিত্তিতে লাগাতর ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এই সমস্ত দলের প্রভাবধীন জনসাধারণকে এই আন্দোলনে শামিল করতে হবে। কাদের নিয়ে এই যুক্ত আন্দোলন করতে হবে এই প্রশ্নে অচল, অনড় মনোভাব থাকলে চলবে না। আন্দোলনের দাবির প্রতি, যাদের সমর্থন আছে যাদের মধ্যে খানিকটা হলেও আন্দোলনের মানসিকতা আছে যাদের জনসাধারণের মধ্যে কিছুটা প্রভাব আছে খান তাদেরই আন্দোলনে শামিল করার চেষ্টা করতে হবে। যাদের নিয়ে যত দূর যাওয়া যায় এই মনোভাব নিয়ে চলতে হবে। অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে বিপ্লবীদের এই সময় ঐক্য এবং সংগ্রাম এই নীতি এবং মনোভাব নিয়ে চলার পথে কে কী তা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। যারা অন্যায় আপসের পথে আন্দোলনকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে জনসাধারণের কাছে অতি সত্ত্বর তাদের চরিত্র ধরা পড়বে। এই প্রশ্নে অহেতুক উদ্বিগ হওয়ার কারণে নেই। এই দ্বান্দ্বিক বস্তবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণের মধ্য দিয়েই জনসাধারণের মধ্যে তাদের যতটুকু প্রভাব আছে তা নিঃশেষ করতে হবে, এখানেই যুক্ত আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা এবং অপরিহার্যতা। শ্রেণিসংগ্রাম আরও তীব্রতর হবে এবং ক্লাস ফ্রন্ট গড়ে তোলার অবস্থা সৃষ্টি হবে। শ্রেণিসংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি করার মধ্য দিয়েই চূড়ান্ত আঘাত হানবার অবস্থা সৃষ্টি হবে। এইভাবেই শোষণমূলক ব্যবস্থা একদিন ভেঙে পড়বে। চলার পথ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরও বলা যায় প্রকাশ্যে গোপন আইনি এবং আইন বহির্ভূত পথে পরিষদীয় এবং পরিষদ বহিভূত---সবরকম পদ্ধতিতেই সংগ্রাম পরিচালনার দক্ষতা অর্জন করতে হবে। সমগ্র বিপ্লবী আন্দোলন এক আপনহীন সংগ্রাম---সর্বহারা শ্রেণির দ্বারা শোষক পুঁজিপতি শ্রেণিকে উৎখাত করার সংগ্রাম। এই প্রশ্নে কোনও আপস নেই। কিন্তু কৌশলগত দিক থেকে প্রয়োজন হলে অতি অবশ্যই দু পা পিছিয়ে এক পা এগোনোর নীতি অনুসরণ করতে হবে। এই ধরনের প্রয়োজন দেখা দিলে তাকে অনৈতিক দুর্বলতা ভাবা ঠিক হবে না। এই প্রসঙ্গে একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে আছে। অথচ সমকালীন সময়ে যদি আমরা দেখি তবে দেখতে পাই একটি বিকট অসাম্যের সমাজবব্যস্থাকে। যেখানে দেখা গেছে ভারসাম্যহীন, একপেশ, বৈষম্যমূলক পরিকল্পনাহীন লকডাউন সম্পর্কে প্রথম থেকেই সর্তক করেছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মেধাজীবী, চিকিৎসকরা। সে কথা শোনা আলোচনা করা দূরে কথা একটি নীতিহীন চূড়ান্ত আধিপত্যকামী প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পুরো সমায়টি ধরে একের পর এক নির্দেশ জারি করে গেলেন এমনভাবে যে রাজ্যগুলি তাঁদের হুকুমের দাস। একই সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে করোনা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পরিকল্পনামাফিক এনপিআর সিএএ এনআরসি বিরোধী ছাত্র ও যুবনেতাদের ইউপিএ ধারায় জড়িয়ে গ্রেফতার করা শুরু হল। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের এই অভূতপূর্ব গভীর সমস্যার মর্মে পৌঁছানোর চেষ্টা দূরে থাক একের পর এক টেলিভিশন ও রেডিও ভাষণে তা প্রতীকায়িত করে গেলেন। দেশের অগণিত শ্রমজীবী মানুষ দেখলেন এই চরম দুর্দিন দেশের প্রধানমন্ত্রী কোনও রক্তমাংসের মানুষ নন, সহামুভূতিহীন, দম দেওয়া কাঠের পুতুল মাত্র। অপশাসনের এক নিষ্ঠুর প্রতীক চিহ্ন। এই সমাজ ব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে যে প্রশ্নটি সবচেয়ে আগে ওঠে তা হল সর্বহারার বিপ্লব পালনের ১০৪ তম বর্ষে পৌঁছে আবার নতুন করে আর একবার সাম্যের অনুসন্ধান শুরু করতে হবে। ভারতের মতন আধা ঔপনিবেশিক ও আধা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ তো বটেই এমন কী ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকার উন্নত পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থাও যে সামান্য একটা ভাইরাসকে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ তা আজ স্পষ্ট। এমন নয় যে এই পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার মত রসদ তাদের কাছে নেই। বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত আছে, তবুও শ্রমজীবী মানুষের তৈরি এই বিপুল সম্পদ ব্যবহার হচ্ছে না।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার বিএসএফ'র এসপি এস কে নাথ রাজ্যপালের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। ছবি- নিজস্ব।

মিজো আগ্রাসনের প্রতিবাদে ”আকসা” আহূত ১২ ঘণ্টার বরাক বনধ সর্বাত্মক, কাছাড়ে গ্রেফতার ৪০ জন পিকেটারস

শিলচর (অসম), ৭ নভেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের আন্তঃরাজ্য সীমান্তে মিজো আগ্রাসনের প্রতিবাদে 'সারা কাছাড়-করিমগঞ্জ-হাইলাকান্দি ছাত্র সংস্থা' (আকসা) আহূত শনিবারের ১২ ঘণ্টার বরাক বনধ কর্মসূচিতে কোথাও ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেলেও কোনও কোনও জায়গায় মিশ্র প্রভাব পড়েছে।

অসম-মিজোরাম আন্তঃরাজ্য সীমান্তের কাছাড়, হাইলাকান্দি এবং করিমগঞ্জ, তিন জেলার সীমান্তবর্তী দীর্ঘ আড়াই, তিন এবং পাঁচ কিলোমিটার অসমের জমি জবরদখল করার পাশাপাশি লাগাতার হিংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়েছে মিজো দুর্বৃত্তরা। একই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভারতের অঙ্গরাজ্য হয়ে দেশের সংবিধান অমান্য করে জাতীয় ঐক্যের উপর আঘাত হানছে মিজোরাম পুলিশ ও মিজো দুষ্কৃতীরা। জমি জবরদখল, কাছাড়ের সীমান্তবর্তী বাসিন্দাদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, ভীতি প্রদর্শন, অপহরণ, খুন, অপহরণ ও বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে স্কুলবাড়িতে ধ্বংসলীলার মতো কার্যকলাপ অব্যাহত রেখেছে মিজোরাম। জনগণের মৌলিক অধিকার ও গণতন্ত্রকে পদদলিত করা হচ্ছে।এরই পরিপ্রেক্ষিতে সারা কাছাড় হাইলাকান্দি করিমগঞ্জ ছাত্র সংস্থা বরাক উপত্যকার মানুষের সুরক্ষা ও অস্তিত্ব রক্ষার্থে শনিবার ভোর পাঁচটা থেকে এদিন সন্ধ্যা পাঁচটা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টার ডাক দিয়েছিল। মিজোরামের আগ্রাসন ও বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে আকসা আহূত বনধ কর্মসূচিকে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানিয়েছিল উপত্যকার বিভিন্ন দল সংগঠন। তবে এই বনধ-এর বিরোধিতা করেছে ক্ষমতাসীন বিজেপি ও তাদের ভ্রাতৃ-ভগ্নী সংগঠনগুলি। বিজেপির বক্তব্য, আগ্রাসন যেহেতু বরাকের মানুষ করছেন না, তাই এই বনধ ডেকে বরাক উপত্যকার নাগরিকদের হেনস্তা করার কোনও মানে হয় না।

শনিবার সকাল থেকেই সর্বাত্মক বনধ-এর সমর্থনে কাছাড়ের স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন সরকারি কার্যালয় বন্ধ ছিল। রাস্তায় কোনও গাড়িঘোড়া চলেনি। দলে দলে মানুষ রাস্তায় নেমে বনধ কর্মসূচিতে শামিল হয়েছেন। এই বনধ-এর মাধ্যমে মূলত কেন্দ্রীয় ও অসম সরকারকে বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে যে আগামী দিনে মিজোরামের হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ না হলে বরাকের মানুষ বসে থাকবেন না। প্রয়োজনে বৃহত্তর গণ-আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। বলেছেন বনধ সমর্থকরা।

বনধ চলাকালে শিলচরে কাছাড়ের জেলাশাসকের কার্যালয়ের সামনে পিকেটারসরা 'মিজোরাম গো ব্যাক', 'মিজোরাম হায় হায়', 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' প্রভৃতি ধ্বনি দিয়ে অফিসপাড়া মুখরিত করে তুলেন। বেলা প্রায় দুটো নাগাদ ৪০ জনের বেশি পিকেটারসকে পুলিশ গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায় বলে জানিয়েছেন আন্দোলনে শামিল 'আমরা বাঙ্গালী'র অসম প্রদেশ সচিব সাধন পুরকায়স্থ, বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা শরিফুজ্জামান লস্কর সহ অন্যরা।এদিন কাছাড়ের জেলা সদর শিলচর, কাটিগড়া, উধারবন্দ, ধলাই, সোনাই, কাবুগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, বড়খলা সহ বেশিরভাগ অঞ্চলে সর্বাত্মক বনধ পালিত হয়েছে। একইভাবে হাইলাকান্দি জেলা সদরে বনধ-এর বিশে প্রভাব না পড়লেও গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। হাইলাকান্দি জেলার আলগাপুর, কাটলিছড়া এবং করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর, রামকৃষ্ণনগর, রাতাবাড়িতে বনধ সর্বাত্মক হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। তবে পাথারকান্দিতে বনধ-এর প্রভাব ছিল মিশ্র।

আকসা আহূত বরাক বনধ-এ মিশ্র সাড়া হাইলাকান্দিতে

হাইলাকান্দি (অসম), ৭ নভেম্বর (হি.স.) : অসমের ভূমিতে মিজো আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সারা কাছাড়-করিমগঞ্জ-হাইলাকান্দি ছাত্র সংস্থা (আকসা) আহূত শনিবারের ১২ ঘণ্টার বরাক বনধ-এ মিশ্র প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে হাইলাকান্দি জেলা সহ উপত্যকায়।

শনিবার বরাক উপত্যকার তিন জেলাতেই বনধের মিশ্র প্রভাব দেখা গেছে। অসম মিজোরাম সীমান্তে মিজোরামের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আকসা এই বনধ-এর ডাক দিয়েছিল। ১২ ঘণ্টার বরাক বনধ-এ জনজীবনের স্বাভাবিক ছন্দ অনেকটাই বিঘ্নিত হয়েছে। উপত্যকার তিন জেলাতেই এদিন পরিলক্ষিত হয় বনধের প্রভাব। এদিন হাইলাকান্দি জেলার গ্রামাঞ্চলে বনধ-এর প্রভাব পড়লেও শহরাঞ্চলে জনজীবন বহুলাংশে স্বাভাবিক ছিল। শহরাঞ্চলে বেসরকারি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান খোলা থাকলেও সরকারি কার্যালয়ে উপস্থিতির হার ছিল খুবই কম।

এদিকে আকসা-র ডাকা আজকের বরাক বনধ-কে সমর্থন করে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির সদস্যরা এদিন জেলার মহম্মদপুরে রেলপথ অবরোধ করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন। অন্যদিকে জেলার পাঁচগ্রামে সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ জানান বনধ সমর্থকরা। আজকের বনধ-কে সফল করতে আগত ২৫ জন পিকেটারসকে আটক করেছিল পুলিশ। তবে সন্ধ্যায় তাঁদের মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

গ্রীন বাজি নিষিদ্ধ না করার আর্জি কংগ্রেস সাংসদের

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর (হি. স.): বেড়ে চলা বায়ু দূষণ এবং করোনা মহামারীর জেরে দেশের একাধিক রাজ্য ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আতশবাজি বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।এই রাজ্যগুলির মধ্যে রয়েছে দিল্লি, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ। আতশবাজির সঙ্গে গ্রীন বাজিকে নিষিদ্ধ করা নিয়ে বিভিন্ন মহলে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। এর জেরে কংগ্রেস সাংসদ মণিকম টেগোর কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকরকে চিঠি লিখেছেন। গ্রীন বাজি নিষিদ্ধ করার ফলে দেশের ছোট ব্যবসায়ীরা যে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়তে চলেছে সে বিষয়ে কেন্দ্রকে অবগত করান এই কংগ্রেস সাংসদ। আতশবাজি নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি গ্রীন বাজিকে নিষিদ্ধ করার জেরে সরাসরি প্রভাব পড়বে উৎপাদকের ওপর। ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাজি শিল্প। ছোট দোকানদাররাও এতে করে ক্ষতির মুখ দেখবে। তাই গ্রীন বাজির ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হোক বলে চিঠিতে তিনি দাবি করেছেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে দীপাবলিতে বিপুল পরিমাণ বাজি পোড়ালে করোনার বাড়বাড়ন্ত এবং ফুসফুস জনিত সমস্যা জনগণের মধ্যে বৃদ্ধি পাবে। এতে করে আক্রান্তের হার বেড়ে যাবে।

বিহারে সন্ধ্যে ছটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৫৫.৭৩ শতাংশ

পাটনা, ৭ নভেম্বর (হি. স.): পূর্ব ভারতের অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য বিহারে তৃতীয় তথা শেষ দফার ভোট গ্রহণে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৫৫.৭৩ শতাংশ বলে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। কমিশনের তরফ থেকে আরও জানানো হয়েছে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট পড়েছিল ৫২.৮০ শতাংশ।

উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজ্যের ১৬টি জেলার ৭৮টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য এই তৃতীয় দফার ভোটের আয়োজন করা হয়েছিল। ১২০৪ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হবে এই ভোটে। তৃতীয় দফায় সবথেকে বেশি ভোট পড়েছে কিশানগঞ্জ জেলায়। সেখানে ভোটের হার ৫৯.৯৯ শতাংশ । অন্যদিকে বৈশালীতে ভোট পড়েছে সবথেকে কম। সেখানে ভোটের হার ৪৯.৯৭ শতাংশ। উল্লেখ করা যেতে পারে বিহারে প্রথম দফায় ভোটগ্রহণ হয়েছিল ২৮ অক্টোবর এবং দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণ হয়েছিল ৩ নভেম্বর। ভোট গণনা হবে ১০ নভেম্বর বলে জানা গিয়েছে।

কমলা হ্যারিসকে নিয়ে উচ্ছসিত অধীর রঞ্জন চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর (হি. স.): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইসপ্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কমলা হ্যারিসকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা লোকসভার সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী। শনিবার নিজের টুইট বার্তায় অধীরবাবু লিখেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইসপ্রেসিডেন্ট হিসেবে ভারতকন্যা কমলা হ্যারিস বিশ্বের পুরনো গণতন্ত্রকে নেতৃত্ব দেবেন। আগামীর সময় তিনি হয়ে উঠবেন সে দেশের সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট। ভারত সরকারের উচিত তাকে উষ্ণ ও অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া। তিনি আমাদের প্রত্যেককে গৌরবান্বিত করেছেন। কুর্নিশ জানাই তাকে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, কমলা হ্যারিসের মা ভারতীয় ছিলেন। তার মায়ের জন্ম দক্ষিণ ভারতের চেন্নাইয়ে। উন্নততর গবেষণা এবং পঠন-পাঠনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি দিয়েছিলেন কমলার মা শ্যামালা গোপালন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ।

হাইলাকান্দিতে আজমলের বিরুদ্ধে এফআইআর, প্রতিবাদ অব্যাহত

হাইলাকান্দি (অসম), ৭ নভেম্বর (হি.স.) : 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগানের জেরে হাইলাকান্দি জেলায় এআইইউডিএফ-প্রধান বদর উদ্দিন আজমলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে। শুক্রবার থেকে আরম্ভ এই প্রতিবাদ কার্যসূচি আজ দ্বিতীয় দিনও চলেছে। এদিকে বিশ্বহিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের পক্ষ থেকে হাইলাকান্দি সদর থানায় এআইইউডিএফ সভাপতি মৌলানা বদর উদ্দিন আজমলের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

শনিবার আজমল বিরোধী প্রতিবাদে রীতিমতো উত্তাল ছিল জেলা সদর হাইলাকান্দি। শিলচর বিমানবন্দরে বৃহস্পতিবার আজমল সমর্থকদের পাকিস্তান জিন্দাবাদ স্লোগান দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছে হাইলাকান্দি সহ সমগ্র বরাক উপত্যকায়। প্রতিবাদের অঙ্গ হিসেবে শনিবার সাংসদ বদর উদ্দিন আজমলের বিরুদ্ধে হাইলাকান্দিতে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে বিভিন্ন সংগঠন। এদিন বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বজরং দল, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) এবং বিজেপি যুব মোর্চার সদস্যরা অফিসপাড়া উত্তাল করে প্রতিবাদ জানান। শুধু তা-ই নয় এদিন বিশ্বহিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের পক্ষ থেকে হাইলাকান্দি সদর থানায় এআইইউডিএফ সুপ্রিমো মৌলানা বদর উদ্দিন আজমলের বিরুদ্ধে একটি এজাহার দায়ের করা হয়েছে।

সেই সঙ্গে হাইলাকান্দির জেলাশাসকের কাছে স্মারকপত্র প্রদান করেঠে প্রতিবাদী সংগঠনগুলি। স্মারকপত্রে বলা হয়েছে, আজমলের হাইলাকান্দি সফরের সময় যাতে এ ধরনের কোনও স্লোগান দেওয়া না হয় সে ব্যাপারে নজর রাখতে আবেদন জানানো হয়েছে। এছাড়া এদিন প্রতিবাদকারীদের পক্ষ থেকে দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর উদ্দেশ্যেও একটি স্মারকপত্র পাঠিয়ে এ ব্যাপারে তাঁকে অবগত করা হয়েছে।

কলকাতার প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় শিলংয়ে তৈরি হবে সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা, ৭ নভেম্বর (হি.স.): শিলংয়ে তৈরি হবে সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়। বিষয়টিতে সাহায্য করবে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এর জন্য তৈরি হয়েছে সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ২০২০।

মেঘালয় বিধানসভায় বৃহস্পতিবার এই বিল পেশ হয়েছে। আগামী সপ্তাহের গোড়াতেই এটি গৃহিত হবে। কলকাতা ছাড়া ইতিমধ্যে ভুবনেশ্বরেও তৈরি হয়েছে সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়। জেসুইট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে কলকাতার প্রতিষ্ঠানটি গোটা দেশের আদর্শ। উত্তর-পূর্ব ভারতে জেসুইট ফাদার পরিচালিত কলেজ রয়েছে দুটি। একটি শিলংয়ের কাছে উইলিয়ামনগরে এবং অপরটি মিজোরামের আইজলে। পড়ুয়ার সংখ্যা বাড়ছে। নতুন করে কলেজ তৈরি না করে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে ছেলেমেয়েদের দূরে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তাটাও কমবে।

কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ফাদার জে ফেলিক্স রাজ জানান, উত্তরপূর্ব ভারত এবং সিকিমের বহু পড়ুয়া ভাল মানের প্রতিষ্ঠানে পড়ার জন্য কলকাতায় আসেন। অনেকে দিল্লি, পুনে, হায়দরাবাদ এবং বাঙ্গালুরুতেও যান। শিলংয়ে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হলে তাঁদের চাহিদা মিটবে। ওটি চালাবেন কোহিমা অঞ্চলের জেসুইটসরা।

প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্থানীয় কংগ্রেস সাংসদ ভিনসেন্ট পালা ৩৫ একর জমি বরাদ্দ করেছেন। মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা প্রকল্পের ব্যাপারে চিঠিতে অভিনন্দন জানিয়েছেন ফাদার ফেলিক্স রাজকে। উপ মুখ্যমন্ত্রী প্রেস্টন টিনসংয়ের কথায়, প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের জন্য কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের মত জাতীয় পর্যায়ের নামী প্রতিষ্ঠানের সহায়তা পাচ্ছি। এর জন্য আমরা খুশি।

সবজির দাম খতিয়ে দেখতে কোলে মার্কেটে ইবির হানা

কলকাতা, ৭ নভেম্বর (হি. স.): মধ্যবিত্তের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছে আলু পেঁয়াজের দাম। এর পরেই তৎপর হয়েছে পুলিশ প্রশাসন। শুক্রবার এর পর আজ শনিবার ফের একবার বিভিন্ন পাইকারি বাজারে সবজির দাম সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে হানা দিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ।

শনিবার শিয়ালদা কোলে মার্কেট এ অভিযান চালায় ইবি। সেখানে গিয়ে আলু পেঁয়াজের মজুত করা যাবে না বলে ব্যবসায়ীদের সাফ জানিয়েছেন ইবির আধিকারিকরা। ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি ক্রেতাদের সঙ্গে এদিন কথা বলেছেন আধিকারিকরা। তবে শুধু শিয়ালদা কোলে মার্কেট নয় এদিন মানিকতলা বৈঠকখানা বাজারেও হানা দিয়েছিল ইবি।

গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তব রূপায়ণে জিপি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ শিবির পাথারকান্দি ও লোয়াইরপোয়ায়

পাথারকান্দি (অসম), ৭ নভেম্বর (হি.স.) : অসম সরকারের আমার গাঁও, আমার প্রকল্পের অধীনে নির্দিষ্ট গ্রামের চাহিদা অনুযায়ী আগামীদিনের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের বাস্তব রূপায়ণে ব্লক ভিত্তিক পৃথক পৃথক একদিবসীয় প্রশিক্ষণ শিবির চলছে পাথারকান্দি ও লোয়াইরপোয়া ব্লকে।

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর স্বপ্নের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতরাজের স্বার্থক রূপায়ণে হাইলাকান্দি এসআইআরডি-র ব্যবস্থাপনায় সম্প্রতি পাথারকান্দি ও লোয়াইরপোয়া ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এলাকায় পৃথক পৃথক ভাবে একদিবসীয় প্রশিক্ষণ শিবির চলছে। এর আগে এই প্রকল্পের অধীনে প্রতিটি জিপি থেকে মোট ৫৫ জন সদস্য নিয়ে জিপিপিএফটি এবং ওয়ার্কিং গ্রুপ তৈরি করা হয়। এসআইপিআরডির পক্ষ থেকে প্রতিটি জিপি থেকে তাঁদের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। পরে এই গ্রুপের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি দল নিজ নিজ জিপির প্রতিটি ওয়ার্ডে সভার মাধ্যমে সেই ওয়ার্ডের জনগণের চাহিদা মত আগামী ২০২১-২২ অর্থ বছরের জন্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাছাই করবেন। এতে সরকারি মোট ১৮টি বিভাগ কর্তৃক প্রকল্প রূপায়ণ করা হবে বলে বিভাগীয় সূত্রে জানা গেছে।

জানা গেছে, পরে একেকটি ওয়ার্কিং কমিটি দশটি ওয়ার্ড থেকে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী প্রকল্পের রূপরেখার তালিকাগুলো সংস্লিষ্ট জিপিতে জমা দেবে। যা পরবর্তীতে জিপি কার্যালয়েই গ্রামসভার মাধ্যমে তার চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি করা হবে।

এদিকে, ইতিমধ্যে হাইলাকান্দি এসআইপিআরডির বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ট্রেইনার পীযূষকুমার দেব ও রোমিও ভূষণ দে-র তত্ত্বাবধানে পাথারকান্দি ও লোয়ারপোয়া ব্লকের অধীনে কুকিতল, বালিপিপলা, ঝেরঝেরি, ইচাবিল, লোয়ারপোয়া ও বাজারিছড়া জিপিতে একদিবসীয় এই প্রশিক্ষণ শিবির সম্পন্ন হয়েছে। বাকি জিপিগুলোতেও অনুরূপ ভাবে এই প্রশিক্ষণ শিবির চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে পাথারকান্দি ব্লকের পাথারকান্দি, মৈনা, বারইগ্রাম, বান্দরকোণা, ইলাসপুর, জুরবাড়ি-ডেফলআলা জিপিগুলোতে একদিবসীয় এই প্রশিক্ষণ শিবির সম্পন্ন হয়েছে। বাকি জিপিগুলোতেও অনুরূপ ভাবে চলতি মাসের ১৮ তারিখ পর্যন্ত এই প্রশিক্ষণ শিবির চালিয়ে যাওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

'আকসা' আহূত বরাক বনধ-এর প্রভাব পড়েনি করিমগঞ্জ জেলায়

করিমগঞ্জ (অসম), ৭ নভেম্বর (হি.স.) : সারা কাছাড় করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি ছাত্র সংস্থা (আকসা) আহূত ১২ ঘণ্টার বরাক বনধ-এর কোনও প্রভাব পড়েনি জেলায়। করিমগঞ্জ জেলায় দূরপাল্লার যানবাহন চলাচল না করলেও স্থানীয় গাড়িঘোড়া যথারীতি চলাচল করেছে। এছাড়া দোকানপাট, অফিস আদালতও খোলা ছিল। কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ সহ অন্য কয়েকটি দল ও সংগঠন আকসা-র বরাক বনধকে সমর্থন জানালেও তাদের কাউকে বনধ সফল করতে মাঠে দেখা যায়নি। তবে আকসা এবং বিভিন্ন মোটর মালিক ও চালক সংস্থার নেতা কর্মীরা বনধ সফল করতে সকাল থেকে শহর দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। দুপুরের দিকে কয়েকজন বনধ সমর্থককে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল। ফলে বরাক বনধ-এর তেমন কোনও প্রভাব পড়েনি করিমগঞ্জে।

অসমের ভূমিতে মিজো আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এবং এক নাগরিককে খুনের প্রতিবাদে ১২ ঘণ্টার বরাক বনধ-এর আহ্বান জানিয়েছিল কাছাড় করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি ছাত্র সংস্থা সংক্ষেপে আকসা। বনধকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল মটর চালক সমিতি। বেশ কিছু রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সংগঠন ছাড়াও উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, প্রাক্তন সংসদ রাধেশ্যাম বিশ্বাস, এআইইউডিএফের নেতা আব্দুল আজিজ প্রমুখ এই বনধকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। কিন্তু আজ বনধকে সফল করতে তাঁদের কাউকেই মাঠে দেখা যায়নি।

আকসা নেতা আলোক ধর সাংবাদিকদের জানান, পুলিশ আমাদের আটক করে বনধ বানচাল করতে চেষ্টা চালিয়েছিল। তবে বনধ সর্বাত্মক সফল হয়েছে। সাধারণ মানুষ আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেন, অসমের এক ইঞ্চি ভূমি দখল করা চলবে না। আজ বনধ হয়েছে, মিজোরাম সরকার ভূমি ছেড়ে না দিলে পরিণাম ভয়ঙ্কর হবে। শুধু অর্থনৈতিক অবরোধ ছাড়াও প্রয়োজনে আমরা মিজোরামের দখলীকৃত ভূমি মুক্ত করে আনব। ছাত্র সংগঠন আকসা আরেক নেতা শুভাশিস দাস বলেন, বনধ সর্বাত্মক হয়েছে। কারণ অনেক সংগঠন সমর্থন করেছে। অনেকেই নানা ভাবে আমাদের পাশে ছিলেন। বনধ চলাকালীন কোনওধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ভাবেই ১২ ঘণ্টার বনধ সফল হয়েছে।

এদিকে আজ সকালে আকসা-র এক সদস্য করিমগঞ্জ ছন্তর বাজারে এসে দোকানপাট বন্ধ করার কথা বলে ব্যবসায়ীদের অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তিনি মদ্যপান করে এসেছিলেন অভিযোগে বনধ সমর্থককে ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা উত্তমমাধ্যম দিয়েছেন বলে জানা গেছে। এক সময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শেষে পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে।

এদিকে আকসা-র পক্ষ থেকে জানানো হয়, ছন্তর বাজারের ঘটনার সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্পর্ক নেই। করিমগঞ্জ সদর থানার পুলিশ সূত্রের খবর, আজ দুই বনধ সমর্থককে আটক করা হয়েছিল। তবে আকসা নেতারা জানান, তাঁদের ১৫ জনকে পুলিশ আটক করেছে। তাঁদের মধ্যে অলক ধর, শুভাশিস দত্ত, সঞ্জীব দে, সাগর দে, শুভ্রজিৎ দেব, ডন বণিক, রাজ রায় প্রমুখ ছিলেন। তবে আটকদের ব্যক্তিগত জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

১২ ঘণ্টার বরাক বনধ-এ বৃহত্তর পাথারকান্দিতে বিশেষ প্রভাব পড়েনি

পাথারকান্দি (অসম), ৭ নভেম্বর (হি.স.) : অসম ভূখণ্ডে মিজো আগ্রাসনের প্রতিবাদে ছাত্র সংগঠন 'আকসা' আহূত শনিবারের ১২ ঘণ্টার বরাক বনধ-এ বৃহত্তর পাথারকান্দি এলাকায় তেমন কোনও প্রভাব পড়েনি। আজ পাথারকান্দিতে দূরপাল্লার যাত্রীবাহী গাড়ি চলাচল না করলেও ছোট ছোট যানবাহন যথারীতি চলাচল করেছে। এছাড়া অফিস কাছারি সহ স্কুল কলেজ খোলা ছিল অন্যান্যে দিনের মতো।

উল্লেখ্য, বরাক উপত্যকার অসম-মিজোরাম আন্তঃরাজ্যে সীমান্তবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে আগ্রাসী মিজোদের ভূমি জবরদখল সহ এক ব্য ক্তিকে অপহরণ করে খুন, বোমা মেরে স্কুল উড়িয়ে দেওয়া এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অসমের স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর মিজোদের সাঁড়াশি আক্রমণের প্রতিবাদে শনিবার ছাত্র সংগঠন সারা কাছাড় করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি ছাত্র সংস্থা সংক্ষেপে আকসা আজ ১২ ঘণ্টার বরাক বনধ-এর ডাক দিয়েছিল। এই বনধ-এ তেমন প্রভাব দেখা যায়নি পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার বৃহত্তর লোয়াইরপোয়া, বাজারিছড়া, ইচাবিল, কটামণি, বালিপিপলা প্রভৃতি অঞ্চলে। পাথারকান্দি শহরেও বনধ-এর কোনও সমর্থককে গ্রেফতারেরও খবর পাওয়া যায়নি।

বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ১.০৬ লক্ষেরও বেশি পোলিং বুথ ব্যবহার করা হয়েছে, জানাল কমিশন

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর (হি. স.): পরিস্থিতির মধ্যেই বিহারে বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে ভোটগ্রহণের আয়োজন করতে হয়েছিল জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে। শনিবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার চন্দ্রভুষণ কুমার জানিয়েছেন, এবারের বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ভোট গ্রহণের জন্য ১.০৬ লক্ষেরও বেশি বুথ ব্যবহার করা হয়েছে। ২০১৫ সালের বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় ৬৩ শতাংশ বেশি বুথ বাড়ানো হয়েছিল এবার। করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। এবারের বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ বিহারের ১,০৬, ৫১৫ বুথে নেওয়া হয়েছে। নির্বাচন সুষ্ঠু এবং নিয়ম মেনে করার লক্ষ্যে পাঁচ লাখেরও বেশি নির্বাচনী আধিকারিকদের মোতায়ন করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৩০ শতাংশ মহিলা। প্রথম থেকেই নির্বাচন কমিশনের লক্ষ্য ছিল প্রতিটা বুথে কোনভাবেই ১০০০ বেশি ভোটারকে প্রবেশ করানো যাবে না। বাড়তি ভোটারের জন্য তাই বুথের সংখ্যা এ বছর বাড়ানো হয়েছিল। ২০১৫ সালে বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ আয়োজন করতে যেখানে ৬৫ হাজার বুথ (ভোটগ্রহণ কেন্দ্র) ব্যবহার করা হয়েছিল। সেখানে চলতি বছর তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ১,০৬, ৫১৫। ৮০ বছর বা তার বেশি বয়সের ভোটার এবং শারীরিকভাবে অক্ষম বা প্রতিবন্ধী ভোটার পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিয়েছে। এদের সংখ্যা ৫২ হাজার। রাজ্যে ফিরে আসা ২.৩ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিককে ভোটার তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

অর্ণবের জামিনের আর্জি শুনানি সোমবার হবে

মুম্বই, ৭ নভেম্বর (হি. স.): বরিষ্ঠ সাংবাদিক তথা রিপাবলিক টিভির প্রধান সম্পাদক অর্ণব গোস্বামীকে মহারাষ্ট্রের বোম্বে হাইকোর্ট শনিবারও জামিন দেয়নি। আদালত রাজ্য সরকারের বক্তব্য শুনতে চেয়েছে। সোমবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। অর্ণবের জামিনের আর্জি বিচারপতি এস এস শিন্দে, এম এম কর্নিকের ডিভিশন বেঞ্চের সামনে রাখা হয়।

প্রয়াত ইন্টেরিয়র ডেকোরেটরের পরিবারের পক্ষে সওয়াল করতে উঠে সুবোধ দেশাই আদালতকে বলেন, এই মামলা বন্ধ করে দেওয়ার কোন ধরনের তথ্য তার মক্কেলদের কাছে তুলে ধরা হয়নি। ২০১৮ সালের ৫ মে মৃত ইন্টেরিয়র ডেকোরেটরের পরিবারবর্গের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছিল যে এই মামলার তদন্ত প্রক্রিয়া সঠিকভাবে হচ্ছে না। মামলার মূল অভিযুক্তরা তদন্ত প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার চেষ্টা করে গিয়েছে। হাইকোর্ট তখন অর্ণব গোস্বামীর আইনজীবীকে বলেন, জামিনের আর্জি জন্য আগে লোয়ার কোর্টে যাওয়া উচিত ছিল। তখন অর্ণবের আইনজীবী আদালতের কাছে তার অন্তর্বর্তী জামিনের আর্জি করেন। এই মামলার পরবর্তী শুনানি সোমবার হবে।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

জনির জন্য সুবিচার চান ভক্তরা

বছর তিন হলো নিঃসঙ্গ জীবন কাটাচ্ছেন 'ক্যাপ্টেন জ্যাক স্প্যারো' ওরফে জনি ডেপ। লকডাউনে এই তারকা যোগ দিয়েছেন ইনস্টাগ্রামে। সম্প্রতি সেখানেই জানালেন দুঃসংবাদ। 'ফ্যান্টাস্টিক বিস্ট' সিরিজ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে জনিকে। সিরিজে কালো জাদুকর গিলার্ট গ্রিন্ডেলওয়ার্ল চরিত্রে তাঁকে আর দেখা যাবে না।

গত শুক্রবার অভিনেতা, প্রযোজক ও সংগীতশিল্পী জনি ডেপ ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, 'ওয়ার্নার ব্রোস আমাকে "ফ্যান্টাস্টিক বিস্ট" সিরিজ থেকে সরে যেতে বলেছে। আমি তাঁদের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানিয়ে একমত হয়েছি।' জনি ডেপের এই ঘোষণায় দুঃখ পেয়েছেন ভক্তরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলছে 'হ্যাশট্যাগ জাস্টিস ফর জনি ডেপ' আন্দোলন। ভক্তরা লিখেছেন, 'আমরা জানি, জনি ডেপের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ মিথ্যা।' তাঁদের প্রত্যুত্তরে জনি লিখেছেন, 'আমি জানি, আপনারা আমার পাশে ছিলেন, আছেন আর থাকবেন। বিশেষ করে গত কয়েক বছরে আপনাদের নিঃস্বার্থ সমর্থন আমাকে শক্তি জুগিয়েছে। যুদ্ধের ময়দানে উঠে দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত করেছে।' জনি ডেপও চান না, সাবেক স্ত্রী অ্যাম্বার হার্ডের মামলায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবন আর ক্যারিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হোক। তাই তিনি এর শেষ দেখে ছাড়বেন বলে জানিয়েছেন।কয়েক বছর ধরেই আন্তর্জাতিক মিডিয়া ফলাও করে প্রকাশ করে আসছে জনি ডেপ ও তাঁর সাবেক স্ত্রী অ্যাম্বার হার্ডের আইনি যুদ্ধের কাহিনি। গায়ে হাত তোলার অভিযোগে জনির বিরুদ্ধে মামলা ঠুকেছেন অ্যাম্বার। এরপর অ্যাম্বারও যে জনির গায়ে হাত তুলেছেন, সেই অডিও টেপ ফাঁস হয়ে যায়। যদিও এসব নিয়ে টুঁ—শব্দটি করেননি জনি। বছরের পর বছর ধরে মামলা চালাতে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢেলেছেন। অন্যদিকে একের পর এক হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে বড় বড় সব সিনে-সিরিজের কাজ।ওয়ার্নার ব্রোসের মুখমাত্র অল্প কথায় জানিয়েছে, 'ফ্যান্টাস্টিক বিস্ট থ্রি'র প্রি প্রোডাকশন চলছে। যত দ্রুত সম্ভব তাঁরা শুটিং শুরু করবেন। গিলার্ট গ্রিন্ডেলওয়ার্লরে জন্য নতুন চরিত্র খুঁজছেন তাঁরা। ২০২২—এর গ্রীষ্মে ছবিটি মুক্তি পাবে।২০১৬ সালে মুক্তি পায় এই সিরিজের প্রথম ছবি 'ফ্যান্টাস্টিক বিস্ট অ্যান্ড হোয়্যার টু ফাইন্ড দেম।' দেড় শ কোটি টাকা খরচ করে বানানো এ ছবিটি আয় করেছিল প্রায় ৭০০ কোটি টাকা। পরের ছবি 'ফ্যান্টাস্টিক বিস্ট: দ্য ক্রাইমস অব গ্রিন্ডেলওয়ার্ল' মুক্তি পায় ২০১৮ সালে। এটিও বক্স অফিসে প্রায় একই রকম সাফল্য বয়ে আনে।

ব্যাডমিন্টন কোর্টে ঘুমিয়েছিলেন পরিণীতি

সাইনা নেহওয়ালের বায়োপিকে কে অভিনয় করবেন? ব্যাডমিন্টন তারকা সাইনা চেয়েছিলেন, বড় পর্দায় 'সাইনা' হোক দীপিকা পাড়ুকোন। বলিউডে পা রাখার আগে দীপিকা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় ছিলেন। তাঁর বাবা প্রকাশ পাড়ুকোন ভারতের বিখ্যাত ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড়। অথচ প্রযোজক - পরিচালকেরা বায়োপিকে নিলেন পরিণীতি চোপড়াকে। উপায় ছিল না। দীপিকা পাড়ুকোন এখন অনেক পারিশ্রমিক নেন। তাঁকে এই ছবিতে নেওয়ার মতো টাকা নেই প্রযোজকের।

তবে আসল সাইনার মন জয় করতে পেরেছেন পরিণীতি চোপড়া। ব্যাডমিন্টন কোর্টে দিনরাত ঘাম ঝরিয়েছেন এই অভিনেত্রী। নিয়মিত জিম, ডায়েটসহ নানা কিছু করেছেন। অবশেষে পর্দায় সাইনা নেহওয়ালের যমজ বোনের মতো হয়ে উঠেছেন।

সন্তুষ্টির কথা নিজেই টুইট করে জানিয়েছেন সাইনা।খ্যাতিমান ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় সাইনা নেহওয়ালের জীবনীচিত্র নিয়ে অনেক দিন ধরে কথা হচ্ছে।

অবশেষে এই ছবিতে পরিণীতির লুক প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম ঝলক প্রকাশ করেছেন সাইনা নিজেই। সাইনারূপী পরিণীতির ছবি প্রকাশ করে টুইটে সাইনা লিখেছেন, 'তোমাকে একদম আমার মতো দেখাচ্ছে পরিণীতি চোপড়া, দারুণ।'

শুধু লুক নয়, সাইনার পোস্ট করা সেই ছবিতে পরিণীতির অভিব্যক্তি খুব পছন্দ করেছেন সবাই। পেতেই হবে, কারণ, চরিত্রে মানিয়ে উঠতে অনেক শ্রম দিয়েছেন অভিনেত্রী। শুটিং চলাকালীন কাঁধে দারুণ আঘাত পেয়েছিলেন। ব্যাডমিন্টন প্রশিক্ষণের জন্য এই বলিউড তারকা ১৫ দিন মুম্বাইয়ের রামশেঠ ঠাকুর ইন্টারন্যাশনাল স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ছিলেন।প্রথম আলোকে এক সাক্ষাৎকারে পরিণীতি বলেছিলেন, ""সাইনা" সিনেমাটি নিয়ে আমি অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত, আনন্দিত আর নার্ভাস। কারণ, এত বড় একজন তারকার অভিব্যক্তি, শারীরিক ভাষা, সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর খেলার ধরন পর্দায় ফুটিয়ে তোলা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। আমি ইতিমধ্যে ব্যাডমিন্টন প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেছি।

অনুশীলন করতে করতে একদিন এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে ব্যাডমিন্টন কোর্টেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'পরিণীতির আগে 'সাইনা' চরিত্রে নেওয়ার কথা হয়েছিল শ্রদ্ধা কাপুরকে। এমনকি ছবির শুটিংও শুরু করেছিলেন শ্রদ্ধা। কিন্তু তিনি হঠাৎ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ায় দীর্ঘদিন শুটিং বন্ধ রাখতে হয়েছিল। পরে তিনি আর সময় বের করতে না পারায় ছবি থেকে বেরিয়ে আসেন শ্রদ্ধা। ভূষণ কুমার প্রযোজিত 'সাইনা' পরিচালনা করছেন অমল গুপ্ত।

বিয়ের কথা ভাবলেই দমবন্ধ লাগত প্রিয়াঙ্কার

জীবনসঙ্গী নিক জোনাসের সঙ্গে জমিয়ে সংসার করছেন বলিউড ও হলিউড তারকা প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। সম্প্রতি বেশ ঘটা করে 'করবা চৌথ' উদযাপন করলেন এই নায়িকা। এদিন বলিউডের 'দেশি গার্ল' সেজেছিলেন দেশি সাজে। টকটকে লাল শাড়িতে সবার নজর কাড়েন তিনি। আর সেসব সুন্দর সুন্দর ছবি শেয়ার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ছবিগুলো নেট দুনিয়ায় ভাইরাল হতে সময় নেয়নি। বিশেষ করে লাল শাড়িতে নিকের সঙ্গে রোমান্টিক মুহূর্তের ছবিটি। সব মিলিয়ে ইনস্টাগ্রামের ছবি বলে, সাবেক এই বিশ্বসুন্দরীর বিবাহিত জীবন দারুণ কাটছে। তবে একসময় বিয়ে বিষয়টা মোটেই ভালোভাবে দেখতেন না প্রিয়াঙ্কা। সম্প্রতি এ ব্যাপারে খোলাসা করেছেন তিনি।নিককে বিয়ে করে দারুণ খুশি প্রিয়াঙ্কা। এই বলিউড অভিনেত্রীর পোস্ট করা ছবিতেই তার ঝলক পাওয়া যায়। তবে একসময় তিনি বিয়ে নিয়ে মোটেও সহজ ছিলেন না। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে প্রিয়াঙ্কা নিজের সম্পর্কে এ রকম নানান কথা খোলাসা করেছেন।

প্রিয়াঙ্কা বলেন, 'আমি বরাবরই উচ্চাকাঙ্ক্ষী। স্বপ্নের পেছনে ছুটতে ভালবাসি। তবে একসময়ে বিয়ে বিষয়টাকে আমি মেনেই নিতে পারতাম না।বিবাহিত জীবন নিয়ে আমার ভালো ধারণা ছিল না। বিয়ে করে ঘর---সংসার করছিএটা ভাবতেই আমার দমবন্ধ লাগত।' প্রিয়াঙ্কাকে শেষ পর্দায় দেখা গেছে 'দ্য স্কাই ইজ পিঙ্ক' ছবিতে।

এখানে তাঁর বিপরীতে ছিলেন ফারহান আখতার। ছবিতে প্রিয়াঙ্কার অভিনয় দারুণভাবে প্রশংসিত হলেও বক্স অফিস থেকে সুখবর আনতে পারেনি এই সিনেমা। এবার এই তারকাকে দেখা যাবে হলিউডের ছবি 'ম্যাট্রিক্স ফোর'-এ। এ ছাড়া 'দ্য হোয়াইট টাইগার' ছবিতে অভিনয়ের পাশাপাশি প্রযোজনাও করছেন প্রিয়াঙ্কা। এই ছবিতে তাঁর বিপরীতে আছে রাজকুমার রাও।মিস ওয়ালর্রে মুকুট মাথায় নিয়ে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া বলিউডের পথে পা বাড়িয়েছিলেন। ২০২০ সালে দুই দশক পূর্তি হলো তাঁর।এ বছর মুক্তি পেতে যাচ্ছে প্রিয়াঙ্কার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'আনফিনিশড'।

এই বই মুক্তিকে সামনে রেখে প্রিয়াঙ্কা স্মৃতি হাতড়ে কথা বলেছেন তাঁর জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত নিয়ে। সম্প্রতি গণমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রিয়াঙ্কা বলেন, 'আমি কখনো নায়িকা হতে চাইনি। আমি কখনো তারকা হতে চাইনি। আমি সব সময় চেয়েছি এমন একজন হতে, যার জন্য সীমানা বলে কিছু নেই। আমি প্রতিনিয়ত এমন কিছু স্পর্শ করি, যা আগে কেউ করেনি। আমি এমন সব রাস্তায় হেঁটেছি, যে রাস্তা দিয়ে আগে কেউ পথ চলেনি। তাই রাস্তাটা একান্তই আমার হয়েছে।'

তামিল, তেলেগু ভাষায় গান শিখছেন আলিয়া

শিগগিরই হায়দরাবাদে পাড়ি জমাবেন আলিয়া ভাট। দক্ষিণের নামজাদা পরিচালক এস এস রাজা মৌলির 'আরআরআর' (ট্রিপল আর) ছবির শুটিংয়ে যোগ দিতে যাচ্ছেন তিনি। এ ছবির মাধ্যমে দক্ষিণী ছবির দুনিয়ায় পা রাখতে চলেছেন আলিয়া। এস এস রাজা মৌলির ছবিতে এক নতুনরূপে দেখা যাবে তাঁকে। তবে শুটিং শুরু করতে গিয়ে একটু মুশকিলে পড়েছেন এই বলিউড তারকা।বেশ কিছুদিন আগে গুঞ্জন রটেছিল, 'আরআরআর' ছবি থেকে সরে এসেছেন আলিয়া। লকডাউনের পর নাকি এই ছবির জন্য সময় নেই তাঁর। তবে আলিয়া এস এস রাজা মৌলির মতো পরিচালকের সঙ্গে কাজের সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নন। তাই তিনি এই ছবির জন্য নতুন করে শিডিউল করেছেন। জানা গেছে, এই ছবির শুটিংয়ে হায়দরাবাদে যাচ্ছেন আলিয়া। সেখানে একটা বড় নাচের দৃশ্যের শুটিং হবে। এস এস রাজা মৌলি এই নাচের দৃশ্যের জন্য একটা বড়সড় সেট বানিয়েছেন। অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ সেই সেটে শুধু নাচ নয়, গানেও মাতাবেন আলিয়া।জানা গেছে, ছবির জন্য গান গাইবেন আলিয়া। সেটা নিয়েই একটু বিপাকে পড়েছেন এই বলিউড তারকা। কারণ তামিল, তেলেগুকোনো ভাষাতেই এখন পর্যন্ত স্বচ্ছন্দ নন তিনি। তাই এখন এ দুই ভাষা শেখার কাজে মন দিয়েছেন আলিয়া। তামিল, তেলেগু শিখতে উঠেপড়ে লেগেছেন। এ দুটি ভাষা রপ্ত করলে আলিয়ার কণ্ঠে তামিল, তেলেগু গান শোনা যাবে। ভাষা শিখে উঠতে না পারলে এই সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে তাঁর। তখন আলিয়ার গলায় শুধু হিন্দি গান শোনা 'আরআরআর' ছবিটি হিন্দি, তামিল, তেলেগুসহ আরও নানা ভাষায় মুক্তি পাবে। আলিয়া চান ছবিতে তামিল, তেলেগু ভাষায় অনর্গল সংলাপ বলতে। তাই তিনি অনেক দিন আগে থেকেই এ দুটি ভাষা শিখতে শুরু করে দিয়েছিলেন। এখন পর্যন্ত তেমন উন্নতি হয়নি। আগামী বছর এস এস রাজা মৌলি পরিচালিত এই ছবিটি মুক্তি পাবে।'আরআরআর' ছাড়া আলিয়ার আরও দুটি ছবির কাজ আটকে আছে। এর মধ্যে একটি হলো সঞ্জয়লীলা বানসালির 'গাঙ্গুবাঈ কাঠিয়াওয়াড়ি'। আর ধর্ম প্রোডাকশন ব্যানারে নির্মিত 'ব্রহ্মাস্ত্র' ছবির শুটিংয়ের কিছু অংশ এখনো বাকি।

আবারও সিনেমা হলে শাহরুখ—কাজল

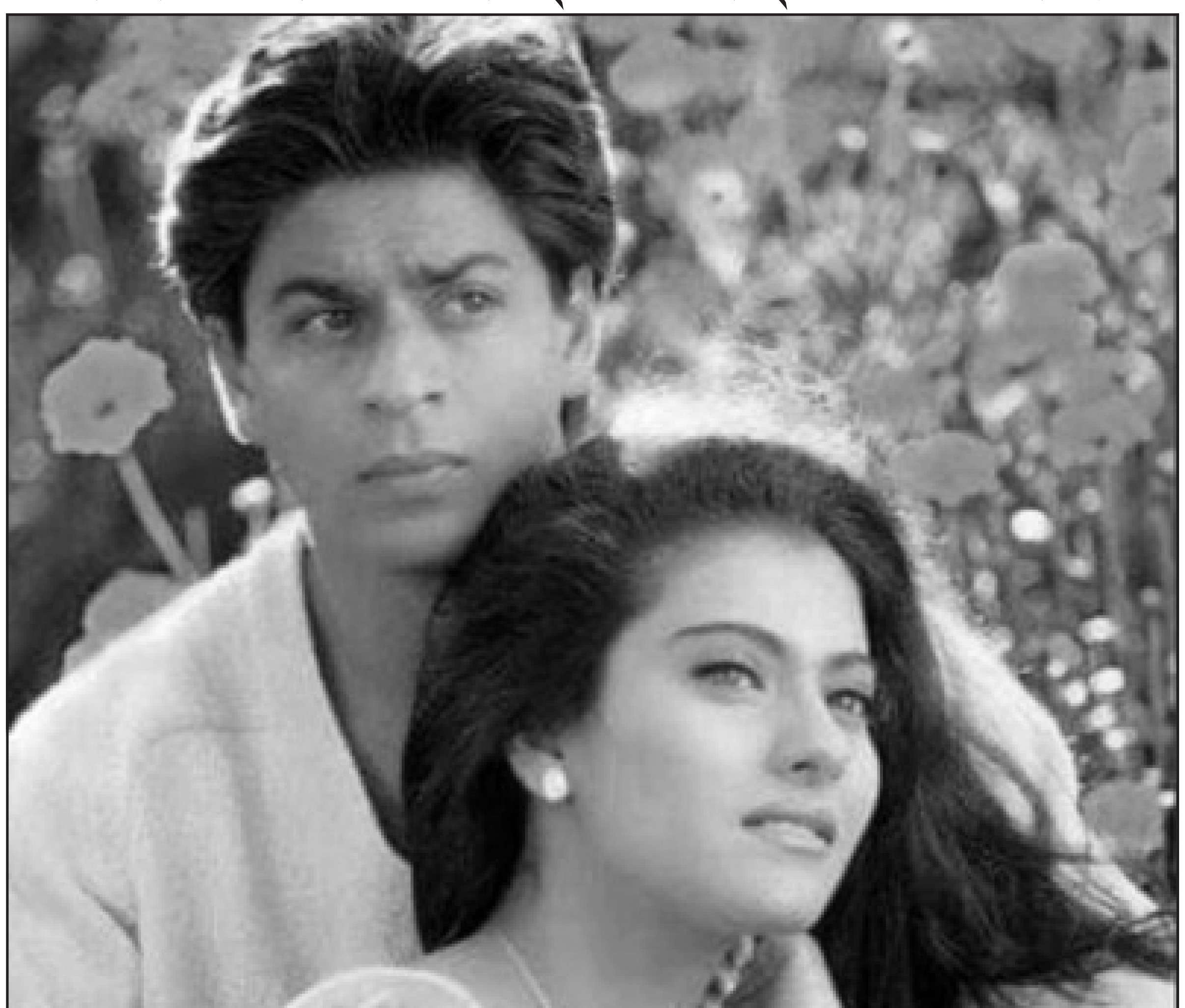

মুক্তির ২৫ বছর ধরে চলছে ছবিটি, কী অবিশ্বাস্য! দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে (ডিডিএলজে) আর মারাঠা মন্দির সিনেমা হলের সম্পর্কটা এমনই। দীর্ঘ ২৫ বছরে এই সিনেমা ও সিনেমা হলটির সম্পর্ক এক দিনের জন্যও ছিন্ন হয়নি। এই দীর্ঘ সফরের প্রতিটি দিনই সিনেমা হলটিতে দেখানো হয়েছে ডিডিএলজে। নতুন স্বাভাবিকে আট মাস পরে খুলছে ভারতের সব সিনেমা হল। মারাঠা মন্দিরও খুলবে। এবারও প্রথম দিন থেকেই সঙ্গী হচ্ছে 'ঐতিহাসিক' এই ছবি।

শুধু কি মারাঠা মন্দির, এই ছবি ভাগ্য খুলে দিয়েছে কতজনের! বলিউডকে উপহার দিয়েছে শাহরুখ খান নামের এক বড় তারকা। উপহার দিয়েছে শাহরুখ—কাজল নামের একটি জুটি। অর্জন করেছে ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে দেখানো সিনেমার খেতাব।

মনোজ দেশাই, মারাঠা মন্দিরের মালিক। ২৫ বছরের এই সফরে যেমন উচ্ছ্বসিত, তেমনি তাঁর আফসোসও আছে। করোনার কারণে দীর্ঘ সময় বন্ধ ছিল হলটি। ২৫ বছরের রজতজয়ন্তী উৎসবটি করা গেল না। গত ২০ অক্টোবর ছিল রজতজয়ন্তীর দিন। ১৯৯৫ সালের এই দিনেই মুক্তি পেয়েছিল ছবিটি।মনোজ দেশাই বলেন, 'কীভাবে রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপন করা যায়, সে বিষয়ে আমরা যশরাজ ফিল্মসের সঙ্গে কথা বলেছি। খুব মন খারাপ। একটা দীর্ঘ সময় ছবিটি হলে চালাতে পারিনি। আমাদের আট মাসের মতো সিনেমা হল বন্ধ রাখতে হয়েছে।'

নতুন স্বাভাবিকে ১৩ নভেম্বর খুলছে মারাঠা মন্দির। আর সিনেমা হলটির প্রথম ছবি হতে যাচ্ছে ডিডিএলজে। মনোজ দেশাই বলেন, 'আমাদের কাছে দিনটি সিনেমাটির মুক্তির প্রথম দিনের মতো মনে হচ্ছে।'মারাঠা মন্দির প্রতিদিনই সকাল সাড়ে ১১টায় ডিডিএলজে ছবিটি দেখায়। সিনেমা হলটির ব্যবস্থাপক মনোজ পান্ডে জানান, সরকারি ও সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ছবিটি হাউসফুল যায়। তবে এই করোনাকালে মানুষ কতটা সিনেমা হলে আসবেন, তা নিয়ে তিনি কিছুটা শঙ্কিত।শুধু মুম্বাইয়ে নয়, রজতজয়ন্তী উপলক্ষে ডিডিএলজে মুক্তি পাবে জার্মানি, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কাতার, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, মরিশাস, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ বেশ কয়েকটি দেশে।

বরিষ্ঠ সাংবাদিক হেমন্ত বিশনই প্রয়াত

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর (হি. স.): ঐতিহ্যশালী বহুভাষিক সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচারের প্রাক্তন সম্পাদক এবং বরিষ্ঠ সাংবাদিক হেমন্ত বিশনইয়ের জীবনাবসান হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭। শনিবার সকালে দিল্লিতে নিজের বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

সম্প্রতি কয়েক মাস ধরে কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন তিনি। রেখে গেলেন স্ত্রী ও দুই কন্যাকে। হিন্দুস্থান সমাচারের তরফ থেকে এক ভার্চুয়াল বৈঠকের মাধ্যমে হেমন্ত বিশনইয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। ভার্চুয়াল এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংবাদ সংস্থার কার্যকারী চেয়ারম্যান অরবিন্দ মার ডিকর, কার্যকারী সম্পাদক জিতেন্দ্র তিওয়ারি এবং দেশ-বিদেশের বরিষ্ঠ সাংবাদিকরা। প্রত্যেকেই তাঁর সাংবাদিক মেধার স্মৃতিচারণা করতে থাকেন। নিজেদের স্মৃতির মাধ্যমে এই বরিষ্ঠ সাংবাদিকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন প্রত্যেকে।

শনিবার পূর্ব দিল্লির গীতা কলোনিতে অবস্থিত শ্মশান ঘাটে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় হেমন্ত বিশনইয়ের। মুখাগ্নি করেন প্রয়াত সাংবাদিকের কন্যা। তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ নেতৃত্বরা।

ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতিতে হাতেখড়ি হেমন্ত বিশনইয়ের। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর সক্রিয় সদস্য ছিলেন তিনি। ছাত্র রাজনীতি করার সময় সংস্পর্শে এসেছেন অরুণ জেটলির। ১৯৭৪ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে অরুণ জেটলি সভাপতি পদে নির্বাচিত হলে তিনি নির্বাচিত হন সাধারণ সম্পাদক হিসেবে। পরবর্তী সময়ে হিন্দুস্থান সমাচারের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব সঙ্গে নিজের কর্তব্য পালন করেন তিনি। তার আগে বহু বছর ধরে নবভারত টাইমস এর বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে কার্যভার চালিয়ে গিয়েছিলেন। ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ জার্নালিস্ট (ইন্ডিয়া) এবং দিল্লি পত্রকার সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। সাতের দশকের মধ্যভাগে জরুরি অবস্থার সময় ১৯ মাস কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল তাঁকে।

জরুরি অবস্থাতে অরুণ জেটলি গ্রেফতার হওয়ার পর আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে যান তিনি।

কিন্তু তার পরিবারের ওপর পুলিশের নেক নজর ছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ অক্টোবর পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। পুলিশের জেরায় কখনও তিনি তাঁর সহযোগীদের নাম প্রকাশ্যে আনেননি। অরুণ জেটলি, মাদানলাল খুরানার মত নেতাদের সঙ্গে একই জেলে ছিলেন তিনি। সমাজে তাঁর পরিবারের প্রতিটা সদস্যকে এক ঘরে করে রাখা হয়েছিল জরুরি অবস্থার সময়। তাঁর পিতা ডা: দেবেন্দ্র কুমার ছিলেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। লেখাপড়া সর্বদা করতে ভালোবাসতেন তিনি। তাই তাঁর বাবা-মা জেলে দেখা করতে গেলে বই নিয়ে যেত। কারারুদ্ধ অবস্থাতেই সংঘের শাখা বসিয়েছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করে এক ভার্চুয়াল সভার আয়োজন করা হয় হিন্দুস্থান সমাচারের তরফ থেকে। এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন এনইউজের সভাপতি মনোজ মিশ্র এবং সাধারণ সম্পাদক সুরেশ শর্মা। তারা প্রত্যেকেই বলেন যে তিনি সাংবাদিকদের স্বার্থের সর্বদা লড়াই করে গিয়েছিলেন।

বিহার নির্বাচন : পুর্ণিয়ায় বুথের বাইরে বোমা ফাটাল দুষ্কৃতীরা, শূন্যে গুলি আধাসামরিক বাহিনীর

পাটনা, ৭ নভেম্বর (হি.স.): বিহারের শেষ দফার নির্বাচনে উত্তপ্ত পুর্ণিয়ায়। শনিবার দুপুরে পুর্ণিয়ায় বুথের বাইরে বোমা বিস্ফোরণ ঘটাল দুষ্কৃতীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে শূন্যে গুলি চালাল আধাসামরিক বাহিনী। ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছে চার জন।

বিহারে চলছে বিধানসভা নির্বাচনের অন্তিম তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণ। শনিবার তৃতীয় তথা অন্তিম দফার নির্বাচনে সকাল থেকে নির্বিঘ্নে ভোটগ্রহণ চললেও দুপুরে পুর্ণিয়ায় বুথের বাইরে বোমা বিস্ফোরণ ঘটাল দুষ্কৃতীরা। এ দিন দুপুর ১২টা নাগাদ পুর্ণিয়ার ধামধাহা নির্বাচনী কেন্দ্রে ভোট বুথের বাইরে বোমা ফাটায় দুষ্কৃতীরা। পরিস্থিতি সামলাতে গুলি চালায় আধাসামরিক বাহিনী। ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছে চার জন। তবে এর জেরে ভোটদান পর্বে বাধা তৈরি হয়নি, জানিয়েছেন বিহারের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক এইচ আর শ্রীনিবাস।

পুর্ণিয়ার এস পি বিশাল শর্মা জানিয়েছেন, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে লাইনে ভোটারদের আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানরা দাঁড় করাতে গেলে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। এরপরেই আচমকা বুথের বাইরে দিশি বোমা ফাটে। যদিও নিরাপত্তা বাহিনীর তৎপরতায় শান্তিতেই ওই বুথে ভোটদান চলেছে বলে জানা গিয়েছে।

ধামধাহা কেন্দ্রে প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সংযুক্ত জনতা দলের লেশি সিং এবং রাষ্ট্রীয় জনতা দলের প্রার্থী দিলীপ কুমার যাদব।

উল্লেখ্য, তৃতীয় তথা অন্তিম দফায় বিহারের ১৫টি জেলার ৭৮টি বিধানসভা আসনে চলছে ভোটগ্রহণ। ১৫টি জেলার মধ্যে রয়েছে কিশাণগঞ্জ, মুজফরপুর, আরারিয়া, দারভাঙ্গা, কাটিহার, সহর্ষা, মাধেপুরা এবং সুপৌল। তৃতীয় দফায় ১,২০৪ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন ২.৩৫ কোটিরও বেশি ভোটার। সকাল সাতটা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ, ছ'টা পর্যন্ত চলবে ভোটদান। একইসঙ্গে আজ বাল্মীকি নগর সংসদীয় আসনে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলছে। জেডি (ইউ) সাংসদ বৈদ্যনাথ মাহাতোর প্রয়াণের কারণে বাল্মীকি নগর সংসদীয় আসনে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলছে।

এক পদ এক পেনশন প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্রকে কটাক্ষ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর (হি. স.): এক পদ এক পেনশন প্রকল্প চালু না করার জন্য নিন্দায় সরব দেশের অন্যতম প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। শতাব্দীপ্রাচীন এই দলটির দাবি কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমাগত সেনাবাহিনীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে এবং জওয়ানদের হিতসাধনের ক্ষেত্রে ক্রমাগত কুঠারাঘাত করে চলেছে। প্রাক্তন সেনা কর্মীদের পেনশন কাটা হচ্ছে। একই পদে থাকা সেনা কর্মীদের ভিন্ন মাইনে দেওয়া হচ্ছে।

শনিবার কংগ্রেস মুখপাত্র তথা সাধারণ সম্পাদক রণদীপ সিং সুরজেওয়াল জানিয়েছেন, এক পদ এক পেনশন প্রকল্পকে দুর্বল করে কেন্দ্রীয় সরকার ৩০ লক্ষ প্রাক্তন সেনা কর্মীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। মোদী সরকার এখনও পর্যন্ত এক পদ এক পেনশন প্রকল্প চালু করতে পারেনি। যেখানে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের আমলে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সালে এই প্রকল্পকে চালু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বর্তমান সরকার শুধুমাত্র স্লোগান দেওয়ার সময় সেনা জওয়ান এবং রাষ্ট্রবাদের নামে জয়ধ্বনী দেয়। সেখানে কংগ্রেসী আমলে ২০০৪ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে তিনবার প্রাক্তন সেনা কর্মীদের পেনশন বৃদ্ধি করা হয়।

উন্নয়নের জন্য ভোট দিন, বার্তা বিজেপি বিধায়কের

মুজাফফরপুর, ৭ নভেম্বর (হি. স.): বিহারের তৃতীয় তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণের দিন রাজ্যবাসীকে উন্নয়নের পক্ষে ভোট দেওয়ার আর্জি করেছেন বিজেপির বিদায়ী বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সুরেশ শর্মা।

শনিবার মুজাফফরপুর এর ৯৪ নম্বর বুথ থেকে ভোট দিয়ে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছেন, মুজাফফরপুর শহরকে আরও সুন্দর করে গড়ে তুলতে প্রত্যেকের উচিত ভোট দেওয়া। কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা মত আগামী দিনে মুজাফফরপুরকে স্মার্ট শহরে পরিণত করা হবে। এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে দুই হাজার কোটি টাকা। প্রত্যেকের উচিত উন্নয়নের জন্য ভোট দেওয়া। উল্লেখ করা যেতে পারে রাজ্যের ১৬ জেলার ৭৮ বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হচ্ছে। নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি নির্বাচিত মণিপুরের জ্ঞানেন্দ্র নিংগমবাম

গুয়াহাটি, ৭ নভেম্বর (হি.স.) : হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে মণিপুরের জ্ঞানেন্দ্র নিংগমবাম। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। হকি ইন্ডিয়ার নবনির্বাচিত সভাপতি নিংগমবাম উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রথম ব্যক্তি।

এর আগে জ্ঞানেন্দ্র নিংগমবাম হকি ইন্ডিয়ার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে কার্যনির্বাহ করেছিলেন। তিনি বিদায়ী সভাপতি মহম্মদ মোস্তাক আহমেদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রালয়ের নির্দেশে পদত্যাগ করেছিলেন মোস্তাক আহমেদ। তাঁর পদত্যাগের পর জ্ঞানেন্দ্র নিংগমবাম ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে নিয়োজিত হয়েছিলেন। কোভিড-১৯ সংক্রমণের জেরে চলতি বছর হকি ইন্ডিয়ার নির্বাচন ভিডিও কনফারেন্সিঙের মাদ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রসহত জ্ঞানেন্দ্র নিংগমবাম গত ২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত মণিপুর হকির চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার হিসেবে কার্যনির্বাহ করেছেন। এদিকে হকি ইন্ডিয়ার সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর জ্ঞানেন্দ্র নিংগমবামের গৃহরাজ্য মণিপুরের পাশাপাশি গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আনন্দ ও উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে। নিংগমবামের নেতৃত্বে দেশে হকি খেলার আরও বিকাশ হবে বলে উত্তরপূর্বের ক্রীড়ানুরাগীরা আশা ব্যক্ত করেছেন

বিহার বিধানসভা নির্বাচন : দুপুর তিনটে পর্যন্ত ভোটের হার ৪৫.৭১ শতাংশ

পাটনা, ৭ নভেম্বর (হি.স.): বিহার বিধানসভা নির্বাচনের তৃতীয় ও চূড়ান্ত পর্বে ভোটের অর্ধেক সময় পার হয়ে গেছে। শনিবার দুপুর তিনটা পর্যন্ত ভোটগ্রহণের হার ছিল ৪৫.৭১ শতাংশ।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, পশ্চিম চম্পরণে ৪৪.১৮ শতাংশ, পূর্ব চম্পরণে ৪৭.৪৬, সীতামারীতে ৪১.৬১, মধুবানিতে ৪৪.০৮, সুপোলে ৫১.১২, আরিয়ায় ৪৩.২২, কিশানগঞ্জে ৪৭.৫৫, পুর্ণিয়ায় ৪৬.০৯, কটিহারে ৪৩.১১ মধেপুরাতে ৪৬.৩৩ সাহরসা ৪৮.৯৮ রয়েছে। দরভাঙ্গায় ৪১.১৫, মুজাফফরপুরে ৪৪.৪, বৈশালীতে ৪৬.৩৪ এবং সমস্তীপুরে ৪৫.০৫ শতাংশ ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এর আগে, বিহারে শেষ দফায় দুপুর একটা পর্যন্ত ভোট পড়েছেন ৩৪.৮২ শতাংশ। দুপুর একটার আগে পর্যন্ত বিহারের ১৫ টি জেলায় ৩৪.৮২ শতাংশ ভোটগ্রহণ হয়েছিল। সকাল ১১ টা অবধি ১৮.১২ শতাংশ, সকাল ১০টা ৮.১৩ শতাংশ, সকাল ৯ টা নাগাদ ৭.৬৯ এবং সকাল ৮ টা পর্যন্ত ১৫ টি জেলার ৭৮ টি আসনে ৩.৯ শতাংশ ভোটগ্রহণ হয়েছে।

শনিবার সকাল থেকে বিহারের ১৫টি জেলার ৭৮ আসনে চলছে ভোটগ্রহণ। তৃতীয় দফায় ভাগ্যপরীক্ষা হচ্ছে ১,২০৪ জন প্রার্থীর। ১,২০৪ জন প্রার্থীর ভাগ্য ইভিএমবন্দি করছেন প্রায় ২.৩৪ কোটি ভোটার। করোনা-সতর্কতা অবলম্বন করেই প্রতিটি বুথে চলছে ভোটগ্রহণ। বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে আগামী ১০ নভেম্বর।

বিধানসভা নির্বাচনের অন্তিম দফা ছাড়াও এদিন বাল্মীকি নগর সংসদীয় আসনে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলছে। জেডি (ইউ) সাংসদ বৈদ্যনাথ মাহাতোর প্রয়াণের কারণে বাল্মীকি নগর সংসদীয় আসনে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলছে।

দীপাবলিতে বাজি পোড়ানো নিয়ে দ্বিমত অসম ও অরুণাচল প্রদেশেব

গুয়াহাটি, ৭ নভেম্বর (হি.স.) : আলোর উৎসব দীপাবলিতে বাজি পোড়ানো নিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দুই রাজ্য অসম এবং অরুণাচল প্রদেশ দ্বিমত পোষণ করছে। অরুণাচল প্রদেশ সরকার দীপাবলিতে রাজ্যবাসীকে বাজি না পোড়ানোর জন্য আবেদন জানিয়েছে। অন্যদিকে, ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনালের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে অসম জানিয়েছে, দীপাবলিতে বাজি বিক্রি বন্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করবে না রাজ্য সরকার। তবে পরিবেশ দূষণ থেকে অসমকে রক্ষা করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, করোনা অতিমারির জন্য ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনাল বিভিন্ন রাজ্যকে বাজি পোড়ানো এবং বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারির নির্দেশ দিয়েছে। ইতিমধ্যে নয়াদিল্লি, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা এবং সিকিম দীপাবলিতে বাজি বিক্রি এবং পোড়ানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। করোনা অতিমারির প্রকোপে জনস্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে দীপাবলিতে বাজি না পোড়ানোর জন্য অরুণাচল প্রদেশ সরকার রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছে। স্বাস্থ্য দফতর এক বিবৃতিতে বলেছে, বাজি পোড়ানোর ফলে পরিবেশ দূষণের মাত্রা বাড়বে। তাতে করোনা আক্রান্তদের শ্বাস নিতে সমস্যা হবে। এছাড়া, বাজির ধোঁয়া অন্যান্য রোগও ডেকে আনবে। করোনা-র মধ্যে রাজ্যবাসীর জন্য তা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে।

তবে অসম ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনালের নির্দেশ মেনে বাজির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করবে না। অসমের বন ও পরিবেশমন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য জানিয়েছেন, করোনা-র প্রকোপ থাকলেও দীপাবলিতে বাজির উপর কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করবে না অসম সরকার। পরিবেশ দূষণ হয় না এমন বাজি মানুষ পোড়াতে পারবেন। অসমের এই সিদ্ধান্তে করোনা পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য নিয়ে রাজ্য সরকার কতটা ভাবছে, সে প্রশ্ন ইতিমধ্যে উঠেছে।

প্রতীক্ষা শেষ, মহাকাশে পাড়ি ইসরো-র ইওএস-০১ উপগ্রহের

শ্রীহরিকোটা, ৭ নভেম্বর (হি.স.): যাবতীয় প্রতীক্ষা শেষ। মহাকাশে পাড়ি দিল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র নতুন মহাকাশযান 'অল ওয়েদার আর্থ ইমেজিং স্যাটেলাইট" ইওএস-০১। এছাড়াও আরও ৯টি উপগ্রহ মহাকাশে পাড়ি দিয়েছে। শনিবার বিকেল ৩.১২ মিনিট নাগাদ (পূর্ববর্তী নির্ধারিত সময় ছিল ৩.০২ মিনিট) অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধবন স্পেস সেন্টার থেকে পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল (পিএসএলভি)-সি৪৯-এর পিঠে চেপে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছে ইওএস-০১ এবং আরও ৯টি উপগ্রহ। প্রসঙ্গত, শ্রীহরিকোটা থেকে এটি ৭৬তম মহাকাশযান উৎক্ষেপণ।

ইসরো সূত্রের খবর, "অল ওয়েদার আর্থ ইমেজিং স্যাটেলাইট" ইওএস-০১ উপগ্রহটিতে রয়েছে অত্যাধুনিক রাডার ইমেজিং ব্যবস্থা। যা অনেক উপর থেকেও নিখুঁত ছবি তুলতে সক্ষম। আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং কৃষিক্ষেত্রের জন্য যা খুবই সহায়ক হবে। ৯টি বিদেশি উপগ্রহগুলি মূলত বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে।

মণিপুরে আরও দুই কোভিড আক্রান্তের মৃত্যু, নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১৯১, সংক্রমিত মোট ১৯,৮৯১ জন

ইমফল, ৭ নভেম্বর (হি.স.) : গত ২৪ ঘণ্টায় মণিপুরে আরও দুই কোভিড আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে রাজ্যে কোভিডে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৯১। নিহতদের একজন পশ্চিম ইমফলের ৪৭ বছর বয়সি পুরুষ এবং অপরজন ৮৬

ছয়ের পাতায়

কাছাড়ের হাওয়াইথাঙে আরেকটি এলপি স্কুলে বোমা হামলা, বিদেশি মদতে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা মিজোরামের, বলেছে 'আমরা বাঙ্গালী'

শিলচর (অসম), ৭ নভেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ অসমের কাছাড় জেলার ৯৯০ নম্বর ধলাখাল এলপি স্কুলের পর এবার হাওয়াইথাং আপার পাইনম এলপি স্কুল বোমা বিস্ফোরণে গুঁড়িয়ে দিয়েছে মিজো দুষ্কৃতীরা। ঘটনার পর এসএসবি জওয়ান অকুস্থলে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় আধাসেনা এসএসবি নিয়োজিত হওয়ার পরও মিজো দুর্বৃত্তদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ অব্যাহত থাকার পিছনে বিদেশি মদত রয়েছে বলে মনে করছে 'আমরা বাঙ্গালী'। দলের অসম প্রদেশ সচিব সাধন পুরকায়স্থ বলেছেন, 'কার্যত ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জানান দিচ্ছে মিজোরাম।' এদিকে গতকাল রাতে সংগঠিত ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন রাজ্য পুলিশের দক্ষিণ অসম রেঞ্জের ডিআইজি দিলীপকুমার দে।

স্থানীয়দের কাছে জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার (৬ নভেম্বর) রাত প্রায় ১১টায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হাওয়াইথাঙের আপার পাইনম গ্রামে অবস্থিত অসম সরকার পরিচালিত আপগ্রেডেড এলপি স্কুল (ডাইস কোড ১৮২১০২৮৩০১) চুরমার করে দিয়েছে মিজো দুর্বৃত্তরা। নিস্তব্ধ রাতে সংগঠিত বোমা বিস্ফোরণের জেরে স্কুলের চতুর্পার্শের প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত ভূমি কেঁপে ওঠার পাশাপাশি বিকট শব্দে চরম আতঙ্কের সৃষ্টি ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। জীবনাশঙ্কায় বহু পরিবারের সদস্য বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন।

স্কুলের প্রধানশিক্ষক ধ্রুবজ্যোতি দাস জানান, বোমা বিস্ফোরণের পর আজ সকালে তিনি পরিস্থিতি দেখতে গিয়েছিলেন। কিন্তু স্কুল পর্যন্ত পৌঁছতে পারেননি। রাস্তায় তাঁকে মিজোরামে নিয়োজিত আইআর ব্যাটালিয়ন আটকে দিয়েছে। তিনি জানান, সর্বশিক্ষার বিকল্প স্কুল কম্পোনেন্টের অধীনে প্রতিষ্ঠিত এডুকেশন গ্যারান্টি স্কিমের (ইজিএস) স্কুলটি ২০০৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর অসম সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ আপগ্রেড করেছিল। ওই তারিখ জারিকৃত নোটিফিকেশন অনুযায়ী রাজ্যের মোট ১,৫২১টি ইজিএস স্কুলের মধ্যে হাওয়াইথাঙের আপার পাইনম আপগ্রেডেড এলপি স্কুল সহ কাছাড়ের মোট ১১১টি বিদ্যালয় ছিল। কাছাড় জেলার নরসিংপুর এডুকেশন ব্লকের অধীন আপার পাইনম আপগ্রেডেড এলপি স্কুলের ডাইস কোড ১৮২১০২৮৩০১। অতএব, স্কুলবাড়িটি যে অসম ভূখণ্ডে অবস্থিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না, বলেন প্রধানশিক্ষক ধ্রুবজ্যোতি দাস।

উল্লেখ্য, গত ২২ অক্টোবর গভীর রাতে একইভাবে লায়লাপুরের পার্শবর্তী শেওড়াথল গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯৯০ নম্বর ধলাখাল এলপি স্কুলও গুঁড়িয়ে দিয়েছিল মিজো দুর্বত্তরা। পরবর্তীতে দুই গরিব কৃষি শ্রমিককে ধানখেত থেকে অপহরণ করে। তার পর গত ১ নভেম্বর রবিবার ফ্রেঞ্চনগরের বাসিন্দা ইন্তাজ আলিকে স্থানীয় পাগলাছড়া জঙ্গল থেকে মিজোরাম পুলিশের প্রত্যক্ষ মদতে অপহরণ করে নিয়ে তাঁকে বেধড়কভাবে শারীরিক নির্যাতন করে মিজো দুর্বত্তরা খুন করেছে। এভাবে একের পর এক বেপরোয়া ঘটনা সংগঠিত হচ্ছে অসম-মিজোরাম সীমান্তে। অসমের কাছাড় জেলার প্রায় তিন কিলোমিটার, করিমগঞ্জের প্রায় আড়াই ও পাঁচ কিলোমিটার জমি জবরদখল করে বিভিন্নভাবে সীমান্তবর্তী নাগরিকদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করে লাগাতার হিংসাত্মক কার্যকলাপ জারি রেখেছে মিজোরামের দুর্বত্তরা। প্রসঙ্গত, গত দুদিন আগে কাছাড়ের লায়লাপুর, করিমগঞ্জের মেদলিছড়া এবং ভুবিরবন্দে মিজোরাম সীমান্তে কেন্দ্রীয় বাহিনী এসএসবি জওয়ানদের মোতায়েন করা হয়েছে। তবু মিজো দুর্বৃত্তদের বেপরোয়া কার্যকলাপ বন্ধ হয়নি।

অসম পুলিশের দক্ষিণ অসম রেঞ্জের ডিআইজি দীলিপকুমার দে গতকাল রাতে সংগঠিত ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে জানান, 'মিজোরাম সীমান্ত অসমের কাছাড় জেলার অন্তর্গত খুলিছড়ায় এসএসবি জওয়ানদের মোতায়েন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জন্য ক্যাম্প তৈরির কাজ চলছে। শীঘ্রই এসএসবি বাহিনীর তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভবপর হবে।' আশা ব্যক্ত করেছেন ডিআইজি।

এদিকে মিজোরাম সরকার ও মিজো দুর্বৃত্তদের সন্ত্রাসবাদী বেপরোয়া আচরণে উদ্বেগ ব্যক্ত করেছেন 'আমরা বাঙ্গালী'র অসম প্রদেশ সচিব সাধন পুরকায়স্থ।

তিনি বলেন, 'বিদেশি মদতে মিজোরাম কার্যত ভারত সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে একের পর এক হিংসাত্মক ঘটনা সংগঠিত করছে। ভারত সরকার ও অসম সরকার মিজোরামের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কোনও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে বস্তুত মিজোরামের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে।' মিজো দুর্বৃত্তদের শিগগির দমন করতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে তিনি অসম এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

এসএসকেএম হাসপাতালে অমানবিক পুলিশ

কলকাতা, ৭ নভেম্বর (হি. স.): হাজারো এক মানবিকতার নজিরের মাঝে ফের একবার অমানবিক কলকাতা পুলিশ। শনিবার কলকাতা পুলিশের অমানবিকতার সাক্ষী থাকলো এসএসকেএম হাসপাতাল চত্বরে। এদিন, বর্ধমানের বছর ৬৫-র বাসিন্দা শান্তিপদ দাস এসএসকেএম হাসপাতালে এসেছিলেন ক্যান্সারের রেডিয়েশন নিতে। বিগত কয়েক বছর ধরে মুখের ক্যান্সারের জর্জরিত ওই বৃদ্ধ। কথা বলা প্রায় বন্ধ। খাওয়াও বন্ধ। এই অবস্থায় সুদূর বর্ধমান থেকে গাড়িতে করে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন তিনি।

রেডিয়েশন নিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথেই গাড়িতে উঠতেই ঝামেলার সূত্রপাত। গাড়িতে উঠতে গিয়ে দেখেন গাড়ির চাকাতে কাটা মেরে দিয়েছে পুলিশ। কাগজপত্র এবং টাকা-পয়সা না দিলে কোনমতে গাড়ির চাকার কাটা খোলা হবে না বলে জানিয়ে দেওয়া হয় পুলিশের তরফে। এদিকে বাধ্য হয়ে গাড়িতে বসে থাকতে হয় ওই মরণাপন্ন রোগীকে।

পরিবারের তরফে আরও অভিযোগ, রোগীর শারীরিক অবস্থার কথা জানানো হলেও নিজেদের সিদ্ধান্ত থেকে এক পাও সরে আসেনি পুলিশ। বরং আরো অমানবিক আচরণ করেছে তারা। রোগীর আত্মীয় জানান, বর্ধমানের গ্রাম থেকে অনেক কষ্ট করে তারা গাড়ি করে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছেন রেডিয়েশন নেওয়ার জন্য। এরপর রেডিয়েশন দিয়ে বেরোলে দেখা যায় পুলিশ গাড়ির চাকায় কাটা মেরে দিয়েছে। উল্টে রোগীর পরিবারকে পুলিশ বলে, ওই চত্বরে গাড়ি পার্কিং করা যায় না। যেহেতু চত্বরে গাড়ি পার্কিং করা হয়েছে তার শাস্তি স্বরূপ টাকা দিতে হবে তাদের। কিন্তু রোগীর পরিবার টাকা দিতে আপত্তি করাতেই গাড়ির চাকায় কাটা লাগিয়ে চলে যান ওই পুলিশকর্মী। এরপরে ডাকলেও তাদের সাড়া মেলেনি।

তবে হাসপাতাল চত্বরে দিন দেখা যায় শুধু ওই রোগীর গাড়িতেই নয় বরং আরো দু"তিনটি সরকারি অ্যাম্বুলেন্স এর চাকাতেও কাটা লাগিয়ে দিয়েছেন পুলিশরা।

হাসপাতালে আসা রোগীদের পরিবার সূত্রে খবর, একটি পুলিশের চক্র সেখানে কাজ করে যারা এই ধরনের কাজ করে থাকেন। এভাবে রোগীদের পরিবারকে হেনস্তা করে মূলত টাকা আদায় করে ওই সিভিক পুলিশের দল।

আপাতত শান্ত বাসন্তী, স্বস্তির নিশ্বাস প্রশাসনের

বাসন্তী, ৭ নভেম্বর (হি. স.): ২০১৬ থেকে বিগত চার বছর ধরে শাসকদলের গোষ্ঠী কোন্দলে বারে বারে উত্তেজনা ছড়িয়েছে বাসন্তী ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে। এবার সেই বিবাদের আপাতত অবসান ঘটেছে। নিজেদের মধ্যে বিবাদ ভুলে এক সঙ্গে চলার অঙ্গীকার করেছেন বাসন্তীর তৃণমূল ও যুব তৃণমূলের নেতারা। রবিবার বাসন্তীর চুনাখালিতে বাসন্তী ব্লক তৃণমূলের উভয় গোষ্ঠীর নেতারা একটি প্রকাশ্য সভা করেন। সেখান থেকেই কোন্দল ভুলে এক সঙ্গে থাকার বার্তা দেন সকল নেতৃত্ব। আর এই বার্তার ফলেই কার্যত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। বিগত বিধানসভা ভোটের পর থেকেই কার্যত বাসন্তী ব্লকে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ, সংঘর্ষ লেগেছিল। লাগাতার দুইগোষ্ঠীর বিবাদে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল বাসন্তী ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে। বিশেষ করে বাসন্তীর কাঁঠালবেরিয়া, ফুলমালঞ্চ, আমঝাড়া, চড়াবিদ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির দখল কাদের হাতে থাকবে তা নিয়েই শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ বেধেছিল। এ নিয়ে চরম অশান্তিও হয়েছে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে। একাধিক কর্মীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে দুই পক্ষের সংঘর্ষের ফলে। মাস খানেক আগেও দুপক্ষের মধ্যে একাধিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে বাসন্তীতে। কিন্তু এবার সেই বিবাদ ভুলে এবার একসাথে পথ চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। ফলে সম্প্রতি এই ব্লক থেকে নতুন করে তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষের খবর আসেনি। পুলিশ ও তৃণমূল সূত্রের খবর, বিগতচার বছর ধরে দলের উচ্চ নেতৃত্ব ক্রমাগত চাপ দিচ্ছেন বাসন্তী ব্লক তৃণমূল নেতৃত্বকে। একের পর এক গোষ্ঠী কোন্দল, তৃণমূল কর্মী খুন, বাড়িতে আগুন লাগানো,বোমাবাজি সহ অগ্নিগর্ভ বাসন্তী নিয়ে বারে বারে ব্লকের নেতৃত্বকে তিরস্কার করেছেন রাজ্য নেতৃত্ব। এমনকি তৃণমূল সুপ্রিমোকেও উস্মা প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে। তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের সুযোগ নিয়ে এই ব্লকে ঘর গোছাতে শুরু করেছে বিজেপি। উত্তর মোকামবেরিয়া, নফরগঞ্জ, জ্যোতিষপুর সহ একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপি নিজেদের সংগঠন বেশ মজবুত করেছে বিজেপি। অন্যদিকে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর বিবাদের ফলে দলের মধ্যে কোনঠাসা নেতৃত্ব যখন দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেবেন বলে ভাবছিলেন সেই সময় উপরতলার নেতৃত্বের নির্দেশে বাসন্তীতে একসাথে পথ চলার কথা ঘোষণা করেছেন ব্লক তৃণমূল ও যুব তৃণমূল নেতৃত্ব। নিজেদের দলের ভাঙন রুখতে ও বিজেপির শক্তি কমাতে কার্যত এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল।

বাসন্তী ব্লকের বিজেপি নেতা প্রতিশ্রুতি দেবনাথ শনিবার বলেন, "বাসন্তীতে বিজেপির শক্তি আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে।এবার ভোটেও বিজেপিই জিতবে বাসন্তীতে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে তাই এক হয়েছে তৃণমূল।" বিজেপির আরও দাবি সামনে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠী এক হলেও ভিতরে ভিতরে এঁদের দ্বন্দ্ব লেগেই রয়েছে। যেকোন দিন আবারও বাসন্তীতে এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ বাঁধবে। যদিও বিজেপির সেই দাবিকে নস্যাৎ করে গোসবার বিধায়ক তথা বাসন্তী ব্লকের তৃণমূলেরসংগঠনের অন্যতম কান্ডারি জয়ন্ত নস্কর বলেন, " বিজেপি কি বলল তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। আমাদের দলের কর্মীদের মধ্যে যে মনমালিন্য ছিল তা আমরা আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে নিয়েছি। আর আমরা সকলেই একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে আগামী বিধানসভা নির্বাচন লড়বো।" বাসন্তী ব্লকে মূলত তৃণমূলের বিবাদ জয়ন্ত অনুগামীদের সাথে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক তথা দক্ষিন ২৪ পরগনা যুব তৃণমূলের সভাপতি শওকত মোল্লার অনুগামীদের। দলের ঊর্ধতন নেতৃত্ব বাসন্তীর সংগঠন নিয়ে শওকতকে মাথা ঘামাতে বারণ করার পর থেকেই কার্যত চাপে পড়ে যান এই ব্লকের যুব তৃণমূলকর্মীরা। পাশাপাশি বাসন্তীর মুড়োখালিতে একটি খুনের ঘটনায় নাম জড়ায় যুব তৃণমূলের নেতাদের। অন্যদিকে ফুল মালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ইউসুফ আনসারি সহ বেশ কয়েকজন যুব তৃণমূল নেতা গ্রেফতার হয় অন্য একটি ঘটনায়। এই দুটি ঘটনার পর থেকেই বেশ কিছুযুব তৃণমূল কর্মী ঘরছাড়া ছিলেন। সেই সুযোগে তৃণমূল নেতৃত্ব যুব তৃণমূল কর্মীদের চাপ দিয়ে নিজেদের শিবিরে যোগ দিতে বাধ্য করেন। ফলে এই ব্লকে নিজেদের অস্তিত্ব সঙ্কট বুঝতে পেরেই যুব তৃণমূল নেতারা একে একে জয়ন্তর বগুলাখালির বাড়িতে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। নিজেদের ভুল স্বীকার করে তাঁর নেতৃত্বেই দলের সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথাবলেন যুব নেতা আমানুল্লা লস্কর, জালাল মোল্লারা। যুব তৃণমূল নেতৃত্বের কথা মেনে নিয়ে একসাথে পথ চলার কথা ঘোষণা করেন জয়ন্ত। তিনি বলেন, " আমাদের মধ্যে ভুলবোঝাবুঝি মিটে গেছে। একসাথেই দলের সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাব।" আমানুল্লাও বলেন, "জয়ন্ত কাকুর নেতৃত্বেই আমারা বাসন্তীতে তৃণমূল দল করবো। একসাথে দলের সংগঠনকেশক্তিশালী করে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করবো।" ব্লকের শীর্ষ নেতৃত্ব মুখে একসাথেচলার কথা বললেও আদতে কতদিন এরা একসাথে চলতে পারবেন তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জল্পনা শুরু হয়েছে গোটা বাসন্তী জুড়ে। বিধানসভা ভোট মিটলেই আবারও এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে অশান্তি শুরু হয়ে যাবে বলে মনে করছেন কেউ কেউ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বাসন্তীর এক বাসিন্দাবলেন, " দীর্ঘদিন ধরেই দেখছি বাসন্তীতে সব দলের অন্তরকলহ লেগে রয়েছে। আগে বামেদের মধ্যে ছিল, এখন তৃণমূলের মধ্যে আছে। এ বিবাদ যেন বাসন্তীর রক্তে মিশে রয়েছে। তবে যাই হোক বিবাদ মিটলেই ভালো। সাধারন মানুষ স্বস্তিতে থাকতে পারবেন।'

বিল্ডিং তৈরী হলেও বসেনি মেশিন, দুর্গাপুর ব্যারেজের "স্কাডা" তৈরীর কাজ বিশবাঁও জলে

দুর্গাপুর, ৭ নভেম্বর(হি.স.):- কন্টোলরুমের বিল্ডিং তৈরী। নজরকাড়ছে নীল আকাশি রং। বসেনি শুধু মেশিন। বছর ঘুরলেও চালুই হল না দুর্গাপুর ব্যারেজের অটোমেশিন পদ্ধতি র কাজ। দ্বিতীয়বার লকগেট বিপর্যয়ে আবারও বড়সড় প্রশ্নের মুখে যখন লকগেটের ম্যানুয়াল কাজকর্মে। তখন বিশ বাঁও জলে দুর্গাপুর ব্যারেজের সুপারভিশন কন্টোল এন্ড ডাটা অ্যাকুইজিশেন অর্থাৎ "স্কাডা"র কাজ।

প্রসঙ্গত, ১৯৫৫ সালে দামোদর নদের ওপট দুর্গাপুর ব্যারেজটি তৈরী হয়। মুল উদ্দেশ্য, দুর্গাপুরে শিল্পের জলের চাহিদা মেটানো। তার সঙ্গে সেচের জল। জানা গেছে, ব্যারেজের ওপর নির্ভরশীল ৮ লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর কৃষিজমি। ব্যারেজের মুল সেচখাল দুটি। উত্তরপ্রান্তে রয়েছে ১৩৬.৬ কিমি, দক্ষিণপ্রান্তে রয়েছে ৮৮.৫ কিমি। প্রধান ও শাখা সেচখাল বা ক্যানেল রয়েছে ২৪৯৪ কিমি। উল্লেখ্য, দক্ষিণপ্রান্তের সেচক্যানেলে সাইফোনিং সিস্টেম ছিল। তাতে ওই ক্যানেল দিয়ে বর্ষায় যেমন জল ঢুকত ব্যারেজে। তেমনই শীতকালিন চাষে জল ছাড়া হত ওই ক্যানেলে। তবে বর্তমানে ওই সিস্টেম কার্যত অকেজ। কারন গত ২০ বছর ধরে বর্ষার ধারাবাহিকতা বদলেছে। তার আগে অতিবৃষ্টিপাতের ফলে যেভাবে জল ছাড়া হত। তাতে জলস্রোতের সঙ্গে পলি, নুড়ি, কাঁকর বেরিয়ে পড়ত। কিন্তু সেই বৃষ্টির ধারাবাহিকতা নেই। ফলে, দামোদরের উপরিভাগ থেকে জলস্রোতে পলি, নুড়ি, কাঁকর আসলেও সেসব আটকে পড়ে ব্যারেজে। ফলে জমতে থাকে পলি।

ছয়ের পাতায়

কাজ বিশবাঁও জলে

পাচের পাতার পর

বর্তমানে পলি পড়ে নাবত্যা কমেছে ব্যারেজের।

দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে কৃষিকাজে সেচের জন্য বছরে জল প্রয়োজন সাড়ে ৪ লক্ষ একরফুট। আগামীদিনে যেভাবে নগরায়ন বাড়ছে, তাতে আরও জলের প্রয়োজন। এছাড়াও রয়েছে শিল্পায়ন। আসানসোল-দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ, জামুড়িয়া, কাঁকসা, পানাগড় ও বড়াজোড়া শিল্পতালুক ব্যারেজের জলের ওপর নীর্ভরশীল। এছাড়াও রয়েছে ওইসব শিল্পাঞ্চলের মেজিয়া, অন্ডাল, ডিটিপিএস, ডিপিএলসহ ৫ টি গুরুত্বপুর্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, যেগুলি ব্যারেজের জল না পেলে মুখ থুবড়ে পড়বে। ব্যারেজের পলি সংস্কারের জন্য একাধিকবার লোকসভার স্ট্যান্ডিং কমিটি (নদী বিষয়ক) পরিদর্শনে এসেছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। ৯০ দশকে গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানে দামোদরের পলি সংস্কার ধরা হয়েছিল। এমনকি তাতে ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। তার জন্য ক্রেন ও বার্জও আনা হয়। কিন্তু সেই টাকা মাঝ পথে ফিরে যায়। ২০০৮ সালে ডিভিসি মাস্টার প্ল্যান তৈরী করেছিল। তাতে ড্রেজিং হওয়া পলি বালি রাখার জমির জন্য আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের(এডিডিএ) কাছে আবেদন করেছিল। ওইসমস্ত পলি, বালি ইসিএলের পরিত্যাক্ত খনি ভরাটের জন্য চিন্তাভাবনা নেওয়া হয়েছিল। সেটাও মাঝ পথে থমকে যায়। যতদিন যায় ততই সঙ্কটে পড়ে দামোদর। একদিকে যেমন দামোদর উপকুলবর্তী এলাকায় বর্ষায় বৃষ্টিপাত কমতে থাকে। তেমনই জমতে থাকে পলি। আর অন্যদিকে পলি সংস্কার নিয়ে শুরু হয় কেন্দ্র রাজ্য চাপানউতোর। মাঝপথে দুর্ভোগে পড়ে রাজ্যের কৃষকরা। তার সঙ্গে গোঁদের ওপর বিষ ফেঁড়ার মত হয়ে ওঠে লকগেট বিপর্যয়। গত ২০১৭ সালের নভেম্বরের শেষের দিকে দুর্গাপুর ব্যারেজের ১ নং লকগেট চ্যানেল থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় বিপত্তি ঘটে। তাতে প্রায় ৪-৫ দিন চরম জলসঙ্কটে দুর্ভোগে পড়ে শিল্পাঞ্চলবাসী। তখন, প্রশ্ন ওঠে ব্যারেজের রক্ষনাবেক্ষনে। প্রায় ৬৫ বছরের পুরোনো ব্যারেজ। সিমেন্ট, পাথরের তৈরী যেমন পিলার। তেমনই লোহা-ইস্পাতের তৈরী লকগেট। জলের মধ্যে ডুবে থাকা লকগেট রং, মোবিল তেল দিয়ে যেমন দেখভালের জন্য ফ্লোটিং গেট রয়েছে। কিন্তু লকগেট বিপর্যয়ে দেখভাল নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন ওঠে। বিগত বছরগুলিতে ব্যারেজের ওপর নিলসাদা রং ছাড়া দেখভাল না হওয়ার আরও প্রমান করল চলতি বছরের সম্প্রতি লকেগেট বিপর্যয়। তবে এবার ব্যারেজের গভীরতম চ্যানেলের ৩১ নং লকগেট। বিপর্যস্ত লকগেট সিল করে স্বাভাবিক জল পরিষেবা স্বাভাবিক করতে সময় লাগল প্রায় সাতদিন। কার্যত ল্যাজে গোবোরে অবস্থা সেচদফতরের কর্মীদের। আর জলকষ্টে কাতর গোটা শিল্পশহরবাসীর।

কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তী জানান,' সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে আধুনিকিকরন দরকার ব্যারেজের। তা না হলে আগামীদিনে হয়তো আরও বড় বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হতে পারে শিল্পাঞ্চলকে।' যদিও ২০১৭ সালে দুর্যোগ থেকে শিক্ষা নিয়ে ব্যারেজের সার্ভে হয়। ওই রিপোর্ট অনুযায়ী ১১ টি দুর্বল লকগেট বদল ও বাকী গুলো সংস্কার করার জন্য ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। এছাড়াও লকগেট ওঠানামানো জল সঠিক পরিমাপে ছাড়া এসব অটোমেশিন পদ্ধতি চালুর সিদ্ধান্ত হয়। অর্থাৎ আধুনিকিকরনের। তারজন্য সাড়ে চার কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। প্রজেক্টের নাম সুপারভিশন কন্টোল এন্ড ডাটা অ্যাকুইজিশেন অর্থাৎ "স্কাডা"।

কি থাকবে ওই স্কাডায়। রাজ্য সেচ দফতরের সচিব গৌতম চট্টোপাধ্যায় বলেন,' কম্পিউটারাইজ মনিটারিং সিস্টেম। জল কতটা ছাড়া হচ্ছে হবে। লকগেট কতটা তোলা হবে সবই ওই কন্টোলরুম থেকে মনিটারিং করা হবে কম্পিউটার মাধ্যমে। সেইমত ওঠানামা হবে লকগেট। তারজন্য লকগেট সেনসার বসানো থাকবে। কাজ শুরু হয়ে গেছে। মেশিনারি কাজ চলছে।' জানা গেছে, ব্যারেজের জলের সমস্ত রকম ডাটা ওই কন্টোলরুম থাকবে।

তবে ওই মেশিন অপারেট প্রসঙ্গে গৌতমবাবু বলেন,' মেশিন যে সংস্থা বসানোর বরাত পেয়েছে। ওই সংস্থা ৪-৫ বছর এখানে কর্মীদের প্রশিক্ষন দেবে।" ২০১৯ সাল থেকে স্কাডার কাজও শুরু হয়। ব্যারেজের একপ্রান্তে তৈরী কন্টোলরুম। প্রশ্ন, স্কাডার কাজের গতি প্রকৃতিতে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

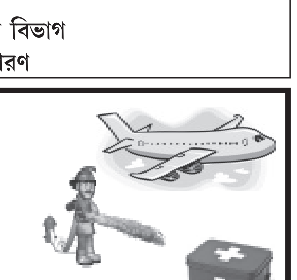

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রোগীর মেয়েকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে

কলকাতা, ৭ নভেম্বর (হি. স.): এবার চিকিৎসকের বিরুদ্ধে এক রোগীর মেয়েকে শ্লীলতাহানীর অভিযোগ উঠল বেহালার এপেক্স নার্সিংহোমে। এই চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলেছেন রোগীর পরিবার।

পরিবার সূত্রের খবর, গত ২ নভেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা সুভাষ সর্দার (৫৭) নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে বেহালার এপেক্স নার্সিংহোমে ভর্তি হন। কিন্তু তার চিকিৎসা ঠিকমত না হওয়ায় তার পরিবার রোগীকে অন্যত্র স্থানান্তর করতে চায়। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রোগীকে ছাড়তে চায় না।

এই ঘটনার প্রতিবাদ করলে রোগীর মেয়ের সঙ্গে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের বচসা শুরু হয়। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পরিবারের লোকজনের হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ায়। এরপরে পুরো বিষয়টির ভিডিও করতে যায় রোগীর মেয়ে। সেই সময় ওই মহিলার ফোন কেড়ে নিয়ে তাকে একটি ঘরে আটকে রাখা হয় বলে অভিযোগ করেছেন রোগীর পরিবার। পাশাপাশি ওই মেয়েটিকে একটি ঘরে আটকে রেখে এক চিকিৎসক তার শ্লীলতাহানি করেন বলে অভিযোগ উঠেছে পরিবারের তরফে। পুরো বিষয়টি বেহালা থানায় অভিযোগ হিসেবে দায়ের করেছে রোগীর পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে বেহালা থানার পুলিশ।

কংগ্রেসে কাজিয়া, বরিষ্ঠ নেতা যোগ দিলেন তৃণমূলে

কলকাতা, ৭ নভেম্বর (হি.স.): রাজ্য কংগ্রেসের এক নেতা কাজী আব্দুর রহিম দিলু আজ, শনিবার তৃণমূলে যোগ দিলেন। এই ঘটনায় ফের প্রকাশ্যে এল প্রদেশ কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ কাজিয়া। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে আব্দুর রহিম দিলুকে ক'দিন আগে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রকাশ্যেই প্রতিবাদ জানিয়েছেন সোমেন মিত্রর পুত্র, প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রোহন মিত্র।

রোহন শনিবার জানান, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা কংগ্রেসের একমাত্র বিধায়ক দিলুদা দলত্যাগ করলেন। তিনি প্রবাদপ্রতিম কংগ্রেস নেতা প্রয়াত আব্দুর গফফর সাহেবের পুত্র। সব মিলিয়ে বলা যায় দলের ক্ষতি হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে কংগ্রেসের গ্রামীণ সংখ্যালঘু সমাজের মুখ ছিলেন দিলুদা। কোনও তারকার প্রচার ছাড়াই গত লোকসভা নির্বাচনে কাজী আব্দুর রহিম (দিলু) এক লক্ষাধিক ভোট পেয়েছিলেন; দক্ষিণবঙ্গে কংগ্রেস প্রার্থীদের মধ্যে সেটাই সব থেকে বেশি ভোট ছিল। সেই দিলু দা-কে অসম্মান করে দলের লাভ হল না ক্ষতি হল, তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে।' তিনি আরো জানিয়েছেন, 'বিজেপি থেকে কিছু সুবিধাবাদী কীট আমাদের দলে ঢুকে দলের ক্ষতিসাধনের এজেন্ডা নিয়েছে। আর তারাই যখন দলের উচ্চ পদে আসীন হচ্ছে তখন স্বাভাবিক ভাবেই বাংলার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন প্রগতিশীল মানুষের এবং বাংলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছে দল, নিজেদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাচ্ছে।" রোহনের এই বিরোধিতাকে ঘিরে প্রদেশ কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ কাজিয়া ফের প্রকাশ্যে এসেছে। সোমেন মিত্রর প্রয়াণের পর অধীর চৌধুরী প্রদেশ কংগ্রেসের দায়িত্ব পেয়ে দলকে নিজের মত করে সাজাচ্ছেন।

এ নিয়ে জল ঘোলা হচ্ছে দলের নানা স্তরে। রোহন মিত্র হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "প্রয়াত আব্দুর গফফর সাহেবের অবিভক্ত উত্তর ২৪ পরগনার প্রাণপুরুষ ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি নিষ্ঠাবান কর্মী হিসাবে দলের ভিত সুদৃঢ় করেছিলেন। তাঁর পুত্র দিলুদা-ও যোগ্য নেতা ছিলেন। বাবা তাঁকে জেলা কংগ্রেসের সভাপতি করেছিলেন। বাবা যাঁদের জেলা সভাপতি করেছিলেন, তাঁদের প্রায় সবাইকে সম্প্রতি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ব বিজ্ঞান দিবসেই খুলে যাবে বিআইটিএম

কলকাতা, ৭ নভেম্বর (হি. স.): করোনা বিধি মেনে ১১ নভেম্বর বিশ্ব বিজ্ঞান দিবসে খুলে যাচ্ছে বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম। দীর্ঘ আট মাস এর পর সর্বসাধারণের জন্য খুলে যাচ্ছে বিআইটিএম।

কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, পর্যটকদের যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে তবেই মিউজিয়ামে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে। মাস্ক, স্যানিটাইজারের পাশাপাশি ডিসপোজেবল শু-কভার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। একই সঙ্গে মিউজিয়ামে প্রবেশের সময় পরিমাপ করা হবে শরীরের তাপমাত্রা। এছাড়াও সামাজিক দূরত্ব মেনে প্রবেশ করতে হবে মিউজিয়ামে। উল্লেখ্য এখন থেকে মিউজিয়াম এর টিকিট সংগ্রহ করতে হবে অনলাইনের মাধ্যমে।

এদিকে ৮ মাস পর করোনা সংক্রমনের বিধি মেনে বিআইটিএম চালুর পাশাপাশি বেশ নতুন কিছু নিয়ম চালু হচ্ছে। এতদিন জাদুঘরে দর্শকরা বিভিন্ন নব বা লিভার ছুঁয়ে দেখতে পারতেন। কিন্তু এই মারন ভাইরাসের কারণে সেই ব্যবস্থা এবার থেকে বন্ধ করা হয়েছে। তার বদলে চালু করা হয়েছে সেন্সর ব্যবস্থা। এর ফলে নব বা লিভার ছুঁয়ে দেখতে হবে না। সেন্সরের কিছুটা উপরে হাত রাখলে তা কাজ করবে। এছাড়াও মিউজিয়ামে ঢোকার মুখেই বসানো হয়েছে স্যানিটাইজার টানেল। অন্যদিকে লকডাউনের মধ্যে মিউজিয়াম চত্বরে একটি কুড়ি ফুটের জায়ান্ট ম্যাজিক টপ তৈরি করা হয়েছে। বিশ্ব বিজ্ঞান দিবস সেটিরও উদ্বোধন হবে।

টুইটে 'মিথ্যে' উল্লেখের দায়ে তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিলীপ ঘোষের

কলকাতা, ৭ নভেম্বর (হি.স.): দিলীপ ঘোষের মন্তব্য উদ্ধৃত করা টুইট নিয়েই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক।কাকলি ঘোষ দস্তিদারের এই টুইটের পরিপ্রেক্ষিতে পালটা তাঁকে আক্রমণ করেছেন দিলীপবাবু। টুইটে উল্লেখিত মন্তব্য 'মিথ্যে' বলেই দাবি তাঁর। আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন। কাকলি ঘোষ দস্তিদারের ওই টুইটে দিলীপবাবুর উদ্ধৃতি হিসাবে লেখা ছিল, "নাগরিকত্ব নিয়ে মতুয়ারা যদি বেশি কথা বলে তবে মতুয়াদের ভোট আমাদের চাই না। মতুয়ারা নাগরিকত্ব নিয়ে বিজেপিকে ব্ল্যাকমেল করছে, মতুয়া ভোট আমাদের চাই না।" শনিবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠকে এর তীব্র বিরোধিতা করেন দিলীপবাবু দাবি করেন কাকলি ঘোষ দস্তিদারের টুইটে উল্লেখিত মন্তব্য তিনি কখনও করেননি। দিলীপবাবু বলেন, "সাইবার ক্রাইম করেছেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। আমার নামে ভুল টুইট করেছেন। আমি জানিনা উনি নিজের টুইটার অ্যাকাউন্ট চালান কিনা। যদি না চালান তবে এটা কী আইপ্যাকের লোক চালিয়েছে? তাঁরাই এমন টুইট করেছেন কিনা আমি জানিনা। একজন সাংসদের সম্পর্কে মিথ্যে কথা প্রচার করেছেন। আমার আইনজীবীকে বলেছি উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নিতে। বাংলার রাজনীতির এতটা অধঃপতন না হওয়াই উচিত।" একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব কীভাবে এমন 'মিথ্যে' কথা টুইটে উল্লেখ করতে পারলেন সেই প্রশ্নও তোলেন বিজেপি সাংসদ।

মোট ১৯,৮৯১ জন

পাচের পাতার পর

বছরের মহিলা ইমফলে অবস্থিত রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স (রিমস)-এ মৃত্যু হয়েছে বলে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের অতিরিক্ত অধিকর্তা ডা. খইরম শশীকুমার মানগাং জানিয়েছেন।

তিনি আরও জানান, মণিপুরে গত ২৪ ঘণ্টায় ৮৫ জন পুরুষ এবং ৭৪ জন মহিলা সহ মোট ১৫৯ জন সাধারণ নাগরিক এবং সাতজন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানকে কোভিড পজিটিভ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁদের নিয়ে মণিপুরে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৯,৮৯১। এছাড়া রাজ্যে গতকাল রাত পর্যন্ত ৩৪২ জনকে সুস্থ করে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। সুস্থ হয়েছেন মোট ১৬,০৯২ জন। রাজ্যে আরোগ্যের হার ৮০.৯০ শতাংশ। স্বাস্থ্য দফতরের অতিরিক্ত অধিকর্তা ডা. খইরম শশীকুমার মানগাং আরও জানান, মণিপুরে এখনও ৩,৬০৮ সক্রিয় কোভিড রোগী রয়েছেন।

লিলুয়ায় বিজেপিকর্মী প্রহৃত, ডিএম বিভাগ ও থানার সামনে বিক্ষোভ

কলকাতা, ৭ নভেম্বর (হি.স.): রাজ্যের নানা স্থানে তৃণমূল কর্মীদের হাতে বিজেপি কর্মীদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটছে। সেই তালিকায় যুক্ত হল লিলুয়ায় বিজেপি কর্মীদের ওপর আক্রমণ। পুলিশের বিরুদ্ধেও অকারণে গ্রেফতারির অভিযোগ তুলেছে বিজেপি শিবির।

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের নেতৃত্বে বিজেপির উপর হামলার অভিযোগে উত্তাল হয় হাওড়া। গ্রেফতারির প্রতিবাদে হাওড়ার জেলাশাসকের দফতরের সামনে পথ অবরোধ হয়। পুলিশ কমিশনারের দফতরের সামনে বিক্ষোভও দেখায় বিজেপি। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ পালটা লাঠি চালায়।

শনিবার সকালে বিজেপি লিলুয়ার জগদীশপুরের হাইস্কুলের মাঠে 'গ্রিন হাওড়া, ক্লিন হাওড়া' কর্মসূচি পালন করে। সেই অনুযায়ী ডোমজুড় ২ নম্বর মণ্ডল সভাপতি নীতীশ ঝাঁয়ের নেতৃত্বে ৪ জন গাছ লাগাতে যান। অভিযোগ, সেই সময় জগদীশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গোবিন্দ হাজরার নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মী-সমর্থক তাঁদের উপর হামলা চালায়। ব্যাপক মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ।

অন্যদিকে, তৃণমূল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিজেপির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে। তাঁর পালটা দাবি, বিজেপি সম্পূর্ণ মিথ্যে অভিযোগ করছে।

গণমুক্তি পরিষদের সদস্যপদ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ নভেম্বর।। গণমুক্তি পরিষদের সদস্যপদ অভিযান শুরু হয়েছে।শহর থেকে গ্রাম ,গ্রাম থেকে পাহাড় সর্বত্রই সদস্য পদ গ্রহণ অভিযানের সামিল হয়েছেন গণমুক্তি পরিষদের নেতারা। শনিবার রাজধানী আগরতলা শহরের কৃষ্ণনগরে গণমুক্তি পরিষদের সভাপতি তথা প্রাক্তন সাংসদ জিতেন্দ্র চৌধুরী সদস্যপদ অভিযানের সামিল হন। সদস্যপদ অভিযানের সামিল হয় গণমুক্তি পরিষদের সভাপতিবলেন সর্বত্রই ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও গণমুক্তি পরিষদ সদস্য সংগ্রহের খবর মিলেছে। রাজ্যের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে গণমুক্তি পরিষদের সদস্য পদ গ্রহণ করে চলেছেন বলেও তিনি জানান।সদস্যপদ অভিযানকে কেন্দ্র করে বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে উৎসবের মেজাজ পরিলক্ষিত হচ্ছে বলেও সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে। সামনেই ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন। নির্বাচনের প্রাক্কালে গণমুক্তি পরিষদের সদস্যপদ অভিযান তাৎপর্যপূর্ণ।পাহাড়ি এলাকায় বামেদের শক্তি মজবুত করার লক্ষ্যে কোনো মুক্তি পরিষদ বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এবারের ত্রিপুরা জেলা পরিষদ নির্বাচনেও মুক্তি পরিষদ বিশেষ ভূমিকা পালন করবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সদস্যপদ সংগ্রহ অভিযানের মধ্য দিয়েই শক্তির মহড়া দিতে চাইছে বিরোধীদল।

বিশালগড়ে সক্রিয় হল ট্রাফিক পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ নভেম্বর।। শনিবার সকাল থেকেই বিশালগড় ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বিশালগড় এসডিপিও অফিস থেকে শুরু করে বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ড পর্যন্ত বাইপাস রোডের কাজ শেষ হলেও সরকারি কিংবা আনুষ্ঠানিক ভাবে বাইপাস রোডের শুভারম্ভ কিন্তু হয়নি।তারপরও রাস্তাটির নির্মান কাজ শেষ হওয়াতে বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ড থেকে বাইপাস শুরু হওয়াতে জাতীয় সড়কের প্রায় সমস্ত গাড়ি জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে না গিয়ে বাইপাস রোডটি দিয়েই চলাচল শুরু করেছে।তাতে দেখা যাচ্ছে রাস্তাটি সম্পুর্ন সোজা আবার ফাঁকা থাকাতে সম্পুর্ন ব্যালেন হারিয়ে এবং যানবাহন স্পিড মিটারকে বুরু আঙুল দেখিয়ে চলছে এবং প্রত্যেকদিন সেই রাস্তায় যানবাহনের দুর্ঘটনা ঘটছে।সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই রবিবার সকাল থেকেই বিশালগড় ট্রাফিক ইউনিটের ইনচার্জ পরেশ দেববর্মার নেতৃত্বে স্পিড মিটার লাগিয়ে সেখানে স্পিড মিটারকে অমান্য করা সমস্ত যানবাহন চালকদের ফাইন করা হয়েছে। তাতে দেখা যায় আজকে যানবাহন চলাচল ছিল নিয়ন্ত্রণে। তাছাড়া সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য বিষয় হলো প্রত্যেকদিন বাইপাস রোডে যানবাহনের দুর্ঘটনা ঘটলেও আজকে ট্রাফিকদের এই ব্যবসার ফলে কোন দুর্ঘটনা কিন্তু ঘটেনি।ট্রাফিক ইনচার্জ পরেশ দেববর্মা জানিয়েছেন প্রত্যেকদিনই এই বাইপাস রোডে তাদের তৎপরতা থাকবে।

যুব মোর্চার সংবর্ধনা অনুষ্ঠান বিলোনীয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৭ নভেম্বর।। ভারতীয় জনতা পার্টি ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় বিলোনিয়াতে। আজ বিলোনিয়ার কলেজ স্কোয়ার থিতা অগ্নিবীণা কমিউনিটি হলে বিলোনিয়ার যুব মোর্চার পক্ষ থেকে যুব মোর্চার নবনির্বাচিত সভাপতি কে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।পাশাপাশি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার যুব মোর্চার নবনির্বাচিত সভাপতি সুমন দেবনাথ কেউ সংবর্ধনা দেওয়া হয়।এই দিন প্রথমে যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি নবাদল বণিকের হাত ধরে উদ্বোধন হয় বিলোনিয়ার সাতমুরা বিজেপি কার্যালয়ের, প্রথমেই সেখানে প্রদীপ প্রজ্জলন এবং ফিতা কেটে এই বিজেপি কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন। পরবর্তী সময়ে সেখান থেকে কলেজ স্কয়ার স্থিত অগ্নিবীণা কমিউনিটি হলে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন রাজ্য সভাপতি ও জেলা সভাপতি। প্রথমেই দুজনকে সংবর্ধনা প্রদান করেন দক্ষিণ জেলার প্রাক্তন যুব মোর্চার সভাপতি বিশ্বনাথ দাস সহ অন্যান্যরা।এদিনের অনুষ্ঠানে যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি নবাদল বণিক এবং দক্ষিণ জেলা সভাপতি সুমন দেবনাথ সহ বিধায়ক অরুনচন্দ্র ভৌমিক, মন্ডল সভাপতি গৌতম দত্ত গুপ্ত এবং অশেষ বৈদ্য সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সমীক্ষা

● **প্রথম পাতার পর**

পারে শূন্য থেকে ৪টি আসন।

টাইমস নাউ-সি ভোটার সমীক্ষা বলছে, এনডিএ ১১৬টি আসন পেতে পারে, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ১২৩ থেকে ৭ কম। অন্যদিকে আরজেডি জোট পেতে পারে ১২০টির মত আসন।১০ তারিখ প্রকাশিত হবে ভোটের ফল।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

অভাবে কেউ জানেন না তারা সরকারি সহায়তা পেয়েছেন বলে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে জয়ী হয়ে তাঁদের ভুলে গেলে চলবে না। তাঁদের সুবিধা-অসুবিধা, প্রয়োজন সম্পর্কে খোঁজ রাখতে হবে। সরকারি সহায়তার প্রয়োজন হলে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তেমনি, সরকারি সহায়তা কেউ পেলে তা প্রচারের আলোকে আনতে হবে। উষ্মা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সারা রাজ্যেই সরকারি সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। তা সত্ত্বেও ত্রিপুরা সরকার সমালোচিত হচ্ছে। তাঁর সাফ কথা, এডিসি এলাকার উন্নয়ন চাই। তাই, অধিকাংশ সময় এডিসি এলাকায় কাটানোর পরিকল্পনা নিয়েছি। তবে সকলের সহযোগিতা না হলে এডিসি-র উন্নয়ন সম্ভব নয়। বিষয়টি জনপ্রতিনিধিদের বুঝতে হবে।

এদিন তিনি এলাকার জনপ্রতিনিধিদের সতর্ক করেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে পৌঁছতে হবে। তাঁর ঠিকুজি নিজের কাছে রাখতে হবে। তা না হলে, আগামী ভোটে মানুষ প্রত্যাখ্যান করবেন।

গ্রেপ্তার দুই

● **প্রথম পাতার পর**

হচ্ছে রাজ্যে অপরাধপ্রবণতা অনেকটাই কমেছে ঠিক তখনই চুরি ছিনতাইয়ের ঘটনা পুলিশের এই দাবিকে প্রশ্ন চিহ্নে তুলেছে।

প্রতিবাদ

● **প্রথম পাতার পর**

কুমার দে। তিনি বলেন, এধরনের গুন্ডাবাহিনী গণতন্ত্র রাষ্ট্রে শুভা পায় না। তবে রাজ্যের সংবাদমাধ্যম এটা কখনো মেনে নেবে না বলে জানান তিনি। রাজ্য সংবাদ মাধ্যম ২৪ ঘন্টা অপেক্ষা করবে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে যদি প্রশাসন শনিবারের ঘটনার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে আগামী ৯ নভেম্বর অ্যাসেম্বলি অফ জার্নালিস্ট সংবাদপত্রের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে কি ধরনের পদক্ষেপ নেবে তার সিদ্ধান্ত হবে।

এদিকে, প্রতিবাদে গর্জে উঠল ফোরাম ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড প্রোটেকশন অফ মিডিয়া কমিউনিটি.। ফোরামের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল ঘটনার সাথে যুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ছুটে যায় রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তরে। রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত মহানির্দেশকের অনুপস্থিতিতে ডেপুটেশান প্রদান করা হয় অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত মহানির্দেশক সৌমিত্র ধরের নিকট। দাবি জানানো হয় অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের। ফোরামের তরফে প্রনব সরকার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উদয়পুরের ঘটনার তিব্র নিন্দা জানান। তিনি বলেন, এই ঘটনার পেছনে ষড়যন্ত্র রয়েছে। তিনি আরও জানান এই বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য পুলিসের ভারপ্রাপ্ত মহানির্দেশকের সাথে কথা হয়েছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়েছে। এই ধরনের ঘটনা কোনভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। সহসাই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা না হলে ফোরামের নেতৃত্ব সহ সদস্যরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করবে বলেও জানান তিনি। তিনি আরও বলেন সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা চলবে না।

পরবর্তী সময় ফেরামের এক প্রতিনিধি দল ছুটে যান উদয়পুর ঘটনাস্থলে। সেখানে গিয়ে কথা বলেন রাজারবাগ স্ট্যান্ডের কার্যকর্তাদের সাথে। ঘটনার বিষয়ে অবগত হন। পরে তারা উদয়পুর মহকুমার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও গোমতী জেলার জেলা পুলিশ সুপার লাকি চৌহানের সাথে দেখা করেন এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

অন্যদিকে, রাজ্যের একটি প্রভাতী দৈনিক পত্রিকা গাড়ি থেকে ছিনিয়ে নেওয়া, তা নষ্ট করার অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগ পাওয়ার পরেই দলগতভাবে এবিষয়ে খোঁজখবর নেওয়া হয়। বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা নিজেও এবিষয়ে খোঁজ-খবর নিয়েছেন। এই ঘটনার পেছনে একটি গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। এটা সামান্য ঘটনা নয়। সাধারণ ঘটনাও নয়। এর পেছনে একটা গভীর চক্রান্ত রয়েছে। বিশেষ কিছু উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে এই কাজগুলি করা হয়েছে। এই খবর পাওয়ার পর বিজেপি গোমতী জেলার সভাপতি তিনি এবিষয়ে খোঁজ-খবর নিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট থানায় আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। এলাকার কার্যকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছে বিজেপি প্রদেশ কমিটি। প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে সুনিশ্চিত এই ঘটনার পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। শনিবার বিজেপি প্রদেশ কার্যালয় সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কথা বলেন বি জে পি র মুখপাত্র নব্যেন্দু ভট্টাচার্য। বিজেপি-র পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয় এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টিদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার। পুলিশকে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার জন্য বলেন তিনি। গণতান্ত্রিক উপায়ে যেকেউ আন্দোলন করতে পারে। কিন্তু এই দিনের ঘটনা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে পড়ে না। সেজন্যই বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে এই ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কার্যকরী দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আরক্ষা প্রশাসনের কাছে। সুস্থ সমাজ গঠনে সংবাদমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে জানান বিজেপি-র মুখপাত্র নব্যেন্দু ভট্টাচার্য।

বাইডেন

● **প্রথম পাতার পর**

জড়িয়ে রয়েছে একসঙ্গে লড়াই করার অদম্য জেদ। সামনে অনেক কাজ। চলুন পথ চলা শুরু করি'। বাইডেনের সঙ্গে ফোনে কথোপকথনের একটি ভিডিয়োও পোস্ট করেন কমলা। তাতে ফোনে তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'আমরা করে দেখিয়েছি জো। আমেরিকার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হতে চলেছেন আপনি'। বাইডেন এবং কমলাকে অভিনন্দন জানিয়ে এ দিন টুইট করেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা।

একটি বিবৃতি প্রকাশ করে তিনি লেখেন, 'বন্ধুবর জো বাইডেন এবং কমলা হ্যারিস, আমাদের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন'। প্রাক্তন মার্কিন বিদেশ সচিব তথা গতবারে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন যে হিলারি ক্লিন্টন, তিনিও বাইডেন এবং কমলাকে অভিনন্দন জানান। টুইটারে হিলারি লেখেন, 'ভোটাররাই জবাব দিয়েছেন। আমাদের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে জো বাইডেন এবং কমলা হ্যারিসকে বেছে নিয়েছেন তাঁরা। এটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত, ট্রাম্পকে প্রত্যাখান করেছেন মানুষ, নতুন আমেরিকার যাত্রা শুরু। যাঁরা এই ঐতিহাসিক পরিবর্তনে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ'।

মৃত্যু

● **প্রথম পাতার পর**

করোনা-স্যাম্পেলের মধ্যে পজিটিভ এসেছে ৫০,৩৫৭টি স্যাম্পেল, বাকিগুলি নেগেটিভ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, এ পর্যন্ত ভারতে ১১,৬৫,৪২,৩০৪টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুর এক তৃতীয়াংশ মহারাষ্ট্রে। দ্বিতীয় ও তৃতীয়তে কর্নাটক এবং তামিলনাড়ু। এর পর ক্রমান্বয়ে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি। পঞ্জাব, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থান, হরিয়ানাতেও মৃত্যু সংখ্যা উল্লেখযোগ্য।

প্রশাসন

● **প্রথম পাতার পর**

পুনরায় সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ কোন ভাবেই ব্যবহার করা যাবে না। প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ ব্যবহার আইনত নিষিদ্ধ।সরকারি নির্দেশ অমান্য করে কোনো ব্যবসায়ী কিংবা কোন ব্যক্তি প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগ ব্যবহার করলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা কিংবা ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এমনকি আর্থিক জরিমানা করা হবে।এ ধরনের অভিযান রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন বাজার সহ অন্যান্য স্থানে অব্যাহত থাকবে বলেও প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

আগরতলা

● **প্রথম পাতার পর**

আইনজীবী অরিন্দম দেব।

মোট ১১ টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে সভাপতি, সহ- সভাপতি , সম্পাদক , দুই জন যুগ্ম সম্পাদক, একজন কোষাধ্যক্ষ এবং ৫ জন সদস্য পদে নির্বাচন হবে। এবারের নির্বাচনে মোট ২৪ টি মনোনয়ন জমা পড়ে। সহ- সভাপতি হিসাবে চিত্রা রায় ও যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে ডঃ বিশ্বেন্দু ভট্টাচার্য তাদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেয়। বর্তমানে ২২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে নির্বাচনে। সম্পাদক পদে তিন জন প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছিলেন। পরে একজন মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেন।

বাজেয়াপ্ত

● **প্রথম পাতার পর**

টের পেয়ে বাড়ির মালিক অনির্বাণ দাস পালিয়ে গেছে। বাড়ির মালিকের বিরুদ্ধে পুলিশ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে। সূত্রে জানা গেছে নারায়নপুরের অনির্বাণ দাস এর বাড়িতে বেশ কিছুদিন ধরেই নেশাজাতীয় সামগ্রী মজুদ ছিল। নারায়ন দাস নেশাজাতীয় সামগ্রী পাচার বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত। এসব নেশাজাতীয় সামগ্রী বাংলাদেশে পাচার করার জন্য মজুদ রাখা হয়েছিল বলে জানা গেছে। পুলিশ সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালানোর ফলে তাদের সে প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে।

২.৪৮ লক্ষ

আটের পাতার পর

হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১,৬০৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ৬ জনের। শুক্রবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১৯,৯৩৬ জন। শেষ ২৪ ঘন্টায় ৯৩৭ জন সুস্থ হওয়ার পর তেলেঙ্গানায় এযাবৎ সুস্থ হয়েছেন ২,২৭,৫৮৩ জন।

বার্সেলোনাকে জেতাতে মাঠে নামতেই হলো মেসিকে

জর্দি আলবাই পাসটা দিয়েছিলেন আঁতোয়ান গ্রিজমানকে। পাসটা দারুণ ছিল আলবার। সে পাসেই প্রথমার্ধের হতাশা ভুলিয়ে দেওয়া গোল করলেন গ্রিজমান। কিন্তু ফ্রেঞ্চ ফরোয়ার্ড কিনা গোল করেই লাফ দিয়ে উঠলেন লিওনেল মেসির কাঁধে। গোলের জন্য সব ধন্যবাদ মেসির জন্যই তুলে রাখলেন গ্রিজমান, তাঁর আনন্দ ও ধন্যবাদের ছিটেফোঁটাও জুটল না আলবার কপালে। অথচ গোলের সহায়তার সব তালিকায় বার্সেলোনা লেফটব্যাকের নামই লেখা থাকবে। তাহলে মেসিকে ধরেই কেন এত উদ্‌যাপন গ্রিজমানের? আলবার পাসটা দারুণ হলেও সেটা গোলে পরিণত করেছেন ওই মেসিই। বলটা তাঁর দিকে আসছে দেখে রিয়াল বেতিসের গোলরক্ষক ও ডিফেন্ডার তাঁকে চার্জ করতে গিয়েছিলেন। পেছনেই গ্রিজমান আছে জানা ছিল অধিনায়কের। তাই দারুণ এক ডামিতে বলটা পায়ের ফাঁক দিয়ে চলে যেতে দিলেন। বোকা বনে পড়ে রইল বেতিসের রক্ষণভাগ। প্রথমার্ধে একের পর এক সুযোগ নষ্ট করা গ্রিজমানের পক্ষেও সম্ভব ছিল না এ গোল হাতছাড়া করা। দ্বিতীয়ার্ধে বদলি নামা মেসি এভাবেই মাত্র তিন মিনিটেই ম্যাচের রূপটা বদলে দিলেন। মেসিময় দ্বিতীয়ার্ধের পর বেতিসকে ৫-২ গোলে হারিয়ে লিগে তৃতীয় জয়ের দেখা পেল বার্সেলোনা।

গ্রিজমানকে গোল পাইয়ে দিয়েই সন্তুষ্ট হননি মেসি। কিছুক্ষণ পরই নিজের গোলটা বুঝে নিয়েছেন। ম্যাচের ৬১ মিনিটে পাওয়া গোলটি অবশ্য পেনাল্টি থেকে। মেসিকে আটকাতে গিয়ে গোললাইন থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন বেতিস গোলরক্ষক ক্লদিও ব্রাভো। মেসির পা ঘুরে বলটা ওসমান ডেমবেলের কাছে আসতেই গোলা ছুড়েছিলেন ফ্রেঞ্চ উইঙ্গার। সেটা ফিরিয়ে দেওয়ার সময় হাতে লেগেছিল আইসা মেন্দি। পেনাল্টি থেকে গোল করতে কোনো ভুল হয়নি মেসির। এ পেনাল্টির সঙ্গে সঙ্গে ১০ জনের দলে পরিণত হয় বেতিস। প্রথমার্ধেও আরেকটি পেনাল্টি উপহার দিয়েছিলেন মেন্দি। সেটি থেকে গ্রিজমান গোল করতে না পারলেও হলুদ কার্ড ঠিকই জুটেছিল তখন। ৩০ মিনিট পর দ্বিতীয় হলুদ কার্ডে মাঠ থেকে বের হয়ে যেতে হয় বেতিস ডিফেন্ডারকে।গোল পেলেও একটু অতৃপ্তি নিশ্চয় ছিল মেসির। এ মৌসুমে মেসি এ ম্যাচের আগে চার গোল করেছেন বার্সেলোনার জার্সিতে। কিন্তু সব কটি গোলই এসেছে পেনাল্টি থেকে। আজও প্রথম গোল এল সেই ১২ গজ দূর থেকেই। অতৃপ্তিটা দূর করেছেন ৮২ মিনিটে। ডান প্রান্তে ত্রিনকাওর দারুণ ড্রিবলিং বেতিস রক্ষণকে ফাঁকা করে দেয়। সের্হিও রবার্তোর ব্যাক হিল থেকে বল পেয়ে অতৃপ্তিটা দূর করলেন মেসি। এ মৌসুমে উন্মুক্ত খেলা থেকেই প্রথম গোলটা পেয়ে গেলেন। ৯০ মিনিটে সেই রবার্তোই ১৮ বছর বয়সী পেদ্রিকে দিয়ে গোল করিয়ে নিলেন।এর আগে মেসিকে ছাড়াই প্রথমার্ধে নেমেছিল বার্সেলোনা। ২০১৯ সালের পর এই প্রথম বেঞ্চে বসে থাকার স্বাদ পেলেন বার্সা অধিনায়ক। তাঁকে ছাড়া খুব একটা খারাপ খেলেনি বার্সেলোনা।

কিন্তু গ্রিজমানের একের পর এক গোল হাতছাড়া করা দলটিকে বিপদে ফেলে দিচ্ছিল। ৩৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করতে পারেননি। এর আগেই একবার পোস্টে বল লাগিয়েছেন। একবার নিজেই দারুণ এক সুযোগ সৃষ্টি করেও মিস করেছে। বার্সেলোনাকে এর দায় মেটাতে হয়েছিল প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে। বার্সা একাডেমিতে বেড়ে ওঠা তেয়োর পাস থেকে গোল করে বসেন একাডেমির আরেক সাবেক ছাত্র আনতোনিও সারাবিয়া।মেসির পেনাল্টির পরও ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করেছিল বেতিস। ৭৩ মিনিটে লরেন মরেনোর গোলে ব্যবধান ৩-২ হয়ে গিয়েছিল। ১০ জনের দল নিয়েই লড়ার আশা ছিল বেতিসের। কিন্তু ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরের পর এই প্রথম বেঞ্চে বসার স্বাদ পাওয়া মেসি সে ইচ্ছা পূরণ হতে দেবেন কেন!

দুর্দান্ত বাবরে অনায়াস জয় পাকিস্তানের

ওয়ানডে সিরিজে দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন বাবর আজম। তিন ম্যাচের সিরিজে একটি ফিফটি ও সেঞ্চুরি পেয়েছিলেন পাকিস্তানের সাদা বলের নতুন অধিনায়ক। ফর্মে থাকা সেই বাবরই জিম্বাবুয়ের মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠলেন টি-টোয়েন্টিতেও। রাওয়ালপিন্ডিতে আজ সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে সফরকারীদের জয়ের কোনো সুযোগই তৈরি হতে দেননি বাবর। তাঁর ৮২ রানের ঝকঝকে এক ইনিংসে জিম্বাবুয়েকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে স্বাগতিকেরা। ইনিংসের ৭ বল বাকি থাকতেই জয় পেয়েছে পাকিস্তান।বহুদিন পর টি-টোয়েন্টি খেলছে পাকিস্তান। টি-টোয়েন্টি থেকে অনাকাঙ্ক্ষিত এই বিচ্ছেদে এই সংস্করণের র‍্যাঙ্কিংয়ে ব্যাটসম্যানদের শীর্ষস্থান হারিয়ে ফেলেছিলেন বাবর। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ৯টি রেটিং পয়েন্ট জোগাড় করতে পারলেই আবার নিজের রাজত্ব ফিরে পাবেন পাকিস্তানি এই ব্যাটসম্যান। প্রথম ম্যাচেই সে পথে অনেকটাই এগিয়ে গেছেন সময়ের অন্যতম সেরা এই ব্যাটসম্যান। যে উইকেটে অন্য ব্যাটসম্যানদের খুব একটা স্বচ্ছন্দ মনে হয়নি, সেখানেই খেলেছেন চোখজুড়ানো এক ইনিংস।

১৩৭ রানের লক্ষ্য নিয়ে নামা পাকিস্তান চতুর্থ ওভারেই ধাক্কা খেয়েছিল। ফখর জামান ফিরেছেন মাত্র ১৯ রান করে। তিনে নামা হায়দার আলীও টিকেছেন মোটে ৮ বল। কিন্তু পাকিস্তান এর মধ্যেও এগিয়েছে স্বচ্ছন্দে। অন্য প্রান্তে যে দারুণ ছন্দে আছেন বাবর। ব্লেসিং মুজারাবানির সুবাদে একবার জীবন ফিরে পেয়েছেন।

এ ছাড়া প্রায় নিখুঁত ছিল তাঁর ইনিংস। মোহাম্মদ হাফিজকে নিয়ে তৃতীয় উইকেটে ৮০ রান তুলেছেন। মাত্র ৫৫ বলের এ জুটিতে ৪৭ রানই ছিল বাবরের। ৯ চার ও ১ ছক্কায় ৮২ করে ফিরেছেন জয় থেকে মাত্র ১৫ রান দূরে থাকতে। তাঁর তুলনায় হাফিজের ইনিংসটি ছিল অনেকটা ওয়ানডে মেজাজের, ৩২ বলে করেছেন ৩৬ রান।

নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে জিম্বাবুয়েকে খুব বড় সংগ্রহ করতে দেননি পাকিস্তানের বোলাররা। পাওয়ার প্লের মধ্যে দুই উইকেট তুলে নিয়ে রানের স্রোতে বাঁধ দিয়েছেন। শন উইলিয়ামস ও ওয়েসলি মাধভেরে একটু গুছিয়ে নিয়েছিলেন। ওসমান কাদিরের অভিষেক ওভারটাকে দুঃস্বপ্ন বানিয়ে ফেলেছিলেন দুজন। আবদুল কাদিরের পুত্রের প্রথম ওভারে ১৩ রান তুলেছেন এ দুজন।

এর প্রতিশোধ কাদির নিয়েছেন পরের ওভারেই। উইলিয়ামসকে বোল্ড করে ফিরিয়েছেন ২৫ রানে। মাধভেরেকে অবশ্য কেউ ফেরাতে পারেননি।

নিজের মতোই খেলে গেছেন। কিন্তু অন্য প্রান্তে কোনো সাহায্য পাননি।

৪৮ বলে ৭০ রান তুলেছেন ৯ চার ও এক ছক্কায়।

শেষ দিকে শুধু এলটন চিগম্বুরা ১৩ বলে ২১ রান করে সহযোগিতা করেছেন। ৬ উইকেটে ১৫৬ রানে থেমেছিল জিম্বাবুয়ে। একই মাঠে আগামীকাল সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি খেলবে দুই দল।

আইপিএলে কেন এত দাপট মুম্বাইয়ের, কোহলিরা কেন পারেননি?

উৎসবের পর্দা নামতে আর মাত্র তিন দিন বাকি। প্রায় দুই মাস ধরে চলা আইপিএলের আর মাত্র দুই ম্যাচ বাকি। ১০ নভেম্বর মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষে কে খেলবেদিল্লি ক্যাপিটালস নাকি সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, সেটা জানা যাবে আগামীকাল। শিরোপা যার কাছেই যাক, এবারের আইপিএল সব দিক থেকেই সফল হয়েছে। করোনাকালে বিশ্বের সব বড় তারকাকে একসঙ্গে হাজির করতে পারার চ্যালেঞ্জটা সফলতার সঙ্গেই উতরে গেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার পর অন্তত করোনা সংক্রমণের কোনো খবর পেতে দেয়নি বিসিসিআই।এ তো গেল মাঠের বাইরের খবর। মাঠেও এবারের আইপিএল ছিল জমজমাট। অধিকাংশ ম্যাচই একদম ইনিংসের শেষ ওভারে গড়িয়েছে। একাধিক সুপার ওভারের দেখা মিলেছে। এমনকি এক ম্যাচে তো একটি সুপার ওভারেও ম্যাচের মীমাংসা শেষ করা যায়নি। প্রথমবারের মতো দুই সুপার ওভারের দেখা মিলেছে। মাঠে কে ভালো খেলেছেন, কে প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি, সেটা তো খালি চোখেই দেখা গেছে। তবু আইপিএলে কোন দলের প্রভাব বেশি ছিল, কোন বোলার ম্যাচের গতি বদলে দিয়েছেন কিংবা কোন ব্যাটসম্যান দলের জয়ে বেশি অবদান রেখেছেন, সেটা বোঝার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে পরিসংখ্যান।

বিখ্যাত ক্রিকেট পরিসংখ্যানবিদ মোহনদাস মেনন ব্যবচ্ছেদ করেছেন এবারের আইপিএল। দেখিয়েছেন, সাধারণ চোখে যা টের পাওয়া যায়; সেটা যেমন বলে দেয় পরিসংখ্যান, তেমনি ভেতরের কিছু তথ্যও বের করে আনে। মেননের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মুম্বাই ইন্ডিয়ানস এবারের আইপিএলের সবচেয়ে দাপুটে দল। আর বিরাট কোহলির দল ভুগেছে সত্যিকারের পার্থক্য গড়ে দেওয়া খেলোয়াড়ের অভাবে।

এবার আইপিএল এখন পর্যন্ত প্রতি ১৯ বলে একটা ছক্কা দেখেছে। কিন্তু শুধু দলগুলোর দিকে তাকালে পরিষ্কার বোঝা যায় কেন এত পরিষ্কার ব্যবধানে এগিয়ে গ্রুপ পর্ব শেষ করে ফাইনালেও উঠে গেছে মুম্বাই। প্রতি ১৩ বলে একটি ছক্কা মেরেছেন রোহিত, পান্ডিয়া, পোলার্ড ও ডি ককরা। ওদিকে দলে এবি ডি ভিলিয়ার্স ও বিরাট কোহলির মতো সময়ের সেরা দুই ব্যাটসম্যান থাকার পরও ছক্কা মারায় চরম ব্যর্থ ছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। একটি ছক্কা মারতে গড়ে ২৬ বলের বেশি দরকার হয়েছে, অর্থাৎ মুম্বাইয়ের দ্বিগুণেরও বেশি। বেঙ্গালুরুর মতোই ছক্কা মারায় খুব আপত্তি ছিল কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবের। সাত ম্যাচ পার করার পর ভুল বুঝতে পেরে ক্রিস গেইলকে নামিয়ে দিয়েছিল তারা। ফলাফল গ্রুপপর্ব শেষ করেছে প্রতি ১৭ বলে একটা ছক্কা নিয়ে। ছক্কা মারায় মুম্বাই ও পাঞ্জাবের মাঝে আছে রাজস্থান রয়্যালস। প্রতি ১৫ বলে একটি ছক্কা মেরেছেন রাজস্থান রয়্যালসের বেন স্টোকস, বাটলাররা।এত এত ছক্কা মেরেও প্লে-অফে জায়গা করতে পারেনি রাজস্থান ও পাঞ্জাব। কারণ, তারা ছক্কা যেমন মেরেছে, প্রতিপক্ষকে ছক্কা উপহার দিয়েছে ভূরি ভূরি। প্রতি ১৫ বলে ছক্কা মারা রাজস্থান ছক্কা খেয়েছে প্রতি ১৩ বলে। আর পাঞ্জাব প্রতি সাড়ে ১৬ বলে একবার উড়ে বল সীমানা ছাড়া হতে দেখেছে। ওদিকে বোলিং আক্রমণ দিয়েই ব্যাটসম্যানদের ঘাটতি ভুলেছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। প্রতি ২৫ বলে এক ছক্কা মারা হায়দরাবাদ ছক্কা খেয়েছে প্রতি ২৩ বলে। বোলিং দিয়েই দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে চলে এসেছে হায়দরাবাদ। বোলিংয়েও সবার সেরা মুম্বাই। প্রতি ২৩ দশমিক ১৪ বলে একটি ছক্কা খেয়েছেন বুমরা-বোল্টরা।

ওদিকে ছক্কা কম মারলেও রান তোলার গতিতে ভালোই এগিয়ে ছিলেন কোহলি, ডি ভিলিয়ার্সরা। রহস্যটা লুকিয়ে আছে তাঁদের দক্ষতায়। যেকোনো পরিস্থিতিতে সিঙ্গেল বা ডাবলস বের করে নিতে পারেন তাঁরা। মাত্র ২৬ শতাংশ বল ডট দিয়েছেন কোহলি। এত কম ডট বল আর কোনো ব্যাটসম্যান খেলেননি এবারের আইপিএলে। ডি ভিলিয়ার্সও মুখোমুখি হওয়া বলের মাত্র ২৮ দশমিক ৮১ শতাংশ বলে রান নিতে পারেননি। আবার কোহলি-ডি ভিলিয়ার্সদের দলেই থাকা অ্যারন ফিঞ্চ খেলেছেন সবচেয়ে বেশি ডট বল। নিজের মুখোমুখি হওয়া প্রায় অর্ধেক বলেই (৪৮.৮২) রান নিতে পারেননি অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার।আইপিএলে সবচেয়ে বেশি রান এবার লোকেশ রাহুলের। কিন্তু তবু তাঁকে আইপিএলের সেরা দলে রাখেননি ব্র্যাড হগ। কারণ হিসেবে বলেছেন, বড্ড বেশি বল নষ্ট করেছেন এই ওপেনার। কথাটা যে ভুল বলেননি, সেটা জানিয়ে দিয়েছেন মোহনদাস। এবারের আইপিএল ১৭৬টি বলে কোনো রান নিতে পারেননি রাহুল।

বুমরাকে দেখে কপিলদের বোলিং সাধারণ ঠেকছে লারার

খেলোয়াড়ি জীবনে দলের সেরা বোলার ছিলেন কপিল দেব। জাভাগাল শ্রীনাথের বেলায়ও তাই। যখন ভারতের হয়ে খেলেছেন, ছিলেন দলের সেরা বোলার। কপিল আর শ্রীনাথ দুজনের সময়েই খেলেছেন ভারতের আরেক পেসার মনোজ প্রভাকর। তিনি তো একই সময়ে দলের ব্যাটিং, বোলিংদুটিই ওপেন করতেন। কিন্তু সেই সময়ের ভারতীয় পেস আক্রমণ খুব একটা পাত্তা পেত না প্রতিপক্ষ ব্যাটসম্যানদের কাছে।সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের পেস আক্রমণকে সমীহ করেই খেলতে হচ্ছে বিশ্বজোড়া সেরা সেরা ব্যাটসম্যানকে। বিশেষ করে জসপ্রীত বুমরার প্রশংসায় তো পঞ্চমুখ সাবেক—বর্তমান সবাই। টেস্ট, ওয়ানডে, টি—টোয়েন্টিতিন সংস্করণেই দাপটের সঙ্গে বোলিং করে যাচ্ছেন ভারতীয় ফাস্ট বোলার। ১৪ টেস্টে ২০.৩৩ গড়ে নিয়েছেন ৬৮টি উইকেট। ৫৪ ওয়ানডেতে ১০৪ উইকেট ২৪.৪৩ গড়ে। আর আন্তর্জাতিক টি—টোয়েন্টিতে তাঁর উইকেট ৫৯টি, গড় ২০.২৫।জসপ্রীত বুমরাকে ভারতের সাবেক বোলারদের চেয়ে ভালো মানছেন ব্রায়ান লারা। জসপ্রীত বুমরাকে ভারতের সাবেক বোলারদের চেয়ে ভালো মানছেন ব্রায়ান লারা। ছবি: বিসিসিআই এবারের আইপিএলেও অসাধারণ বোলিং করছেন স্বীকৃত টি—টোয়েন্টিতে ২১.৪০ গড়ে ২০৯ উইকেট পাওয়া বুমরা। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে সর্বশেষ ম্যাচে ৪ ওভার বোলিং করে ১৪ রান দিয়ে ৪ উইকেট নিয়েছেন মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের ফাস্ট বোলার। ওই ম্যাচের পর তো আরেক দফায় বুমরা—বন্দনায় মেতেছে ক্রিকেট বিশ্ব। বাদ যাননি ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক তারকা ব্যাটসম্যান ব্রায়ান লারাও। ভারতের দৈনিক হিন্দুস্তান টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান বলেছেন, বুমরার চেয়ে তিনি কপিল, শ্রীনাথ বা প্রভাকরের মুখোমুখি হতেই বেশি পছন্দ করতেন!

ক্যারিয়ারের সেরা সময়ে লারা ছিলেন যেকোনো বোলারের জন্য আতঙ্কের এক নাম। টেস্ট ক্রিকেটে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংসের (৪০০*) মালিক লারার মুখোমুখি হলে যেকোনো বোলারকেই হাত থেকে বল ছোড়ার আগে একটু ভাবতে হতো। কপিল, শ্রীনাথ ও প্রভাকরতিনজনের বিপক্ষেই খেলেছেন লারা। কিন্তু খেলা হয়নি বুমরার বিপক্ষে। কপিল, শ্রীনাথ ও প্রভাকরদের দলে যদি বুমরা থাকতেন, তাহলে কী করতেন লারা? হাসতে হাসতেই উইন্ডিজ কিংবদন্তি উত্তর দিলেন, 'বুমরার মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে আমি কপিল দেব, জাভাগাল শ্রীনাথ ও মনোজ প্রভাকরকে খেলতেই পছন্দ করতাম!'

গ্লেন ম্যাকগ্রা, শোয়েব আখতার, অ্যালান ডোনাল্ড...ক্যারিয়ারে কম ফাস্ট বোলারের মুখোমুখি হননি লারা। তবে বুমরার বোলিংটা একটু অন্য রকমই। লারার কথা, তাঁর সময়েও এমন বোলার ছিল, 'এটা ঠিক যে বুমরার মুখোমুখি হওয়ার চ্যালেঞ্জটা একটু অন্য রকম হতো। আমার সময়েও এ রকম একজন ছিল, এই যেমন মাখায়া এনটিনি। সেও একই অ্যাঙ্গেলের ডেলিভারি দিত। তাই বলি, আমি যাদের বিপক্ষে খেলেছি, তাদের কারও কারও সঙ্গে (বুমরার) তুলনা করা যেতে পারে।'

এবারের আইপিএলে ১৪ ম্যাচে ২৭ উইকেট নিয়ে টুর্নামেন্টের 'বেগুনি টুপি' এখন বুমরার অধিকারে। ২৭ উইকেট নিতে তিনি খুব বেশি রান যে দিয়েছেন, তা—ও নয়। এবারের আইপিএলে তিনি ওভারপ্রতি রান দিয়েছেন ৬.৭১ করে। গড়টাও চোখে পড়ার মতো, ১৩.৯২। এবারের আইপিএলে বুমরা ছাড়াও লারার নজর কেড়েছে রাজস্থান রয়্যালসের ফাস্ট বোলার জফরা আর্চার।

CLAIMANT NOTICE.

Following articles (sand mining machine) were seized by the Forest Department of Dhalai District under Section 51(A) Sub-Section 2 of the Indian Forest Act 972 and rules made there under:

SI. No	Name Sand machine	Model / Eng No.	Date of seizure	By whom
1	JIANGDONG		14-06-2020	Sri Suman Das, Fr
2	SIFANG	Model No. S1115	30-06-2020	Sri Suman Das, Fr
3	JIANGDONG	Eng No. 20701110	03/09/2020	Bidyadayal Jamatia, Fr

Therefore, in exercise of power under Indian Forest Act it is contemplated to confiscate the said sand machine for its commission of forest offence. Therefore it is once against brought to the notice of the legal awner(s) of the said articles to prefer his/her/their claim to the Authorized Officers (District Forest officer, Dhalai) within 25(twenty five) dayArom the date of issue of this notice along with legal evant documents supporting ownership, Wing which the decision regarding the confiscation of all the articles seized shall be taken ex-parte. Issued under my seal & signature this day on 03/11/2020.

ICA/D-810/2020-21

Sd/- [Authorized Officer)
District Forest Officer Dhalai District,
Ambassa.

F:1(36)1DESMP/STORE/VOL-I/3803-04
Date: 6th November, 2020

Tender Cancellation Notice

Due to unavoidable circumstances e-tender floated vide NO.1(36)- DESMP/STORE/93/Vol-1/3213 dated 6th October, 2020 (Tender ID:2020Jabor_12950_1) for hiring of one Mahindra & Mahindra Bolero Vehicle for 0/o Director, Employ ent Services & Manpower Planning is hereby cancelled.

ICA/C-2029/2020-21

(Dr. Naresh Babu N, IFS)
Director Employment Services
& Manpower Planning, Tripura

PNIT NO: e-PT-XIX/EE/RD/ABS/2020-21
DATED-02/11/2020

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer. R.D Ambassa Division. Ambassa, DhalaiwDistrict, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 15/11/2020 for Construction of 12(Twelve) nos Dormatory, Kitchen and Store in/c Toilet and Bathing Place for 30 Person BRU Migrants at Hadukluk uder RD Ambassa Sub-Division for displaced bru peoples under the jurisdiction of R.D Ambassa Division. For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-08732042622 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Also everyone is requested to give up the use of plastic for the sake of the earth and also requested to use mask on face and to keep maintain social distance to avoid COVID-19 pandemic.

ICA/C-2031/2020-21

(Er.S. Biswas)
Executive Engineer R.D.
Ambassa Division

Short Notice Inviting Re-Tender(3rd call) for Procurement of Cowdung Of Joint Director of Agriculture (Research), Agronomy Unit, State Agricult Research Station, A.D.Nagar, Agartala, West Tripura

Sealed tender invitee' from the bonafied and resourceful suppliers, dealers, of Nationals Superscribed with "Fee-Tender for Cowdung" for supply of Cowdung the Joint Director of Agriculture, Agronomy Unit, State Agriculture Research A.D.Nagar, Agartala during 2020-21.

Short Quotations will be received on 16th November,2020 up to 3.00 PM be opened on the same day at 4.00 PM, if possible. The Format of quotation documents etc. along with terms & conditions in det be had from the office of the undersigned on all working days and also can be dowi from the website-www.agri.tripura.gov.in

ICA/C-2036/2020-21

(Arun Bhattacharjya)
Joint Director of Agriculture
(Re) SARS, A.D.Nagar, Agartala

PNTT No,No.F.8(58)/H&SC/TM/2020-21
Dated, 04/11/ 2020

PRESS NOTICE INVITING e- TENDER

e-Tender is invited from the competent agencies/firms capable of executing Commercial Floricultural Projects on Anthurium under protected structures of 200 sq. mt. each with Micro irrigation system and also supply of planting materials of Anthurium for a single unit i.e 200 sq.m area.

The competent agencies/firms capable of executing such projects and have a minimum turnover of Rs. 3.00 crore per year, at least for a period of last three consecutive years, having documentary evidence on completed projects, only would be eligible for participating in this tender process. The Tender value is Rs. 172.00 lakh (Rupees One Crore Seventy Two Lakh) only. The Bid submission end date is on 05/12/2020.

The bid shall be opened online by the designated Bid Openers on behalf of the Director of Horticulture & Soil Cons(nation, Paradise Chowmuni, Agartala, West Tripura, 799001 on 07/12/2020 and the detail shall be accessible by intending bidder through website https://tripuratenders.gov.in. For any enquiry, please contact e-mail : dhctripura@yahoo.co.in/ tmcelltripuraPgmail.com.

ICA/C-2042/2020-21

(Dr. P.B.Jamatia)
Director Horticulture &
Soil Conservation,
Tripura, Agartala

নাম পরিবর্তন

আমি শ্রী অর্জুন রুদ্রপাল, পিতা হরেন্দ্র চন্দ্র রুদ্রপাল, রানিরবাজার আসাম পাড়া পোঃ রানিরবাজার জিলা- পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন নং - ৭৯৯০৩৫, শ্রী নয়ন রুদ্রপাল, পিতা হরেন্দ্র চন্দ্র রুদ্রপাল ১৯ অক্টোবর ২০২০ইং তারিখে নোটারি এফিডেফিট মূলে আমি শ্রী অর্জুন রুদ্রপাল নামে পরিচিত হইলাম।

অর্জুন রুদ্রপাল

শনিবার আগরতলায় সিপিএম আয়োজিত হলসভায় বক্তব্য রাখেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি-নিজস্ব।

অন্তিম দফার নির্বাচন বিহারে এগারোটা পর্যন্ত ভোট ১৯.৭৭ শতাংশ

পাটনা, ৭ নভেম্বর (হি.স.): বিহারে চলছে বিধানসভা নির্বাচনের অন্তিম তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণ। তৃতীয় তথা অন্তিম দফায় বিহারের ১৫টি জেলার ৭৮টি বিধানসভা আসনে চলছে ভোটগ্রহণ। ১৫টি জেলার মধ্যে রয়েছে কিশাণগঞ্জ, মুজফরপুর, আরারিয়া, দারভাঙ্গা, কাটিহার, সহর্ষা, মাধেপুরা এবং সুপৌল। একইসঙ্গে এদিন বাল্মীকি নগর সংসদীয় আসনে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলছে। জেডি (ইউ) সাংসদ বৈদ্যনাথ মাহাতোর প্রয়াণের কারণে বাল্মীকি নগর সংসদীয় আসনে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বিহারে বেলা এগারোটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ১৯.৭৭ শতাংশ।

এদিন সকাল নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন রাজ্যসভার সাংসদ আহমেদ আশফাক করিম। কাটিহারের একটি পোলিং বুথে ভোট দিয়েছেন তিনি। মাধেপুরের একটি পোলিং বুথে ভোট দিয়েছেন লোকতান্ত্রিক জনতা দলের প্রধান শরদ যাদবের মেয়ে সুভাষিণী রাজরাও। মুজফরপুরের ৯৪ নম্বর বুথে ভোট দিয়েছেন বিহারের মন্ত্রী সুরেশ শর্মা। হালকা ঠান্ডা ইতিমধ্যেই পড়েছে বিহারে। সকাল সকাল গায়ে চাদর দিয়েই ভোট দেওয়ার লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন ভোটাররা। তৃতীয় দফায় ১,২০৪ জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন ২.৩৫ কোটিরও বেশি ভোটার। সকাল সাতটা থেকে শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ, ছ''টা পর্যন্ত চলবে ভোটদান। মাওবাদী-অধ্যুষিত চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে বিকেল চারটে পর্যন্ত চলবে ভোটগ্রহণ। শেষ দফায় ৩৫টি আসনে লড়ছে বিজেপি, জেডি (ইউ) ৩৭টি আসনে, বিকাশশীল ইনসান পার্টি পাঁচটি আসনে, হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা একটি আসনে। আরজেডি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ৪৬টি আসনে, কংগ্রেস প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ হবে ২৫টি আসনে এবং বামেরা সাতটি আসনে প্রার্থী দিয়েছেন। এছাড়াও লোক জনশক্তি পার্টি ৪২টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে, আরএলএসপি ২৩টি আসনে, বিএসপি ১৯টি আসনে এবং এনসিপি ৩১টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে।

শেষ দফায় ভাগ্য নির্ধারণ হবে বিধানসভার স্পিকার বিজয় কুমার চৌধুরী এবং বিকাশশীল ইনসান পার্টির প্রধান মুকেশ সাহনির। এছাড়াও বিজেন্দ্র যাদব, বীমা ভর্তি, ফিরোজ এবং রমেশ ঋষিদেব-সহ ১২ জন প্রার্থীর ভাগ্যনির্ধারন হবে।

এ দিন সকালেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করে বিহারবাসীদের ভোটের আহ্বান জানান। তিনি লেখেন, 'বিহারে তৃতীয় এবং অন্তিম দফার ভোট হচ্ছে। গণতন্ত্রের এই উৎসবে সকলে সামিল হন এবং ভোট দেওয়ার নতুন রেকর্ড তৈরি করুন। তবে ভোট দানের সময় সামাজিক দূরত্ব পালন করুন এবং মাস্ক পরুন।' উল্লেখ্য, বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে ১০ নভেম্বর।

সংঘর্ষ-বিরতি ভেঙে ফের পাক হামলা, পুঞ্চ ও কাঠুয়ায় প্রত্যাঘাত ভারতের

জম্মু, ৭ নভেম্বর (হি.স.): সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার মানকোটে সেক্টর এবং কাঠুয়া জেলার হীরানগর সেক্টরে, নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অবস্থিত ভারতীয় সেনাছাউনি ও সীমান্ত সংলগ্ন একাধিক গ্রাম লক্ষ্য করে গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ শনিবার ভোররাত ২.৩০ মিনিট থেকে পুঞ্চ জেলার মানকোটে সেক্টরে শুরু হয় পাক হামলাঊ এছাড়াও কাঠুয়া জেলার হীরানগর সেক্টরে সারারাত গুলি চালাতে থাকে পাকিস্তানি সেনা। শত্রুপক্ষকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইঊ

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, শনিবার ভোররাত ২.৩০ মিনিট থেকে পুঞ্চ জেলার মানকোটে সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টারও নিক্ষেপ করে পাক সেনাবাহিনীঊ প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ ভোর চারটে নাগাদ গুলির লড়াই থেমে যায়। পুঞ্চ ছাড়াও শুক্রবার রাত দশটা থেকে কারোল কৃষ্ণা, সতল আবেগ ও গুরনামে বোর্ডের আউটপোস্টে গুলিবর্ষণ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। শনিবার সকাল ৫.১০ মিনিট থেকে ভারত ও পাক সেনার মধ্যে গুলির লড়াই থেমে যায়।

তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু ১,৩৭২ জনের, আক্রান্ত বেড়ে ২.৪৮ লক্ষ

হায়দরাবাদ, ৭ নভেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ১,৬০৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ৬ জনের। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল-২,৪৮,৮৯১ লক্ষ এবং ১,৩৭২। বিগত ২৪ ঘন্টায় তেলেঙ্গানায় সুস্থ হয়েছেন ৯৩৭ জন। সবমিলিয়ে তেলেঙ্গানায় এযাবৎ সুস্থ হয়েছেন ২,২৭,৫৮৩ জন।

শনিবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো

ছয়ের পাতায় দেখুন

সৌমিত্রবাবুর অস্ত্রোপচার নিয়ে আজ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

কলকাতা, ৭ নভেম্বর (হি.স.): প্রবীণ অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা খতিয়ে তাঁর অস্ত্রোপচার নিয়ে আজ, শনিবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা।

সূত্রের খবর, ভালো করে নিশ্বাসই নিতে পারছে না সৌমিত্রবাবু। এ কারণেই অস্ত্রোপচারের ভাবনা। ৮৫ বছর বয়সের ধকল তিনি নিতে পারবেন কিনা, তা নিয়ে অনেকের চিন্তা রয়েছে।

তবে চিকিৎসকেরা আশ্বাস দিয়েছেন পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। অস্ত্রোপচার বলতে যা বোঝায় এখানে তা হবে না। যা হবে তা হল শ্বাসনালী কেটে সেখানে একটা টিউব স্থাপন করা হবে যাতে নাক-মুখ দিয়ে সৌমিত্রবাবুকে আর শ্বাস নিতে না হয়। সেই হিসাবে এটি খুব ছোট অস্ত্রোপচার। শনিবার বেলভিউ হাসপাত সূত্রে জানা গিয়েছে, সব ঠিক থাকলে খুব শীঘ্রই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে তাঁর ট্রাকিওস্টোমি করা হবে কি না। শ্বাসনালীর চিকিৎসার অন্যতম মাধ্যম ট্রাকিওস্টোমি টিউব। অস্ত্রোপচার করে শ্বাসনালীতে ট্রাকিওস্টোমি নল স্থাপন করা হয়ে হবে যাতে নাক-মুখের বদলে গলায় থাকা ওই নলের মধ্য দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস কার্য সম্পাদিত হয়। তবে তার আগে প্রবীণ অভিনেতার শরীর কেমন থাকে সেই বিষয়ে কড়া নজর রাখা হবে।

সূত্রের খবর, শীঘ্রই তাঁর অ্যান্টিবায়োটিক ও অ্যান্টিফাঙ্গাল ওষুধ বন্ধ করে দেওয়া হবে। সৌমিত্রবাবুর শরীরে নতুন কোনও সংক্রমণ দেখা না দেওয়ায় আজ থেকেই অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের ডোজ বন্ধ করা হতে পারে। তবে ভেন্টিলেশন সাপোর্ট থাকবে।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্প, কম্পাঙ্ক ৪.২ ও ৩.৬

পোর্ট ব্লেয়ার, ৭ নভেম্বর (হি.স.): ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। শনিবার প্রথমে ১১.৪৯ মিনিট নাগাদ ৪.২ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। এরপর দুপুর ১২.৩০ মিনিট নাগাদ ৩.৬ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। প্রথম ভূমিকম্পে উৎস্থল ভূগর্ভের ৫৩ কিলোমিটার গভীরে এবং দ্বিতীয় ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র ছিল ৭১ কিলোমিটার গভীরে।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, শনিবার ১১.৪৯ মিনিট নাগাদ ৪.২ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে, দিগলিপুর থেকে ১৪৮ কিলোমিটার উত্তর-উত্তর পশ্চিমে। এরপর ১২.৩০ মিনিট নাগাদ ৩.৬ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ১৪৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ পূর্বে। এদিনের ভূমিকম্পের জেরে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জজুড়ে আতঙ্ক তৈরি হয়। যদিও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

করোনা-আক্রান্ত কেরলের রাজ্যপাল, সান্নিধ্যে আসা সকলকে টেস্ট করানোর আর্জি

তিরুবনন্তপুরম, ৭ নভেম্বর (হি.স.): করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হলেন কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান। শনিবার কেরল রাজভবনের জনসংযোগ আধিকারিক টুইট করে জানিয়েছেন, রাজ্যপাল কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। একইসঙ্গে রাজ্যপাল অনুরোধ করেছেন, গত সপ্তাহে দিল্লিতে রাজ্যপালের সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরাও যেন টেস্ট করিয়ে নেন অথবা নিজেদের পর্যবেক্ষণে রাখেন।

রাজ্যপালকে উদ্ধৃতি করে কেরল রাজভবনের জনসংযোগ আধিকারিক টুইট করে জানিয়েছেন, রাজ্যপাল কোভিড-১৯ সংক্রমিত হয়েছেন।

পরপর দু''বার ভূমিকম্পে কাঁপল জম্মু-কাশ্মীর, তীব্রতা ২.৮ ও ৪.১

শ্রীনগর, ৭ নভেম্বর (হি.স.): ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল জম্মু ও কাশ্মীর। শনিবার ভোরে প্রথমে ২.৮ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় জম্মু ও কাশ্মীরের কাটরার কাছে। ভোর ৪.১৮ মিনিট নাগাদ কম্পন অনুভূত হয় কাটরা থেকে ৯১ কিলোমিটার পূর্ব-উত্তর পূর্বে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে। এরপর ভোর ৪.২৯ মিনিট নাগাদ ফের ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে জম্মু-কাশ্মীর। পহেলগামের কাছে ভূকম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.১।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, শনিবার ভোর ৪.১৮ মিনিট নাগাদ প্রথমে ২.৮ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় কাটরা থেকে ৯১ কিলোমিটার পূর্ব-উত্তর পূর্বে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে। এরপর ভোর ৪.২৯ মিনিট নাগাদ পহেলগাম থেকে ৬৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-দক্ষিণ পূর্বে ভূকম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.১। জোড়া ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

করোনা-সংক্রমণে ফের রেকর্ড, আমেরিকার মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত

ওয়াশিংটন, ৭ নভেম্বর (হি.স.): এই নিয়ে পরপর তিন-দিন, আমেরিকায় ফের রেকর্ড সংখ্যক বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ২৭ হাজারের বেশি মানুষ। দৈনিক মৃত্যুও বেড়েই চলেছে মার্কিন মুলুকে, শেষ ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত ১,১৪৯ জন রোগীর। ফলে বাড়তে বাড়তে আমেরিকায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত ২,৩৬,০০০ জনেরও বেশি রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার সন্ধ্যা ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত আমেরিকায় নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,২৭,০০০ জনেরও বেশি মানুষ। সবমিলিয়ে এযাবৎ আমেরিকায় করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৯.৭ মিনিয়নের বেশি মানুষ। নতুন করে ১,১৪৯ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ২,৩৬,০০০ ছাড়িয়েছে।

শপথ নিলেন নতুন সিআইসি ওয়াই কে সিনহা, ৩ বছর থাকবেন এই পদে

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর (হি.স.): দেশের নতুন চিফ ইনফরমেশন কমিশনার (সিআইসি) হলেন প্রাক্তন কূটনীতিক এবং সেন্ট্রাল ইনফরমেশন কমিশনার যশবর্ধন কুমার সিনহা। শনিবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যশবর্ধন কুমার সিনহাকে নতুন চিফ ইনফরমেশন কমিশনার হিসেবে শপথবাক্য পথ করিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন তিন-সদস্যের কমিটি যশবর্ধন কুমার সিনহাকে নতুন চিফ ইনফরমেশন কমিশনার হিসেবে মনোনীত করেছে। এই কমিটির আরও দু''জন সদস্য হলেন লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ২০১৯ সালের ১ জানুয়ারি ইনফরমেশন কমিশনারে যোগ দিয়েছিলেন ওয়াই কে সিনহা। তিনি ব্রিটেন ও শ্রীলঙ্কায় ভারতের হাই কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। চলতি বছরের ২৬ আগস্ট বিমল জুলকার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর দু''মাস খালি ছিল চিফ ইনফরমেশন কমিশনার (সিআইসি) পদ। ৬২ বছর বয়সী যশবর্ধন কুমার সিনহা আগামী ৩ বছর এই পদে থাকবেন।

বিহার বিধানসভা নির্বাচন একটা পর্যন্ত ভোটের হার ৩৪.৮২ শতাংশ

পাটনা, ৭ নভেম্বর (হি.স.): বিহার চলছে বিধানসভা নির্বাচনের তৃতীয় তথা অন্তিম দফার ভোটগ্রহণ। বিহারে শেষ দফায় দুপুর একটা পর্যন্ত ভোট পড়েছেন ৩৪.৮২ শতাংশ। তৃতীয় দফায় ভাগ্যপরীক্ষা হচ্ছে ১,২০৪ জন প্রার্থীর। ১,২০৪ জন প্রার্থীর ভাগ্য ইভিএমবন্দি করছেন প্রায় ২.৩৪ কোটি ভোটার। শনিবার সকাল থেকে বিহারের ১৫টি জেলার ৭৮ আসনে চলছে ভোটগ্রহণ।

করোনা-সতর্কতা অবলম্বন করেই প্রতিটি বুথে চলছে ভোটগ্রহণ। বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হবে আগামী ১০ নভেম্বর। বিধানসভা নির্বাচনের অন্তিম দফা ছাড়াও এদিন বাল্মীকি নগর সংসদীয় আসনে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলছে। জেডি (ইউ) সাংসদ বৈদ্যনাথ মাহাতোর প্রয়াণের কারণে বাল্মীকি নগর সংসদীয় আসনে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।